উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,১৮৬.৪৪ (-৮৭২.৯৮)

নিফটি : ২৪,৬৮৩.৯০ (-২৬১.৫৫)

একটাই ট্যাক্স : মমতা
জিএসটি দেওয়ার পরও রাস্তায় টোল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের। শিলিগুড়ির কাছে সরকারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতার হুঁশিয়ারি, একটার বেশি ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। » ৮

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী ট্রাম্প
ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব নেওয়ার পর এবার রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতেও উদ্যোগী হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩১°	৩২°
সর্বনিম্ন	২২°	২৩°	২৪°	২৩°

মমতা-রিজিজু কথা, মোদির প্রতিনিধিদলে অভিষেক » ৭

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 21 May 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 3

আসছেন মোদি

২৯ মে প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা

অভিজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : এই প্রথম আলিপুরদুয়ার শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২৯ মে বৃহস্পতিবার প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁর জনসভা করার কথা। সেইসঙ্গে একটি প্রশাসনিক সভাও করবেন বলে খবর। সেই সভার জন্য মঙ্গলবার প্যারেড গ্রাউন্ডে মাঠ পরিদর্শনে আসেন বিজেপির নেতারা। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি নিয়ে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে একটি বৈঠকও হয়। সেখানে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ বিজেপির একাধিক নেতা।

মোদির জনসভার জন্য প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শনে বিজেপি নেতারা।

চিকেন নেক সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারায় একটি সামরিক বিমানঘাঁটি রয়েছে। এই চিকেন নেক নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হুমকি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার তৃণমূলে যোগদান- এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার সফর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক, দু'দিক থেকেই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেখানে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুটি বৈঠক করবেন। আমাদের কাছে খবর আসামাত্রই এদিন মাঠ পরিদর্শন করা হয়। আমরা দলীয়ভাবে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এদিন আলোচনা করা হয় কোন এলাকা থেকে কত লোক আনা হবে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জন্য। বৈঠকের পরই জেলা কার্যালয় থেকেই নেতারা বিভিন্ন মণ্ডলে যোগাযোগ শুরু করেন। কোন এলাকা থেকে কত লোক আসবে, সেটা দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে স্থানীয় নেতাদের। সেই হিসেবে গাড়ি পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর সভার বিষয়ে জোরদার প্রচার চালানোর নির্দেশও দেওয়া হয়।

কিন্তু এখানে এসে মোদি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন কাদের সঙ্গে? স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তো জেলা স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা নয়। এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'প্রশাসনিক সভায় কী হবে তা আমাদের জানার কথা নয়। তবে আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন এটা আমাদের বড় পাওনা। রাজনৈতিক সভায় একেবারে বুথ থেকে কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন।'

প্যারেড গ্রাউন্ডের কোন জায়গায় জনসভা হবে, এদিন সেটা খতিয়ে দেখা হয়। সেদিন পার্কিং কোথায় হবে, সেটাও দেখা হয়। এর আগে বারদুয়েক জেলার অন্যান্য জায়গায় সভা করলেও এবারই প্রথম প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না বিজেপির নেতারা। জনসভার স্থল থেকে একশো মিটারের মধ্যে আলাদা শিবির করা হবে। সেখানে হবে প্রশাসনিক সভা।

তোড়জোড়

- প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা করার কথা
- সেইসঙ্গে একটি প্রশাসনিক সভাও করবেন
- সেজন্য জনসভার স্থল থেকে একশো মিটারের মধ্যে আলাদা শিবির করা হবে
- তবে সেই সভায় কারা থাকবেন, তা জানা যায়নি

বিজেপি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে আলিপুরদুয়ারে আসতে পারেন, দিন সাতেক ধরেই তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। বিষয়টি নিয়ে জেলার প্রশাসনিক মহল কিছু না জানাতে পারলেও বিজেপি নেতৃত্ব কিন্তু আশায় ছিল। সোমবার রাতেই অবশ্য এবিষয়ে সিলমোহর পড়ে। তাই তড়িঘড়ি মঙ্গলবার বিজেপির জেলা নেতৃত্ব বৈঠকে বসে।

অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী দেশের কোনও জেলায় সফরে আসছেন। তাও আবার আলিপুরদুয়ারের মতো স্পর্শকাতর জেলায়। *এরপর আটের পাতায়*

তখনও দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। শিলিগুড়ি-মালদা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জারে। মঙ্গলবার গাইসাল স্টেশনে।

উন্নয়নের খতিয়ান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু তাতে বাংলায় যে উন্নয়ন থমকে নেই, সেটাই বোঝালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে তাঁর ভাষণের প্রায় ৫২ মিনিট ধরে ছিল শুধু উন্নয়নের খতিয়ান। এজন্য লিখিত ফিরিস্তি পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী। 'আমি ম্যাজিশিয়ান নই যে, সবকিছু রাতারাতি করে দেব' বলেও তিনি দাবি করলেন, 'ভোটের আগে যা যা বলেছিলাম, সবটাই করে দিয়েছি।'

উপলক্ষ্য ছিল সরকারি পরিষেবা বিলি। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়িতে হেলিপ্যাড ময়দানে মঙ্গলবার ওই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন তাঁর ভাষায় বিরূপ সমালোচনার, নেতিবাচক খবরের। তাঁর কথায়, 'বাংলায় যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে, ওরা তা দেখতে পায় না। শুধু কুৎসা করে, অপপ্রচার করে। ওরা কুৎসা করুক, রাজ্যে ৯৭টি সামাজিক প্রকল্পে আমরা কাজ করে যাব।'

দুই ঘোষণা

- বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে অতিরিক্ত ৫০ শয্যা তৈরি, বরাদ্দ ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা
- এথেলবাড়ি শিল্পতালুকে রাস্তার জন্য বরাদ্দ ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা

উত্তরবঙ্গের আট জেলার মানুষ কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন, তার তালিকা তুলে ধরে মমতা বলেন, 'আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি। ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা, গ্রামীণ রাস্তা ইত্যাদি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বরাদ্দ আটকে রেখেছে। কিন্তু আমরা সমস্ত কাজ করাচ্ছি। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দিয়েছি। বাংলার বাড়িও দিচ্ছি।'

তাঁর হিসেবে, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাওনা। পুরো টাকাটাই কেন্দ্র আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'এই রাজ্যে আমি সবার জন্য সবাইকে নিয়েই উন্নয়নের কাজ করি। যে কারণে আমি দাঙ্গা চাই না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই।' যদিও বিজেপি বা অন্য কোনও দলের নাম মুখে আনেননি তিনি। শুধু বলেছেন, 'দাঙ্গা হলে রাজনীতির লোকেরা দাঙ্গা করার সুযোগ পেয়ে যাবে।'

বিজেপির নাম একবারই উচ্চারণ করেছেন চা বাগানের সমস্যা বলতে গিয়ে।

এরপর আটের পাতায়

চিতাবাঘের খাঁচায় ধরা পড়ল কুকুর

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২০ মে : তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত! সেক্ষেত্রে অবশ্য ঘরের মধ্যে আচমকা বাঘমামাকে দেখতে পেয়ে গান গেয়ে উঠেছিল গুপী গাইন। তবে জলদাপাড়ার ঘটনাটা ঠিক তার উলটো। এখানে তো চিতাবাঘ পাকড়াও করার উদ্দেশ্য নিয়েই খাঁচা পাতা হয়েছিল। তবে সেই খাঁচায় 'ধরা পড়ল' কুকুর!

জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া বড় মাঠ এলাকায় কয়েকদিন ধরেই চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেকের গোরু, ছাগল তুলে নিয়ে যায় বাঘ। তাই বাঘ ধরতে জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় বন দপ্তরের তরফে পাতা হয় খাঁচা। সোমবার রাতে সেই খাঁচায় বাঘের বদলে ঢুকে পড়ে সারমেয়। একটি-দুটি নয়, একেবারে তিনটি পথকুকুর খাঁচায় ঢুকে পড়ে। এমনটা আগে কখনও হয়েছে বলে মনে করতে পারছেন না বনকর্মীরাও।

মঙ্গলবার সকালে দূর থেকে দেখে স্থানীয়রা ভেবেছিলেন যে এবার হয়তো চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল। ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই সেই ভুল ভেঙে যায়। কুকুর দেখে স্থানীয়দের মধ্যে রসিকতাও শুরু হয়। স্থানীয় তরুণ সঞ্জীব দাস বলেন, 'আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম যে বাঘই হয়তো খাঁচার ভেতরে ঢুকেছে। কিন্তু কিছুটা কাছে যেতেই আমাদের ভুল ভেঙে যায়।'

কিন্তু বুনোর ভয় তো আর দূর হয়নি। পরে বনকর্মীরা কুকুরগুলিকে বের করে দেন। তবে চিতাবাঘ ধরা না পড়া অবধি সেই খাঁচা পাতাই থাকবে। *এরপর আটের পাতায়*

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা
জেলা : দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি000S692
ইমেল : s692@indianbank.co.in

রেফ : বিআর/এসএলজি/২০২৪-২৫/পান্না ট্রেডিং / পুনরুদ্ধার নোটিশ তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

প্রতি,

১) মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন স্বত্বাধিকারী : শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা)
২) ঠিকানা : ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান নগর, ওয়ার্ড নং – ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০৩

২) শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানহাইয়া লাল খটিক-এর পুত্র (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)
ঠিকানা : ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান নগর, ওয়ার্ড নং – ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০৩

ম্যাডাম / প্রিয় স্যার

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২) সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি হিসেবে, অ্যাকাউন্ট নং (নগদ আমানত প্রদত্ত এমএসএমই লোন অ্যাকাউন্ট নং – ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭) পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশনের দ্বারা সুবিধা সরবরাহকারী, শাখা : শিলিগুড়ি প্রধান স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের নোটিশ।

সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে ০৬.০১.২০২৪ তারিখে ৬০ দিনের একটি চাহিদা নোটিশ ধার্য করা হয়েছে। নোটিশটিতে ঋণগ্রহীতা(গণ) / এবং জামিনদাতা(গণ) / প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে নিম্নে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি / সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা বন্ধকরত / চার্জড এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(৪)-এর আইনগত বিধিবদ্ধতা মেনে চলার দ্বারা সম্পত্তিগুলির দখল (প্রতীকী) করা হয়েছে।

এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সুরক্ষিত ঋণদাতার আনুকূল্যে নিম্নে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপর যে সুরক্ষিত কর ধার্য করা হয়েছে সেই হিসেবে ই-অকশনের 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি https://www.ebkray.in-এ নোটিশটির রিসিট প্রকাশনার ৩০ দিন পর ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ প্রকাশনার দ্বারা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশনার মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রয় করা হবে সেটি আপনাকে অবগত করা হবে।

উপরে উল্লিখিত অ্যাক্টের অধীনস্থ অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৮) এর উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে যে, আপনার সুরক্ষিত সম্পত্তিটির পুনরুদ্ধার করার অধিকার আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী ব্যাংকের দ্বারা প্রকাশিত নোটিশটির রিসিপটির ৩০ দিনের মধ্যে রয়েছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন, নোটিশটি প্রকাশনার ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সুরক্ষিত ঋণদাতা সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনস্থ সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত রুল ৯(১)-এর ক্ষমতাবলে একটি সর্বজনীন নোটিশ জারি করবে।

স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা :
২ কাঠা ১২ ছটাকের সম্পূর্ণ জমিটির মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাক জমির উপর সমস্ত অবিভাজ্য সম্পত্তিটি রয়েছে, সঙ্গে চারতলা বিশিষ্ট ভবন যেটির সম্পূর্ণ নির্মিত এলাকার পরিমাপ ৫১০১.৭১২ স্কোয়ার ফিট, যার মধ্যে প্রতিটি তলার পরিমাপ ১২৭৫.৪২৮ স্কোয়ার ফিট। এটি শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের স্বত্বাধিকরণে মৌজা : শিলিগুড়ি, খতিয়ান নং – ৪৫২/২, প্লট নং – ৪২৭, জে.এল নং ১১০, তৌজি – ৩ (জেএ), থানা – প্রধান নগর, এডিএসআর এবং মহকুমা শিলিগুড়ি, জেলা – দার্জিলিং, আরও সঠিকভাবে ওয়ার্ড নং – ৩, প্রধান নগর, নিবেদিতা রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ -৭৩৪০০৩-এ অবস্থিত।
আসল উপহার প্রদত্ত দলিলটি এডিএসআর, শিলিগুড়ি, কার্যালয়ে নিবন্ধিত, নথিভুক্ত বুক নং – I, সি.ডি ভলিউম নং – 62, পৃষ্ঠা ৬৭ থেকে ৭৬, স্বত্ব নং – I-২১০১, ২০০৬ সালের হিসেবে শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের নামে নিবন্ধিত।
সীমানা (দলিল অনুসারে)
উত্তর : শ্রী প্রভু দয়াল আগরওয়ালের জমি
দক্ষিণ : হিমালয়ান ফ্রি চার্চের ভবন
পূর্ব : ১২ ফিট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা
পশ্চিম : ছত্র বাহাদুর সন্ন্যাসীর জমি এবং বাড়ি

তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

পিছোল রেড পান্ডা গণনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ মে : আবহাওয়ার কারণে আপাতত পিছিয়ে গেল রেড পান্ডা গণনা। চলতি মাসেই নেওড়াভ্যালি ও সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনার কথা ছিল। বর্তমানে পাহাড়ে এখন রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। সেই কারণে গণনার কাজে সমস্যা হবে দেখে বন দপ্তর সিদ্ধান্ত বদল করেছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'আগামী নভেম্বরে গণনা করার কথা ভেবে রাখা হয়েছে। এর মাঝে যদি আবহাওয়া ভালো হয় তবে তখনও প্রচেষ্টা করা হবে।'

পাহাড়ের দুই জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনার জন্য বন দপ্তর মোট ৫০টি টিম তৈরি করে রেখেছে। কালিম্পংয়ের নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০-১০ হাজার ফুট উঁচুতে। ৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। অন্যদিকে, সিকিম ও নেপাল সীমান্তের সিঙ্গালিলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৩০০ ফুট উঁচুতে। এই জাতীয় উদ্যানের সবচেয়ে উঁচু এলাকাটি ৭ হাজার ফুট উচ্চতায়। আয়তন ২০৩ বর্গকিলোমিটার। পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ করে উঁচু এলাকার জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে বনকর্মীদের অসুবিধা হয়। পাশাপাশি বৃষ্টির কারণে রেড পান্ডার বিষ্ঠা সংগ্রহ করাও সমস্যাজনক। ওই বিষ্ঠা হায়দরাবাদের ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে রেড পান্ডার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এর আগে শেষবার রেড পান্ডা গণনা হয়েছে ২০১৯ সালে। তখন সিঙ্গালিলায় ৩২টি ও নেওড়াভ্যালিতে ৩৫টি রেড পান্ডার হদিস মিলেছিল। রেড পান্ডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) রেড পান্ডাকে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পূর্ব হিমালয়ে এদের বাস। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক রেড পান্ডার সংরক্ষণে তোপকেদাড়াতে সাফল্যের সঙ্গে একাধিক কৃত্রিম প্রজনন করেছে।

৩০ কিমি বাইক চালিয়ে রক্তদান

শীতলকুচি, ২০ মে : প্রায় ৩০ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে এসে মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এক তরুণ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায়। শীতলকুচি ব্লকের দেওয়ানকোট জয়দুয়ার গ্রামের গৃহবধূ সুস্মিতা বর্মন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সুস্মিতা গর্ভবতী, শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ায় রক্তের প্রয়োজন পড়ে। তাঁর রক্তের গ্রুপ 'এ' পজিটিভ।

ব্লাড ব্যাংকে ওই গ্রুপের রক্ত মিলছিল না। পরে সুস্মিতার প্রতিবেশী মিরাজুল ইসলাম রক্তের প্রয়োজন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। ওই পোস্টে সাড়া দিয়ে শীতলকুচি ব্লকের নগরলালবাজার গ্রামের তরুণ আনারুল ইসলাম রক্ত দান করতে এগিয়ে আসেন। তরুণের বাড়ি মাথাভাঙ্গা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে।

এই দীর্ঘপথ বাইক চালিয়ে এসে রক্তদান করেন আনারুল। তাঁর এই মহৎ কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। আনারুল বলেন, 'এক মায়ের জীবন বাঁচাতে পেরে ভালো লাগছে। আগামীদিনেও এই কাজ করে যাব।' রক্ত পেয়ে খুশি সুস্মিতা বর্মনের পরিবার। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আনারুলকে।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
EXAMINATION NOTIFICATION
[P.G. & U.G. under D.E. Mode]

The students are requested to visit *www.nbu.ac.in* or *https://cdoe.nbu.ac.in* for detailed information regarding P.G. & U.G. Odd & Even Semester Examinations (under Distance and Online Education Mode) held in July, 2025.
Advt. No. 05/R-2025, Dated : 21.05.2025 Registrar (Addl. Charge)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০০১/২৫-২৬, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৫৫২৮২;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ০৫-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (কপার কন্ডাক্টর) স্পেসিফিকেশন নং: আইআরএস: এস-৬৩/২০১৪ (রিভি ৪.০) বা টেন্ডার খোলার তারিখ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে, সাইজ: ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিমি।
প্রাপক:-এসএসই/এসআইজি /মালদা টাউন, এনএফআর। **পরিমাণ:- ১৮ কিমি।**
দ্রষ্টব্য :- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দরদাতা ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) দেখতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দরদাতাদেরকে অবশ্যই উক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে তাদের অফার ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদেরকে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং অথরিটি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

কোন গতিপথে ঘুরবে, রাই ও নীলুর জীবন?
মিঠিঝোরা তোলপাড় ৩ দিন রাত ১০.১৫ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ চ্যাম্পিয়ন, রাত ১০.০০ নায়ক- দ্য রিয়েল হিরো, ১.০০ জ্যাকপট
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৩০ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.৩০ ঘাতক, রাত ১০.৩০ রংবাজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ লোফার, দুপুর ২.০০ আসল নকল, বিকেল ৫.০০ জীবন যুদ্ধ, রাত ১০.৩০ গীত সংগীত, ১.০৫ পাসওয়ার্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ব্যবধান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৯ কুলি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫২ বঙ্গারাজু, বিকেল ৪.৫২ বজরঙ্গী-টু, সন্ধে ৭.৫৫ ফাইভডি, রাত ১০.৫৫ গুমনাম
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৪৫ কর্জ, দুপুর ২.১৫ হিরো, বিকেল ৪.১৫ বীরে দি ওয়েডিং, সন্ধে ৬.৩০ হমরাজ, রাত ৯.০০ এক ভিলেন, ১১.১৫ আনইন্ডিয়ান
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪১ বীরে দি ওয়েডিং, দুপুর ১.৪৯ বব বিশ্বাস, বিকেল ৪.০৯ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ জওয়ানি জানেমন
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৫ টেকেন-টু, বিকেল .৫০০ জন কার্টার, সন্ধে ৭.০০ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, রাত ৯.০০ ন্যাশনাল ট্রেজার, ১১.০০ গডজিলা ভার্সেস কং

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

আনইন্ডিয়ান রাত ১১.১৫
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

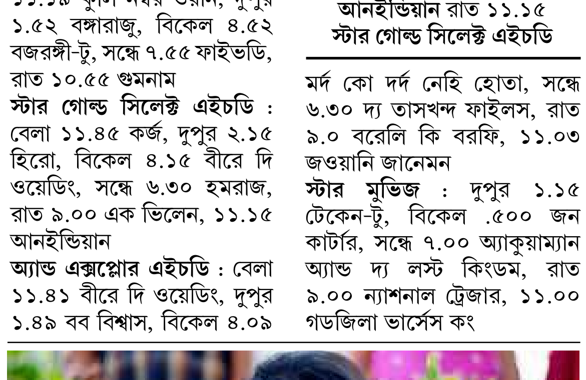

রোশনাই রাত ১০.০০ **স্টার জলসা**

বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং-এর উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৪৫/২৫-২৬, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫; নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং: ডিওয়াইসিইই-পিএস- [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
ডেপুটি সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
সিনি. ডিইই/টিআরডি, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি সম্পর্কীয় কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটিই-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-২৫-২০২৪-২৫ তারিখ: ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: নিউ বঙ্গাইগাঁও যার্ডে ওয়ার্কশপ শান্টিং নেকের সম্প্রসারিত অংশের সাথে লাইন নং. ১৯ এর বৈদ্যুতিক কাজের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি সম্পর্কীয় কাজ (পিএসআই)। টেন্ডার রাশি: ৮২,৬০,৭৩৬.২৯/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৬৫,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩১-০৫-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের সেবায় পরিবেশবান্ধব"

অ্যাফিডেভিট

গত ৪/৩/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manju Das থেকে Manju Rani Das হলাম। Manju Das এবং Manju Rani Das একই ব্যক্তি। (C/115570)

E-Tender notice

Sealed tender are hereby invited by the Executive Officer, H.C.Pur-I Panchayat Samity under 15th FC (Tied) vide Memo No. 289/H.C.Pur-I, Date : 15/05/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C.Pur-I, Panchayat Samity
Malda

কাটিহার ডিভিশনে ডাটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৯, তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **কাজের নাম:** কাটিহার ডিভিশনে এফট্রোনিক্স নির্মিত ডাটা লগারের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং বৃদ্ধির সাথে ডাটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৫,১০,৪১,২৫৯.০০ টাকা, বায়নার ধন: ৪,০৫,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটাপর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং -এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫; নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং.: ১; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** (i) নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে: ডি.এস. টাইপ-II (৮ ইউনিট) ও টাইপ-III (৪ ইউনিট) কোয়ার্টার দ্বারা ১২টি জরাজীর্ণ স্টাফ কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন; (ii) রঙ্গিয়া-এ: জরাজীর্ণ কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন করে ১২টি নতুন স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৭,৪১,৯৮,৫২০.৪৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,২৫,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলা ০৯-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গুয়াহাটিতে এল্যুমিনো থার্মিক ওয়েলডিং পোর্শানের যোগান

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২২ অফ ২০২৫ তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-৩১-২০২৫। কাজের নাম [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্স (WB63 20190005891) ROBEL HOSSAIN থাকায় 14-05-2025 সদর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে RUBEL HOQUE হলাম, বলাইরহাট, বলরামপুর, কোচবিহার। (C/116517)

ভুলবশত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর WB 63 19920908549-এ তরুণ কুমার বিশ্বাস হওয়ায়, দিনহাটা নোটারি কোর্টে 19/5/25 ইং তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে তরুণ বিশ্বাস হলাম। পিতা, মৃত পিতর বিশ্বাস। তরুণ বিশ্বাস / তরুণ কুমার বিশ্বাস একই ব্যক্তি। গ্রাম, বড় আটিয়াবাড়ি, কোচবিহার। (D/S)

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB6920090000359)-এ আমার নাম ভুলবশত Bidhu Paul উল্লেখ থাকায় ২০/৫/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bidhu Paul থেকে Biddu Paul হলাম। (C/115571)

কর্মখালি

পরিশ্রমী floor manager - under 30, H.S.(P) চাই। Mall in Gangtok. 9434117292. (C/116355)

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116355)

প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই। স্থান : শিলিগুড়ি (M) 8170837161, রায়গঞ্জ (M) 9046427575, গঙ্গারামপুর (M) 9064417137. থাকা, খাওয়া এবং OT সুব্যবস্থা আছে। (C/116355)

Math, English, General Studies, Reasoning Faculty and Office Staff required for a Govt. Exams preparation coaching institute for its Coochbehar and Alipurduar Branch. Interested Candidate may contact - 7407762660. (C/115936)

হারানো/প্রাপ্তি

I Rupam Roy lost my Caste Certificate No. 14/FKT/SC, 15/01/2015 on 16/05/2025 while traveling. If found contact to 7548950270. (B/S)

ব্যবসা

পার্টটাইম কাজ / ফুলটাইম কাজ - Be Your Own Boss, Flexible Work Hours, Work from home / office, any background. ফোন : 9874601682. (K)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
ABRIDGED NOTICE

Walk-in-interview for Accountant (Contractual) and Accounts Clerk (Contractual) will be held on 04.06.2025 from 11.00 am at the North Bengal Development Department Annex Building Conference Hall, Uttarkanya.
For details pl contact at No-0353-2568143/ 0353-2568077 or see the Notice Board of the department.

Sd/-
Joint Secretary
to the Government of West Bengal

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিল কার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭, ইমেল : S692@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-IV-এ (রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক, বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ১১.০৬.২০২৫ তারিখের হিসেবে, যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে, যেখানে যাই থাকুক ভিত্তিতে টাঃ ৪৩,৪২,১২৬.০০ (টাকা তেতাল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একশত ছাব্বিশ মাত্র) (৩০.০৪.২০২৫) তারিখের হিসেবে ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বকেয়া রয়েছে ১. শ্রীমতী সোনাল রাঠি (মালিক এবং জামিনদাতা) শ্রী রাজেশ রাঠির স্ত্রী এমএলএ টাওয়ার, রেমন্ডস শোরুমের নীচে, বাজার কোলকাতার বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১-এ ব্যবসা চালান। ২. শ্রীমতী সোনাল রাঠি (মালিক, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা), শ্রী রাজেশ রাঠির স্ত্রী ১৭/৮ শ্রী রাঠি রিটেইল মানতুরাম কম্পাউন্ড, মহাবীরস্থান রেল গেট, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১-এ বসবাসরত। ৩. রাজেশ রাঠি (জামিনদাতা) দুর্গাপ্রসাদ রাঠির পুত্র, ১৭/৮ শ্রী রাঠি রিটেইল মানতুরাম কম্পাউন্ড, মহাবীরস্থান রেল গেট, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১, ৪. রাজীব রাঠি (জামিনদাতা) দুর্গাপ্রসাদ রাঠির পুত্র, ১৭/৮ শ্রী রাঠি রিটেইল, মানতুরাম কম্পাউন্ড, মহাবীরস্থান রেল গেট, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :-

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	১১২ স্কোয়ার ফুটের দোকান যেটি বিজয়া কমপ্লেক্স-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলার মধ্যবর্তী তলায় অবস্থিত। সেবক রোড, ওয়ার্ড নং -১০, শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত, মৌজা :- শিলিগুড়ি, থানা এবং পোস্ট- শিলিগুড়ি, জেলা :- দার্জিলিং, খতিয়ান নং- ৫৫০৫ এবং ৫৫০৭, প্লট নং- এস- ৮৬২০, এবং ৮৬২০/৮৬৮১, জে এল নং- ১১০ (৮৮), স্বত্ব নং- ৪০৯/১ শ্রী রাজেশ রাঠি এবং শ্রী রাজীব রাঠির এর স্বত্বাধিকরণে রয়েছে। সীমানা : উত্তর : বাবুলাল শর্মার জমি এবং ভবন, দক্ষিণ : ৫.৫ ফিট চওড়া সর্বজনীন প্যাসেজ এবং সিঁড়ি, পূর্ব : শ্রী সত্যেন্দ্র আর্যের শ্রী সঞ্জয় গোলছা এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রীমতী সীমা সিংঘাল এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি।
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা:- ১২,৩৭,০০০.০০ (টাকা :- বারো লক্ষ সাইত্রিশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থরাশি	টা : ১,২৩,৭০০০.০০(টাকা :- এক লক্ষ তেইশ হাজার সাতশো মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা : ১০০০০.০০ (টাকা : দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১১.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ৫:০০
সম্পত্তি আইডি নং	আইডিআইবি ৫০২৫২৯৮৫৫৯৯

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন - ৮২৯১২২০২২০তে রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ই-এমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিরটির বর্ণনা এবং সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন : - https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য যোগাযোগ করুন - PSB Alliance Pvt.Ltd, যোগাযোগের নং ৮২৯১২২০২২০ দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে - https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ২০.০৫.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি :- সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং :-৯০৮৩৭০১৮১৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি: (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭, * ইমেল: S692@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-IV-এ (রুল ৮(৬) এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	[illegible]
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ২৫,৭৬,০০০.০০ (পঁচিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি অর্থরাশি	টা: ২,৫৭,৬০০.০০ [illegible]
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা: ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১১.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০ টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি৫০২৫৮৭৮৫১৯৬

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-অকশন প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবির জন্য এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in -এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ, যোগাযোগ নং- ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://www.ebkray.in -ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ২০.০৫.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ০৪/২০২৫, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম. নং : ১; টেন্ডার নং : ০১২৪৫২৬৪

কাজের বিবরণ	টেন্ডার পরিমাণ	টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
পিএসসি স্লিপারে ১ ইন ১২ ৬০ কেজি ওয়েল্ড যোগ্য সিএমএস ক্রসিং (ডব্লিউ সিএমএসসি) উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও'র ড্রয়িং নং ৬৪১২।	পিএল নং. ৬০০৬০২৭০ = ৫০ সেট	০৬-০৬-২০২৫

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অবশ্যই উপরের ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ ইন করে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের অফার জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীন সার্টিফাইং এজেন্সিগুলো থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করুন।
পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। নতুন ফ্ল্যাট বা বাড়ি নেওয়ার সিদ্ধান্ত। বৃষ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য মনোমালিন্য। মিথুন : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। কর্কট : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের জটিলতা কাটবে। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। কন্যা : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে উৎকণ্ঠার কারণ নেই। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সন্তানে সুখ। তুলা : মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। জীবনের কোনও স্বপ্নপূরণ আজ। পেটের রোগে দুর্ভোগ। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। পদোন্নতি। ধনু : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ছোট্ট কোনও বিষয় নিয়ে অযথা আশঙ্কা। মকর : স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। খুব পরিশ্রমে যাবে দিনটি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরবে। কুম্ভ : অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। মীন : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করে ফেলতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩১ বৈশাখ, ২১ মে, ২০২৫, ৬ জেঠ, সংবৎ ৯ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২২ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। বুধবার, নবমী রাত্রি ১০।৩২। শতভিষানক্ষত্র দিবা ২।৪৬। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৮।৫৭। তৈতিলকরণ দিবা ১১।২২ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ২।৪৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ২।৪৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, রাত্রি ১০।৩২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৮।১৬ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৬ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪৬ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।৫৭ গতে যাত্রা মধ্যম পুনঃ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ১।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার করিমপুরে পথ দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা একটি ছোট গাড়িতে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। কলকাতা থেকে করিমপুরগামী একটি বাস দ্রুতগতিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা জখমদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ডাম্পারের চাকায় ছিন্নভিন্ন

ছেলেকে দিয়ে দেহ তোলাল পুলিশ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২০ মে : পাথর বোঝাই ডাম্পারের চাকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া বাবার দেহাংশ ছেলেকে দিয়ে রাস্তা থেকে তোলাল পুলিশ। হাড়হিম করা সেই দৃশ্য চাক্ষুষ করে সোমবার রাতে কার্যত শিউরে ওঠেন পূর্ব বর্ধমানের গুসকরার বাসিন্দারা। মৃতের ছেলে সুদীপ দাস মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা আমার বাবার দেহের টুকরো টুকরো অংশ আমাকেই তুলতে বলেছিল পুলিশ।' পুলিশের এমন অমানবিক ভূমিকায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। ঘটনার কথা জেনে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আইনজীবীরা।

সোমবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে গুসকরা বাস টার্মিনার্সের কাছে। পাথর বোঝাই একটি ডাম্পার পিষে দেয় লটারির টিকিট বিক্রেতা প্রদীপকুমার দাসকে। সেখানেই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন প্রদীপের ছেলে সুদীপ, পৌঁছোয় গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশও। এরপরেই পুলিশ সুদীপকে তাঁর বাবার দেহাংশ রাস্তা থেকে তুলতে বলে। এই বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখছি কী হয়েছে।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় তুলেছেন সকলে।

ঝুলেই রইল নিয়োগ

কলকাতা, ২০ মে : সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদে আপাতত নিয়োগ নয়। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চ অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা। মঙ্গলবার এই মামলাতেই ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, একক বেঞ্চে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ফলে ১৬০০ অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের বিষয়টি ঝুলেই রইল।

অর্থ সংকটে নয়া পন্থা

উদ্বৃত্ত বরাদ্দ ফেরত দিতে সব দপ্তরকে নির্দেশ নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ মে : সরকারের সব দপ্তরের খরচ না হওয়া বরাদ্দ অর্থ চেয়ে পাঠাল নবান্নে অর্থ দপ্তর। গত আর্থিক বছরের দপ্তরগুলির খরচ না হওয়া বিভিন্ন খাতের টাকা ফিরে পেতেই অর্থ দপ্তর সব দপ্তরকে জরুরি ভিত্তিতে এই সার্কুলার (১৬২৯ এফওয়াই) পাঠিয়েছে। চলতি মাসের ৩১ মে'র মধ্যে দপ্তরগুলিকে অব্যবহৃত ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। অর্থ দপ্তর সূত্রে মঙ্গলবার নবান্নের খবর, গত আর্থিক বছরের (২০২৪-২৫) ৩১ মার্চের মধ্যে সব দপ্তরকেই বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে অর্থ দপ্তর, যাতে দপ্তরগুলি আর্থিক বছরের পুরো বরাদ্দ অর্থ কাজে লাগাতে পারে। যদিও আর্থিক বছরের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে বরাদ্দ অর্থের পুরোটা কাজে লাগানো দপ্তরগুলির পক্ষে সম্ভব হয় না। সব দপ্তরেরই কিছু টাকা থেকে যায়। বিভিন্ন ব্যাংকে তা জমা থাকে। এবার ব্যাংকে গচ্ছিত দপ্তরগুলির খরচ না হওয়া অর্থ এ মাসের মধ্যেই ফেরত চায় অর্থ দপ্তর।

নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে চাপ সামলাতে রাজ্য সরকার এখন হন্যে হয়ে অর্থ সংস্থানের মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে। একদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা। অন্যদিকে রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির চাপ সামাল দিতে অর্থ দপ্তরের লাগাতার চেষ্টা। সব মিলিয়ে বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও প্রায় দিশাহারা অবস্থা নবান্নের অর্থ দপ্তরের। তার মধ্যে রাজ্য যদি আবার ২৭ জুনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র ২৫ শতাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অর্থ দপ্তরের শিরে সংক্রান্তির আশঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, অর্থের সংস্থান করতেই হবে অর্থ দপ্তরকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে সব সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতেই হবে। এতে কোনও ছাড় নেই। এই নির্দেশের পর নবান্নে অর্থ দপ্তরে এখন যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'যেখান সেখান থেকে এখন টাকা পাওয়ার সুযোগ আছে। আমরা তা উদ্ধারে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। সেই লক্ষ্যে এখন বিভিন্ন দপ্তরের খরচ না হওয়া অর্থ চলতি মাসের মধ্যে পেতে জরুরি পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

জরুরি ব্যবস্থা

- প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে রাজ্য সরকার এখন হন্যে হয়ে অর্থসংস্থানের মরিয়া চেষ্টা করেছে
- একদিকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা
- অন্যদিকে রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির চাপও সামাল দিতে হচ্ছে
- এই সমস্ত কারণে এখন বিভিন্ন দপ্তরের খরচ না হওয়া অর্থ পেতে জরুরি পদক্ষেপ করছে নবান্ন

কমিটিতে অভিষেক, অস্বস্তিতে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ মে : সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তিতে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। ইউসুফ পাঠানকে অন্তর্ভুক্ত করেও শেষপর্যন্ত তৃণমূলের শর্তে যেভাবে তাঁর জায়গায় অভিষেককে নেওয়া হল, তাতে মোদি-শা'র মমতা নির্ভরতাই আবার একবার স্পষ্ট হল বলে দাবি করেছে রাজ্য বিজেপির একাংশ। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে যা নিশ্চিতভাবেই দলের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। দিল্লির এক্তিয়ারকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে ইউসুফ পাঠানের নাম প্রত্যাহার করার ঘোষণার পর, রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, এটা কোনও রাজনৈতিক সফর নয়। কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ফলে এই দলের সদস্য নির্বাচনের এক্তিয়ার কেন্দ্র সরকারের। কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য বলেছিলেন, এটা ভারত সরকারের প্রতিনিধিদল। এখানে বিভাজনের রাজনীতি করা উচিত নয় মুখ্যমন্ত্রীর। চাপ বাড়াতে পাকিস্তানের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল কথা বলতে চায় না বলে সুর চড়িয়েছিলেন মালব্য।

কিন্তু সেই এক্তিয়ারের প্রশ্নেই কেন্দ্র যেভাবে মমতার শর্তের কাছে কার্যত মাথা নোয়াল, তাতে অশনি সংকেত দেখছে বঙ্গ বিজেপি। যদিও এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সমালোচনা করে প্রতিনিধিদলের সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'তৃণমূলে উত্তরাধিকারই শেষ কথা। তৃণমূল যেভাবে বয়কট করেছিল, তাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখরক্ষা করতে কেন্দ্রকে এটা মেনে নিতে হয়েছে।'

রানাঘাটে তিরঙ্গা যাত্রার শেষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও কটাক্ষ করে বলেন, 'আমি তো বলেছি এটা একটা কোম্পানি। মমতা বন্দোপাধ্যায় হলেন চেয়ারপার্সন আর ভাইপো ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বাকি সব চাকর-বাকর। বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট।'

শস্যবিমায় ১৫৮ কোটি

কলকাতা, ২০ মে : গত রবি মরশুমে খারাপ আবহাওয়ার কারণে রাজ্যের আলু চাষিদের ক্ষতি হয়েছিল। মঙ্গলবার ১ লক্ষ আলু চাষির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বাংলা শস্যবিমা প্রকল্পে মোট ১৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এদিন এই খবর জানিয়ে বলেছেন, '২০১৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট ৩৭২০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে। আগামীদিনেও রাজ্য সরকার রাজ্যের কৃষকদের পাশে থাকবে।'

ছবি 'বিকৃত'

কলকাতা, ২০ মে : পাক গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া জ্যোতি মালহোত্রার সঙ্গে সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের ছবি এআই দিয়ে বিকৃত করে ভাইরাল করা হয়েছে। এই অভিযোগে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন সৃজন। তাঁর অভিযোগ, ওই ছবি আসলে ব্রিগেডের সময় তাঁর সঙ্গে এক এসএফআই কর্মীর ছবি। কিন্তু তা বিকৃত করা হয়েছে। সৃজনের দাবি, রাজনীতিতে এঁটে উঠতে না পেরে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।

৩২ হাজার নিয়োগে যুক্তি পর্ষদের

টাকা দিয়ে চাকরির প্রমাণ মেলেনি

কলকাতা, ২০ মে : টাকা দিয়ে চাকরি হয়ে থাকার প্রমাণ মেলেনি বলে প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি মামলায় আদালতে যুক্তি দিল রাজ্য। এই মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে পর্ষদের আইনজীবী দাবি করেন, তিনি বিচারপতির মতো আচরণ না করে আইনজীবীর মতো আচরণ করেছেন। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের একাংশের বক্তব্যের ভিত্তিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে তা যথাযথ নয় বলে সওয়াল পর্ষদের। পর্ষদের যুক্তি, দুর্নীতি আর অনিয়ম একই বিষয় নয়। দুর্নীতির কথা বলা হলেও কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'একজন চাকরিপ্রার্থী দুর্নীতির অভিযোগ করে মামলা করতে পারে। তবে পর্ষদের অন্দরে কী ঘটছে তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়।'

পর্ষদের দাবি, অকৃতকার্যদের বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল একক বেঞ্চ। সেই পথে এগিয়েছে রায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যে প্রক্রিয়ায় বিশাল সংখ্যক পরীক্ষার্থী যুক্ত রয়েছে, সেখানে সতর্কভাবে পদক্ষেপ করতে হয়। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা কেউ ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন না। বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় কি? তবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী জানতে চান, পর্ষদ নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনার বিষয়ে কী কী নির্ভরযোগ্য পদক্ষেপ করেছে। পর্ষদ জানায়, ১ লক্ষ ২০ হাজার প্রার্থী অংশ নেয়। ৪২ হাজারের বেশি শূন্যপদ ছিল। দুর্নীতির অভিযোগ করলে প্রমাণ করতে হয়। যদিও পর্ষদ এদিন সম্পূর্ণ বক্তব্য শেষ করতে পারেনি। ১২ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

আলিপুরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা

কলকাতা, ২০ মে : আলিপুর চিড়িয়াখানায় চেন্নাই থেকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার কথা চলছে। কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেই চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাংক থেকে সেটিকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হবে। সম্প্রতি চিড়িয়াখানার একটি দল মাদ্রাজ গিয়ে ওই অ্যানাকোন্ডা পছন্দ করে এসেছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কেন্দ্রের অনুমতির অপেক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার পরিকল্পনা ছিল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের। বিদেশেও খোঁজ করা হয়েছিল।

চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ২০ মে : চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে ভাতা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বঞ্চিত চাকরিহারারা। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

পাঠ্যক্রমে নয়া কোর্স

কলকাতা, ২০ মে : সিমেস্টার ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত হওয়া নতুন বিষয়গুলি সম্পর্কে পড়ুয়াদের স্বচ্ছ ধারণা দিতে নতুন কোর্স শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। 'বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম' নামে এই কোর্স শুরু হবে ২৬ মে থেকে।

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স, বিজনেস ম্যাথেমেটিক্স অ্যান্ড বেসিক স্ট্যাটিসটিক্স, বেসিক ম্যাথেমেটিক্স ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস এবং ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচারের মতো মোট ৫টি নতুন বিষয় উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও পরিবর্তন আনা হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সহ অন্য বেশকিছু বিষয়ের পাঠ্যক্রমে। পড়ুয়াদেরকে নতুন বিষয়ের পঠনপাঠনের ধরন সম্পর্কে জানাতে এই প্রস্তুতিমূলক কোর্স করানো হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে এই কোর্সে।

অফলাইনে শিক্ষা সংসদের দপ্তর বিদ্যাসাগর ভবনে মোট ২০০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এই কোর্সের ক্লাস করানো হবে। ২৬ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত এবং ৯ জুন অফলাইনে ক্লাস হবে। চলতি বছরের জুন থেকে অনলাইনেও পড়ুয়ারা এই কোর্সে যোগদানের সুযোগ পাবেন। ১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন ক্লাসে আগ্রহী পড়ুয়াদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'আপাতত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলার পড়ুয়াদের জন্য এই কোর্স শুরু হচ্ছে। তবে অন্য জেলার পড়ুয়াদের জন্য আমরা শীঘ্রই ক্লাস শুরু করব।'

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 31st May 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

বেহাল সড়কে বিকল অ্যাম্বুল্যান্স

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২০ মে : জল, কাদায় এমনিতেই ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের বেহাল দশা। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার গর্তের আকার দিন-দিন বড় হচ্ছে। এজন্য রোজ কোথাও পণ্যবাহী গাড়ি, আবার কোথাও যাত্রীবাহী গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হচ্ছে। ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন পরিবহণকর্মীরা। তবে বেহাল হলেও এই রাস্তায় তো জরুরি পরিষেবাও চালু আছে। রাস্তা দিয়ে অনেক রোগীকেও যাতায়াত করতে হয়। এই আবহে মঙ্গলবার মহাসড়কে সকালে একটি অ্যাম্বুল্যান্সও বিকল হল। যদিও ওই অ্যাম্বুল্যান্সে তখন রোগী ছিল না। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে আলিপুরদুয়ারে মৃতদেহ নিয়ে আসে গাড়িটি। শিলিগুড়ি ফেরার পথে ফালাকাটার কদমতলা মোড়ে সামনের চাকা পাংচার হয়। এজন্য অ্যাম্বুল্যান্সটি ঠিক করতে চালককে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।

বাবাকে নিয়ে মাঝেমধ্যে হাসপাতালে যেতে হয়। কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকায় আধ ঘণ্টার রাস্তা যেতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। বাবা শ্বাসকষ্টের রোগী। রাস্তার ঝাঁকুনিতে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

-সুজিত সরকার, *ভুক্তভোগী*

সমস্যা কোথায়

- জল, কাদায় এমনিতে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের বেহাল দশা
- বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার গর্তের আকার দিন-দিন বড় হচ্ছে
- রোজ কোথাও পণ্যবাহী গাড়ি, আবার কোথাও যাত্রীবাহী গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হচ্ছে
- মঙ্গলবার সকালে কদমতলা মোড়ের কাছে এসে চাকা পাংচার হয় একটি অ্যাম্বুল্যান্সের

অ্যাম্বুল্যান্সচালক রতন সরকারের কথায়, '৬ মাস আগে একবার রোগী নিয়ে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলাম। তবে তখন তো বর্ষা ছিল না। এদিন এই রাস্তায় এসে চরম শিক্ষা হল। আর সহজে এদিকে রোগী নিয়ে আসব না।'

যদিও মহাসড়কের প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমারের প্রতিক্রিয়া, 'এবার দ্রুতগতিতে রাস্তার কাজ হচ্ছে। সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য যেখানে সমস্যা হচ্ছে সেখানেই রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে।'

এদিন কীভাবে মহাসড়কে গাড়ি পাংচার হল তা বলতে গিয়ে রতন জানালেন, রাস্তার একাধিক গর্তে ধাক্কা লাগায় কদমতলা মোড়ের কাছে এসে চাকা পাংচার হয়ে যায়। আশপাশে কোনও গ্যারাজও ছিল না। গাড়িতে অবশ্য বিকল্প চাকা ছিল। কিন্তু একটি রেঞ্জ ছিল না। তখন রাস্তায় যাতায়াতকারী অন্য গাড়ি থামিয়ে সেই রেঞ্জ দিয়ে চাকা পালটাতে হয়। তবে রাস্তার কারণে এরকম ভোগান্তি শুধু বাইরের অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের হচ্ছে তা কিন্তু হয়। ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ারের অ্যাম্বুল্যান্সচালকরাও রোজ এই ভোগান্তির মুখে পড়ছেন। কিন্তু স্থানীয় চালকরা রোজ যাতায়াত করায় রাস্তা চেনেন। কোথায় বড় গর্ত বোঝেন। আবার মূল রাস্তা বন্ধ থাকলে ঘুরপথেও রোগী নিয়ে যাতায়াত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সময় দ্বিগুণ বেশি লাগে। তাই জরুরি অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছানোটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

পলাশবাড়ির অ্যাম্বুল্যান্সচালক অপু দে'র কথায়, 'দিনকয়েক আগেই সনজয় ডাইভারশন ও ঘরঘরিয়ার ডাইভারশনে রাস্তার যানজটের জন্য রোগী নিয়ে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর একদিন গাড়িতে অন্তঃসত্ত্বা থাকায় বাধ্য হয়ে ঘরঘরিয়া থেকে ১৫ কিমি ঘুরপথে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছাতে হয়। রাস্তা খারাপ থাকায় এক ঘণ্টার পথে যেতে সময় লাগছে দুই ঘণ্টা।'

ভুক্তভোগী রোগী ও তাঁদের পরিজনরাও। পারপাতলাখাওয়ার বছর নব্বইয়ের সুবোধ সরকার দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। ছেলে সুজিত সরকার বললেন, 'বাবাকে নিয়ে মাঝেমধ্যে হাসপাতালে যেতে হয়। কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকায় আধ ঘণ্টার রাস্তা যেতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। বাবা শ্বাসকষ্টের রোগী। রাস্তার ঝাঁকুনিতে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

হাটশেডের উদ্বোধন

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২০ মে : মঙ্গলবার হ্যামিল্টনগঞ্জের নবনির্মিত গ্রামীণ হাটশেডের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি যৌথভাবে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হাটশেড নির্মাণ করেছে। হাটের ২৬টি দোকানের শেডের এদিন উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের লতাবাড়ি অঞ্চল সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় দে, লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধীরেন বাগওয়ার।

নতুন ভবন

বারবিশা, ২০ মে : মঙ্গলবার কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রামপুরে ১০/১০৩ অংশে নবনির্মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে ফিতে কেটে কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ বর্মন। উপস্থিত ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা মৌমিতা চক্রবর্তী, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কর্মী এবং এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, 'এতদিন একটি বাড়িতে চারদিক খোলা একটি ঘরে কেন্দ্রটি খুব অসুবিধার মধ্যে চলছিল। জমিজটের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নতুন ভবন তৈরিতে কিছুটা দেরি হয়েছে। নতুন ভবন পেয়ে আমরা খুশি।'

শিশুর মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : 'মাইল্ড এনসেফালোপ্যাথি' নামক বিরল রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাল আলিপুরদুয়ার শহরের এক শিশু। শহরের আনন্দনগর এলাকার শিশু ঋতম কুণ্ডু সোমবার গভীর রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মারা যায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে ওই শিশু নানা সমস্যায় ভুগছিল। গত এক মাস থেকে ওই রোগীর চিকিৎসা চলছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনারের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের অপেক্ষায় শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

ভেস্তে গেল ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

কালচিনি, ২০ মে : কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগান কর্তৃপক্ষ রবিবার রাতে বাগানে সাসপেনশন অফ অপারেশনের নোটিশ পাঠিয়ে বাগান বন্ধ করে দিয়েছে। বাগান খোলা নিয়ে জট কাটাতে শ্রম দপ্তরের তরফে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স কন্যায় ডেপুটি শ্রম কমিশনারের দপ্তরে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে উপস্থিত হলেও মালিকপক্ষের কোনও প্রতিনিধি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তাই এদিনের বৈঠক ভেস্তে যায়।

আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস জানিয়েছেন, মালিকপক্ষের কেউ এদিনের বৈঠকে কেন এলেন না, সেটাও জানানো হয়নি। তবে বাগানটি খোলার জন্য দ্রুত ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষ ফের একবার প্রমাণ করল যে তারা কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। তা না হলে গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠকে অবশ্যই মালিক পক্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতেন।'

> বাগান কর্তৃপক্ষ ফের একবার প্রমাণ করল যে তারা কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। তা না হলে গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠকে অবশ্যই মালিকপক্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতেন।
>
> -বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ
> *সভাপতি, তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়ন*

এদিকে বাগানের ম্যানেজার গৌরবকুমার পান্ডা জানিয়েছেন, খুব দ্রুত বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেজন্য বৈঠকের কোনও প্রস্তুতি নেওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন আন্দোলন চলার ফলে বাগানের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের অভিযোগ।

স্থায়ী শ্রমিকদের ৬টি পাক্ষিক ও রিপ্লেসমেন্ট শ্রমিকদের ১২টি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া রয়েছে। এরফলে বেশ কয়েকদিন ধরে বাগানের শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন। তাঁদের দাবি, বাগানের মালিকের লিজ বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম (এসওপি) কার্যকর করার দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন।

মাদারিহাটে বৈশাখীমেলা

মাদারিহাট, ২০ মে : মাদারিহাট ৪ নম্বর কলোনির ফুটবল ময়দানে সোমবার থেকে শুরু হল বৈশাখীমেলা। ৪ নম্বর কলোনি দুর্গাপুজো কমিটির তরফে এই আয়োজন। মেলায় রয়েছে সবচেয়ে বড় ২৪ আসন বিশিষ্ট নাগরদোলা। এছাড়াও রয়েছে ব্রেক ডান্স, টয়ট্রেন সহ একাধিক স্টল। কমিটির তরফে অসিত দাস জানান, ১৫ দিন ধরে চলবে এই মেলা। সোমবার মেলার উদ্বোধন করেন মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ললিতা সরকার ও আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা।

টুকরো খবর

আলোচনা

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : মঙ্গলবার শহরের একটি ভবনে আলিপুরদুয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সভা হয়। আলিপুরদুয়ার শহর ও জেলার ব্যবসার উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। এদিন এই সাধারণ সভায় আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে, আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রানা চক্রবর্তী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কোকরাঝাড় সহ জয়গাঁর ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরাও এদিন উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মের সভা

ফালাকাটা, ২০ মে : মঙ্গলবার ফালাকাটার তিনটি বুথে বুথ সশক্তিকরণ নিয়ে সাংগঠনিক সভা করে বিজেপি। ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্য বিজেপির কার্যকর্তারা এমনিতেই উচ্ছ্বসিত। দলের ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অনন্ত দাস বলেন, 'একাধিক বুথে দলের বুথ নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা বুথ সশক্তিকরণ নিয়ে পর্যালোচনা সভা করেন।'

যানজট

ফালাকাটা, ২০ মে : মঙ্গলবার ফের ফালাকাটার চরতোর্ষা ডাইভারশনের মাঝে একটি গর্ত তৈরি হয়। সেই গর্ত দেখে পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল করে। আবার এখানেই মহাসড়কের পাকা সেতুর কাজ চলছে। এদিন কাজের বেশ কিছু সরঞ্জাম গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়। এজন্য মাঝেমধ্যেই ডাইভারশনে যানজট লেগে যায়। তবে নজরদারির দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ারদের চেষ্টায় দীর্ঘ সময় যানজট হয়নি।

সমবেদনা

হাসিমারা, ২০ মে : সোমবার কালচিনি ব্লকের কোদালবস্তির একই পরিবারের দুই মহিলার নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে গন্ডারের হামলায়। মঙ্গলবার ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমবেদনা জানান আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। সোমবার গন্ডারের হামলায় মৃত্যু হয় ওই বনবস্তির বাসিন্দা আপেক রাভা ও তাবিতা রাভার। তাঁরা সম্পর্কে ঠাকুমা ও নাতনি ছিলেন। মনোজের সঙ্গে ছিলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা ও কালচিনির প্রাক্তন বিধায়ক উইলসন চম্প্রমারি।

দুর্ঘটনা

রাঙ্গালিবাজনা, ২০ মে : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের দলদলিতে মঙ্গলবার ভোরবেলা চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে থেকে উলটে নীচে পড়ে যায় একটি কনটেনার। জানা গিয়েছে, একটি লাইন হোটেল থেকে একটি গাড়ি বের হচ্ছিল। ওই গাড়িটিকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান কনটেনারচালক। আহত হয়েছেন চালক।

পঞ্চায়েতের উপসমিতি হয়নি, কাজে বাধা

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২০ মে : রাজ্যে শেষবার দু'বছর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল। তবে এখনও কালচিনি ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে উপসমিতি গঠন করা হয়নি। অভিযোগ, এতে উপসমিতির আওতায় থাকা কাজগুলি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বোর্ড গঠন হয়েছিল। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই উপসমিতি গঠন করার নিয়ম রয়েছে। উপসমিতি অনেকটা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসভার আদলে তৈরি করা হয়। পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ছাড়াও চারটি পৃথক বিভাগ পরিচালনার জন্য থাকে উপসমিতি। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠনের দায়িত্ব ব্লক প্রশাসনের ওপর থাকে। তবে এক্ষেত্রে কালচিনি ব্লক প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধীরেন বাগওয়ার বলেন, 'ব্লক প্রশাসনের কাছে ইতিমধ্যেই উপসমিতি গঠনের আবেদন জানানো হয়েছে। সেই কাজে প্রধানদের কোনও ভূমিকা নেই।'

আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ও এক্ষেত্রে ব্লক প্রশাসনের ভূমিকার কথাই জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ব্লকের তরফেই বিভিন্ন পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠন করা হয়।' প্রধান ও উপপ্রধান ছাড়া পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে যে রাজনৈতিক দলের পঞ্চায়েত সদস্যের সংখ্যা বেশি সেই দলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে চারজনকে উপসমিতির দায়িত্বভার দেওয়া হয়। শিল্প ও পরিকাঠামো, নারী ও শিশুকল্যাণ, শিক্ষা ও কৃষি- এই চার বিভাগের জন্য সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। তবে লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে উপসমিতি গঠন না হওয়ায় সেইসব পদগুলি খালি পড়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত সূত্রে আরও জানা যায়, বোর্ড গঠনের ৬ মাসের মধ্যে উপসমিতি গঠনের নিয়ম রয়েছে। তবে তা কেন এখনও হল না তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সবই আটকে থাকছে।

যদিও এবিষয়ে একাধিকবার কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বারবার ফোন কেটে দেন। ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যার কারণে উপসমিতি গঠনে বিলম্ব হচ্ছে।

> ব্লক প্রশাসনের কাছে ইতিমধ্যেই উপসমিতি গঠনের আবেদন জানানো হয়েছে। সেই কাজে প্রধানদের কোনও ভূমিকা নেই।
>
> -ধীরেন বাগওয়ার
> *প্রধান, লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

কালচিনি ব্লকের অন্যতম জনবহুল এলাকা হ্যামিল্টনগঞ্জ লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে। এছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ লতাবাড়ি ছাড়াও নিমতি দোমোহনি ও নিমতিঝোরা চা বাগান পর্যন্ত ওই পঞ্চায়েত বিস্তৃত। ২৫ সদস্যের গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ১৫ জন ও বিজেপির ১০ জন পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। এবিষয়ে পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির কালচিনি বিধানসভার আহ্বায়ক অলোক মিত্র বলেন, 'আমরাও ব্লক প্রশাসনকে জানাব যাতে দ্রুত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠন করা হয়।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিপজ্জনক। *গরুবাথানের চেলখোলায় ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের রাজদীপ নাগ।*

দীর্ঘদিনের দাবি মিটল

শিল্পতালুকের রাস্তায় ৭ কোটি

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২০ মে : গত জানুয়ারিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার জেলা সফরে এসে এথেলবাড়ি শিল্পতালুকের জন্য রাস্তা তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনকে দ্রুত বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে এথেলবাড়ি শিল্পতালুকের সংযোগরক্ষাকারী রাস্তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সভা মঞ্চ থেকে ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মহল। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, দ্রুত রাস্তাটির কাজ শুরু হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর, ফালাকাটার এথেলবাড়িতে ১২০ বিঘা জমির ওপর তৈরি হয়েছে যোগীঝোরা বারবাক শিল্পতালুক। শিল্পতালুকের প্রায় সমস্ত কাজ সম্পন্ন হলেও সেখানে যানবাহনের যাতায়াতের জন্য কোনও যোগ্য রাস্তা নেই। সেই রাস্তা তৈরি হলে একদিকে যেমন শিল্পতালুকে সহজে যাতায়াত করা যাবে, তেমনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিরা সুবিধা পাবেন। সম্প্রতি শিল্পতালুকে বেশকিছু জমিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিরা লগ্নি করেছেন। বাকি যে সমস্ত জমি এখনও খালি রয়েছে, রাস্তা তৈরি হলে সেই জমিতে অন্য শিল্পপতিরা লগ্নি করতে আগ্রহী হবেন বলে আশাবাদী প্রশাসনিক মহল। ইতিমধ্যে শিল্পতালুকের প্রাচীর এবং গা ঘেঁষে বয়ে যাওয়া ডিমডিমা নদীতে সেচ ও জলপথ বিভাগের ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাড়বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

এথেলবাড়ি শিল্পতালুক।

আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, 'টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়ে গিয়েছে, দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু হবে। রাস্তা হয়ে গেলে শিল্পতালুকে শিল্পোদ্যোগীরা অনেকটা সুবিধা পাবেন।' এবিষয়ে জেলা শাসক আর বিমলাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

হাসপাতালে নতুন ভবন

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের নতুন ভবনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন। এরপর মঙ্গলবার হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ফলক উন্মোচন করে ফিতে কাটেন। এদিন সেখানে নার্সরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। কৌশিক বলেন, 'এদিন নতুন ভবনে শিশু বিভাগটি স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে ৫০টি শয্যা আছে।'

এতদিন হাসপাতালের শিশু বিভাগ পুরোনো ভবনে ছিল। নতুন ভবনে লিফট সহ অন্যান্য আধুনিক সুবিধা রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, চারতলা ভবনটি পূর্ত দপ্তর তৈরি করেছে। মূল ভবনের পিছনদিকে তৈরি নতুন ভবনের অন্দরমহল ঝাঁ চকচকে টাইলসে মোড়া। হাসপাতালে ২২০টি শয্যা রয়েছে। এর মধ্যে শিশু বিভাগে ৫০টি শয্যা আছে। নতুন ভবন পেলেও অবশ্য বীরপাড়া হাসপাতালে এখনই শয্যা সংখ্যা বাড়ছে না বলে সুপার জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'চিকিৎসক ও অন্য কর্মীর সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়ায় আপাতত ২২০টি শয্যা থাকছে।'

এই হাসপাতালের ওপর মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৯টি চা বাগান ছাড়াও ফালাকাটা, ধূপগুড়ি এবং বানারহাট ব্লকের একাংশের বাসিন্দারা নির্ভরশীল। এদিন রোগীকল্যাণ সমিতির প্রাক্তন সদস্য রাজীব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা অনেকদিন ধরে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি করছিলাম। অবশেষে পরিকাঠামো একধাপ উন্নত হল।'

৪২ জন চিকিৎসকের জায়গায় মাত্র ২৮ জন চিকিৎসক আছেন। ফলে প্রত্যেক চিকিৎসকের ওপর কাজের বাড়তি চাপ থাকে। চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো সহ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি অনেকদিনের। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন করলেন। রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বুলু চিকবড়াইক জানান, বীরপাড়া হাসপাতালে আরও চিকিৎসক নিয়োগে স্বাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

বীরপাড়া হাসপাতালের এই ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে শিশু বিভাগ।

নড়বড়ে সাঁকোয় ঝুঁকি

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২০ মে : কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে বাঁশের সাঁকো বেহাল হয়ে পড়ছে। যদিও সাঁকোটি এখনও ভাঙেনি। তবে ওই সাঁকো দিয়ে শুধু হেঁটেই যাতায়াত করা যায়। সাইকেল চালিয়েও যাওয়া যায় না। আর মোটরবাইকে তো ৩-৪ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিল ও পারপাতলাখাওয়া গ্রামের মাঝে বুড়িতোর্ষা নদীর এই সাঁকো নিয়ে বর্ষায় চরম ভোগান্তিতে পড়েন ৬-৭ হাজার বাসিন্দা। কারণ, প্রতি বর্ষায় সাঁকোটি ভেঙে যায়। অথচ এখানে প্রায় কুড়ি বছর ধরে সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয়রা।

এখন রাতে বৃষ্টি হলেই স্থানীয়রা ঘুম থেকে উঠে প্রথমে দেখেন সাঁকোটি ঠিক আছে কি না। অর্থাৎ বৃষ্টি হলে দুশ্চিন্তা বাড়ে এলাকাবাসীর। স্থানীয় কৃষক সুভাষ সরকারের কথায়, 'আমাদের অনেকের চাষের জমি রয়েছে নদীর ওপারে। সাঁকো ভাঙলে ঘুরপথে কৃষিপণ্য আনতে হয়। এই ভোগান্তি যে আর কতদিন পোহাতে হবে কে জানে।'

বুড়িতোর্ষার উপর বেহাল সাঁকোয় যাতায়াত। মেজবিল গ্রামে।

সমস্যার কথা অবশ্য অস্বীকার করেনি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তো ওই দীর্ঘ সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়। তবে বর্ষায় সাঁকো ভাঙলে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই সেটি তৈরি করা হয়। সাঁকো ভাঙলে অবশ্য এলাকার কয়েক হাজার মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। তবে ওখানে আগামীতে যাতে সেতু তৈরি হয় সেই প্রস্তাব প্রশাসনের উপরমহলে পাঠানো হয়েছে।'

মেজবিল ও পারপাতলাখাওয়া গ্রামের মাঝ বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বইছে বুড়িতোর্ষা নদী। দুই গ্রামের মাঝেই নদীর উপর বেহাল বাঁশের সাঁকো। প্রতি বর্ষায় নদীর দু'কূল প্লাবিত হয়। তখন সাঁকো ভেঙে যায়। অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করেন বাসিন্দারা।

পারপাতলাখাওয়ার বাসিন্দা দুলাল দাস বললেন, 'সাইকেল নিয়ে রোজ যোগেন্দ্রনগর যেতে হয়। এখন ওই সাঁকোটি ভয়ে ভয়ে পার হই। সাইকেল ঠেলেই যেতে হয়। কিন্তু সাঁকো ভেঙে গেলে আমাকে ৪ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হবে।' সজল সরকার বাইকে যাতায়াত করেন। সাঁকো দিয়ে বাইক চালিয়ে যাওয়ার সাহস তাঁর হয় না। সজলের কথায়, 'সাঁকো ভাঙলে পরে সেটি তৈরি করে দেওয়া হয়। তবে এভাবে আর কত বছর। অনেক গ্রামে তো কালভার্ট, সেতু হচ্ছে। শুধু বঞ্চিত আমাদের দুই গ্রাম। রোজ ৩-৪ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

নৌকাই যাতায়াতের ভরসা দেওগাঁওয়ে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ মে : ভোট এলেই উন্নয়ন, বিকাশের কথা শোনা যায় জনপ্রতিনিধি, নেতা, প্রার্থীদের মুখে। তবে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁওয়ে নদী পারাপারে আজও শুখা মরশুমে ভরসা সাঁকো, বর্ষাকালে নৌকা। বাম আমলে দেওগাঁওয়ে মুজনাই নদীর ওপর দুটি পাকা সেতু তৈরি করা হয়েছিল। একটি ১৯৯৩ সালের বন্যায় ভেঙে যায়। সেটি পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। ১৪ বছরে দেওগাঁওয়ে মুজনাই নদীর ওপর একটিও সেতু তৈরি করেনি বর্তমান রাজ্য সরকার। গ্রামের একপ্রান্তে শুধুমাত্র একটি সেতু রয়েছে। অন্য ঘাটগুলিতে আজও নদী পারাপারে ভরসা নৌকা, সাঁকো।

ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন বলছেন, 'দেওগাঁওতে নদী পারাপারে একাধিকবার সেতু তৈরির দাবি বিধানসভায় তুলেছি। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীও জানেন। তবে এনিয়ে রাজ্য সরকারের হেলদোল নেই। এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

দেওগাঁওয়ের পশ্চিম সীমানা বরাবর উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত মুজনাই নদী। পশ্চিমে জটেশ্বর এলাকা। পূর্বে দেওগাঁও। উত্তর-পশ্চিমে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা। রাঙ্গালিবাজনা ও দেওগাঁওয়ের সীমানায় রয়েছে লকিয়তউল্লাহ ঘাট। এছাড়া জটেশ্বর সীমানা বরাবর রয়েছে আজিজারের ঘাট, সফরের ঘাট, তোফারউদ্দিনের ঘাট, বাচ্চুর ঘাট, সাধনের ঘাট, বঙ্কিমের ঘাট ও গঙ্গামঙ্গল ঘাট। লকিয়তউল্লাহ ঘাটে ১৯৯৩ সালে তৈরি পাকা সেতুটি ওই বছরই বন্যায় ভেঙে পড়ে। পরে বঙ্কিমের ঘাটে সেতু তৈরি করা হয়। বাকিগুলিতে বর্ষায় ভরসা নৌকা, শুখা মরশুমে সাঁকো। পশ্চিম দেওগাঁওয়ের রঞ্জিত সেনের কথায়, 'সেতুর আশায় থাকতে থাকতে বুড়ো হয়ে গেলাম। নেতারা প্রতি বছর ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু পালন করেন না। বর্ষাকালে কয়েক কিমি ঘুরপথে বঙ্কিমের ঘাটের সেতু পেরিয়ে জটেশ্বরে যাতায়াত করতে হয়।'

সেতু নেই, দেওগাঁওয়ে মুজনাই নদীতে খেয়া পারাপার।

প্রায় এক দশক আগে গঙ্গামঙ্গল ঘাটে পাকা সেতু তৈরির দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিল তৃণমূলেরই একাংশ। ফালাকাটার তৎকালীন বিধায়ক অনিল অধিকারী শেষপর্যন্ত 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' করেন। আজও পর্যন্ত গঙ্গামঙ্গল ঘাটে পাকা সেতু তৈরি করা হয়নি। বছর চারেক আগে লকিয়তউল্লাহ ঘাটে সেতুর দাবি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবর পড়ে সেতু তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর উদ্যোগে দপ্তরের বাস্তুকাররা প্রাথমিক প্রক্রিয়াও শুরু করেছিলেন। এরপরই বিধানসভা ভোটে হেরে যান রবীন্দ্রনাথ। লকিয়তউল্লাহ ঘাটে সেতুর বিষয়টিও ধামাচাপা পড়ে যায়।

পূর্ব দেওগাঁওয়ের তাজেদ আলি বলছেন, 'সেতু না থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে অন্ধকারে রয়েছে দেওগাঁও। অথচ এলাকার কৃষকরা পণ্য কেনাবেচার জন্য শিশুবাড়িহাট এবং জটেশ্বর হাটের ওপর নির্ভর করেন। কিন্তু মুজনাই নদীর বেশিরভাগ ঘাটে সেতু না থাকায় ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় কৃষকদের। রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও সমস্যা হয়।'

জেলা পরিষদের দেওগাঁওয়ের সদস্যা তনুশ্রী রায়ের কথায়, 'গঙ্গামঙ্গল ঘাট এবং লকিয়তউল্লাহ ঘাটে সেতু তৈরির প্রস্তাবের ফাইল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে রয়েছে। আমরা আশাবাদী।'

জমির সঙ্গে পেশা গিলেছে নদী

ভাত জোটাতে চাষ ছেড়ে অন্য কাজ খুঁজছে চ্যাংমারিটারি

শান্ত বর্মন

ভিটেমাটি হারিয়ে কলি নদীর পাড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে এক কৃষক। চ্যাংমারিটারিতে।

নদীর গ্রাসে

- গত পাঁচ বছরে ১০০ বিঘা জমি কলি নদীর কবলে চলে গিয়েছে
- অভিযোগ, প্রশাসনের সাহায্য কিংবা ক্ষতিপূরণ কিছুই মেলেনি
- গত কয়েকদিনের বৃষ্টির জল কমতেই ফের ভাঙন শুরু
- কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশা খুঁজছেন স্থানীয়রা

জটেশ্বর, ২০ মে : পৃথিবীতে নদীমাতৃক সভ্যতার নজিরের অভাব নেই। প্রাচীনকাল থেকে নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনধারণ, কৃষিকাজ, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য আবর্তিত হয়েছে। তবে ইতিহাসের সেসব কাহিনী চ্যাংমারিটারির বাসিন্দা নুরজামাল মিয়াঁ জানেন কি? তা বলা যায় না। জীবদ্দশায় নদীই তাঁর সবকিছু কেড়ে নিয়েছে।

কলি নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছে তাঁর সাত বিঘার তিনফসলি জমি। সেইসঙ্গে বসতভিটেটুকুও। বাস্তুহারা নুরজামাল এখন এথেলবাড়ির বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি বেকার। বান্ধানা ওরাওঁ নামে আরেক কৃষকও তাঁর জমি নদীগর্ভে হারিয়েছেন। তাই রোজগারের জন্য তিনি বর্তমানে কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। উদ্বেগের বিষয় এই যে, বান্ধানাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক নুরজামাল একসময় ওই নদীর জলেই সোনার ফসল ফলাতেন। ধান, পাট, গম, ডাল থেকে শুরু করে নানা ধরনের শাকসবজি কিছুই বাদ ছিল না। তাই সংসারে অভাবও ছিল না। খাবারের অভাব অনুভব করেননি কোনওদিন। কিন্তু নদীবাঁধ না থাকায় তাঁর সব যে এভাবে চোখের নিমেষে তলিয়ে যাবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

নদীর জন্য পেশা বদল যেন এলাকায় একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠছে। অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে ১০০ বিঘা চাষের জমি কলি নদীর ভাঙনের কবলে চলে গিয়েছে। ফলে কৃষকদের চাষাবাদ ছেড়ে ভিনরাজ্যে অন্য পেশার টানে চলে যাওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ইতিমধ্যেই এলাকার প্রায় ২৫ জনেরও বেশি কৃষক পেশা বদলে নিয়েছেন। নুরজামালের মতোই চ্যাংমারিটারি এলাকার আরেক কৃষক আবেদ আলিরও মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে খরস্রোতা কলি। চার বিঘা জমিতে চাষ করেই তিনি সারা বছরের মুখের ভাত জোটাতেন। সংসারে অন্যান্য অনটন থাকলেও খাদ্যাভাব ছিল না। নদীর ভাঙনে জমিটুকুও হারিয়ে এখন তিনি বরফ বিক্রি করে কোনওরকমে সংসার চালান। স্থানীয়দের অভিযোগ, কৃষিজমি রক্ষার জন্য প্রশাসনের সাহায্য কিংবা ক্ষতিপূরণ কিছুই মেলেনি। আবেদ বললেন, 'যখন আমার চাষের জমি ছিল, সেসময় ভাতের অভাব হত না। এখন কাজ না করলে ভাত জোটে না। নদীবাঁধ থাকলে আজ আমার এমন অবস্থা হত না।'

ভিটেমাটিহারা নুরজামালের গলাতেও একই সুর। তাঁর কথায়, 'নদীভাঙনে আমার সব জমি, গাছ, তলিয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে সব দেখেও নীরব থাকতে হয়েছে। সব হারিয়ে এখন আমি নিঃস্ব।' সম্প্রতি টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কলি নদী প্রায় ভরাট ছিল। তারপর জল কমতেই ফের পাড়ভাঙন শুরু হয়েছে। তার জেরে ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংমারিটারি এলাকায় বর্ষায় চাষ নিয়ে কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনকে এবিষয়ে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। যদিও ফের এনিয়ে সমাধানসূত্র বের করতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়রা জানান, গত পাঁচ বছরে স্থানীয় প্লেট ওরাওঁয়ের চার বিঘা, নারুয়া ওরাওঁয়ের ছয় বিঘা, ইয়াসিন আলির তিন বিঘা, বক্কর আলির দুই বিঘা জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে জহিরউদ্দিন আহমেদের ছয় বিঘা, নারায়ণ ভৌমিকের মোট দশ বিঘা সহ খলিলউদ্দিন, জলিলউদ্দিন, অলিলউদ্দিন ও আয়নাল মিয়াঁর মোট ১৫ বিঘা জমিও ছিল।

এবিষয়ে সেচ ও জলপথ বিভাগের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার অমরেশ সিং-কে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় বাসিন্দা রাকিব আহমেদ বলেন, 'বর্ষাকাল তো বটেই শীতকালেও চাষের জমি ভেঙে নদীতে তলিয়ে যায়। বিষয়টি প্রশাসন খতিয়ে দেখলে সব কৃষকই উপকৃত হবেন।'

আদালতে নিশীথ

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : একটি পুরোনো মামলায় মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার আদালতে হাজির হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। ২০০৯ সালের মামলা। এদিন শুনানির দিন ছিল। সশরীরে হাজিরার নির্দেশমতো নিশীথ নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে হাজির হন।

আইনজীবী সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০০৯ সালে নিশীথের কাছ থেকে চোরাই সামগ্রী উদ্ধারের অভিযোগ এনে মামলা হয়েছিল আলিপুরদুয়ার আদালতে। পরবর্তীতে এই বিষয়ে চার্জশিট জমা দেয় আলিপুরদুয়ার আদালত। ইতিপূর্বেও এই একই মামলায় আলিপুরদুয়ার আদালতে হাজির হতে হয়েছিল তাঁকে। এদিন নিশীথ বলেন, 'ভিত্তিহীন পুরোনো মামলা ছিল। আদালতের নির্দেশে হাজির হয়েছি।' সরকার পক্ষের আইনজীবী এবিষয়ে কিছু বলতে চাননি। তবে মন্ত্রীর আইনজীবী সোমশংকর দত্ত বলেন, 'আলিপুরদুয়ার আদালতে একটি পুরোনো মামলা ছিল। এদিন সশরীরে হাজির হতে হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে আর তাঁকে আদালতে সশরীরে হাজির হতে হবে না।'

সিআইডি-কে দায়িত্ব

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : আলিপুরদুয়ারে কৌশিক বণিক নামে এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে বন্ড জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল আগেই। পুলিশকে সেই ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল। তবে মঙ্গলবার সেই মামলার তদন্তের ভার সিআইডি'র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। সরকারি আইনজীবী জয়দীপ চৌধুরী ও হীরক বর্মন জানালেন, বন্ড জালিয়াতির মামলায় পুলিশের তদন্তে তেমন কোনও সাফল্য মেলেনি। তাই এদিন সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌশিকের বিরুদ্ধে প্রায় ২৯০০-টি বন্ড জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। এই বিষয়ে সুখেন্দ্রনাথ ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি মামলা করেন। তদন্ত শুরু হয়। শেষপর্যন্ত পুলিশ সেই আইনজীবীর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে। তবে এই দুষ্কর্মের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত বলে মনে করছে আদালত। তাই তদন্তের ভার সিআইডি'কে দেওয়া হয়েছে।

প্রতীকী ছবি

অ্যাসিড হামলায় গ্রেপ্তার প্রতিবেশী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২০ মে : ছাত্রীর ওপর অ্যাসিড হামলার ঘটনায় অবশেষে ধরা পড়ল অভিযুক্ত। গত প্রায় এক মাস ধরে পালিয়ে ছিল ওই ব্যক্তি। ৫৮ বছরের ওই ব্যক্তি প্রতিবেশী এক ২১ বছরের কলেজ ছাত্রীর ওপর অ্যাসিড হামলা করে বলে অভিযোগ। গভীর রাতে ঘরে ঢুকে এই কাজ করেছিল সে। প্রথমে তো তরুণীর বাড়ির লোকজন বুঝতেই পারেননি যে, কে এই কাজ করল। তবে ধৃত ব্যক্তি পালাবার সময় বাঁশ বাগানের ভেতর তার মানিব্যাগ পড়ে যায়। সেই মানিবাগের সূত্র ধরেই খোঁজ মেলে তার। পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তথা ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করি। মানিব্যাগের সূত্র ধরে অভিযুক্তের পরিচয় জানা যায়। এরপরই ওই ব্যক্তির নামে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন মেয়েটির বাবা। সে পলাতক ছিল। সম্প্রতি এলাকায় ঢুকেছে বলে আমরা জানতে পারি। এরপরই পাশের একটি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের এক প্রত্যন্ত গ্রামের। প্রতিবেশী ওই ব্যক্তি ছাত্রীর ঘরে ঢুকে মুখে অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটার মুখের অনেকটা অংশ পুড়ে যায়। বাঁ চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি তাঁর নাকের নোলক গলে যায়। মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর পরিবারের লোকেরা ঘটনাটি প্রথমে গোপন রেখেছিলেন। এছাড়াও কী উদ্দেশ্যে কে বা কারা ওই ছাত্রীর মুখে অ্যাসিড ছুড়ল তা নিয়েও তাঁরা ধন্দে ছিলেন। সেদিন রাতে মেয়ের চিৎকার শুনে তাঁর বাবা ছুটে আসেন। সেই সময় অন্ধকারে এক ব্যক্তিকে পালিয়ে যেতে দেখেন বাঁশ বাগানের ভিতর দিয়ে। পিছু নিয়েও তাকে ধরতে পারেননি। ঘটনার পরের দিন ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানান মেয়েটির বাবা। তাতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির উল্লেখ ছিল। পরে ওই বাঁশ ঝোপের ভিতর অভিযুক্তের মানিব্যাগ মেলে। তাতে তার আধার কার্ড এবং ছবি ছিল। তখন সবাই বুঝতে পারেন যে সেই গ্রামেরই এক বাসিন্দা এই কাজ করেছে। তাকে সেই তরুণী দাদু বলে ডাকতেন। কিন্তু ঘটনার দিনকয়েক আগে তরুণীকে ফোন করে সেই ব্যক্তি কুপ্রস্তাব দেয় বলে অভিযোগ। মেয়েটি রেগে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়াতেই ওই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে।

এতদিন এই ঘটনায় অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হওয়ায় ওই পরিবার এবং গ্রামবাসীরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁরা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে পাকড়াও করার পর তাঁরা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কীভাবে ধৃত

- ফেলে যাওয়া মানিব্যাগ থেকে পরিচয় জানা যায়
- তার খোঁজে তল্লাশি চললেও গ্রামছাড়া ছিল অভিযুক্ত
- সম্প্রতি সে এলাকায় ঢোকে
- পাশের গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

অস্ত্রোপচারের পরে সুখমায়ার সঙ্গে আলোচনায় চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার।

সফল অস্ত্রোপচার ক্যানসার আক্রান্তের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত এক রোগিণীর সফল অস্ত্রোপচার হল। তাঁর নাম সুখমায়া রাই। তিনি কালচিনি ব্লকের জয়গাঁর বাসিন্দা।

৫৫ বছর বয়স্ক সুখমায়ার সফল অস্ত্রোপচারের পরে জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বললেন, 'ক্যানসার আক্রান্তরা অনেক সময়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। বেসরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হন। তবে জেলা হাসপাতালে সব ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসা হচ্ছে।' সুখমায়ার অস্ত্রোপচার করেছেন ডাঃ পবিত্র রায়। বর্তমানে সুস্থ আছেন সুখমায়া। মঙ্গলবার সুখমায়ার মেয়ে আশা রাই বললেন, 'জেলা হাসপাতালে যে মায়ের চিকিৎসা হবে তা ভাবতে পারিনি। খরচ নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চালানোর মতো আর্থিক সংগতি আমাদের নেই।'

প্রতিবছর আলিপুরদুয়ার জেলায় স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা ৮ জন স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ জন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনেকেই ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাখাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। এই পরিস্থিতিতে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত সুখমায়া রাইয়ের সফল অস্ত্রোপচার করে পথ দেখাল জেলা হাসপাতাল। ২০১৫ সাল থেকে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর জেলা হাসপাতালগুলোতে সব ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা শুরু করেছে।

হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সুখমায়া চার মাস আগে চিকিৎসার জন্যে আলিপুরদুয়ারের জেলা হাসপাতালের দ্বারস্থ হন। এর আগে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি নানা জায়গাতেও শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান সুখমায়া।

কেমোথেরাপি করে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা সুখমায়ার চিকিৎসা শুরু করেন। ওঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে আটদিন আগে। মঙ্গলবার সুখমায়া বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের অঙ্কোলজিস্ট সারতাজ আহমেদ বললেন, 'সুখমায়া চিকিৎসার জন্যে নানা জায়গায় গিয়েছিলেন। তবে জেলা হাসপাতালে আসার পরে ওঁর যথাযথ চিকিৎসা শুরু হয়। প্রথমে ৪টি কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। কাজ না হওয়ায় ফের ৩টি কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচার ঠিকমতো হয়েছে। এরপর হাসপাতালেই ওঁকে কেমোথেরাপি দেওয়া হবে। ওঁকে কেবল রেডিওথেরাপির জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যেতে হবে।' জেলা হাসপাতালের সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রেডিওথেরাপির পর আগামী পাঁচ বছর আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালেই সুখমায়ার হরমোনথেরাপি চলবে।

ভাড়াটে ও বহিরাগতদের তথ্য নেবে পুলিশ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২০ মে : বাড়িতে ঢুকে মহিলা ব্যবসায়ীকে অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ঘটনার পর এবার নড়েচড়ে বসল শামুকতলা থানা। শামুকতলা এলাকায় বাইরে থেকে আসা লোকজন ও বিভিন্ন বাড়িতে থাকা ভাড়াটেদের তথ্য জোগাড় করতে শুরু করল পুলিশ। বাড়ির মালিকরা যাতে তাঁদের ভাড়াটেদের তথ্য দ্রুত থানায় এসে জমা দেন, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভাড়াটে বা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে কোনও দুষ্কৃতী এলাকায় ঘাঁটি গাড়লে তা এলাকার বাসিন্দা বা পুলিশের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু এব্যাপারে যদি এলাকার বাসিন্দারা আগে থেকেই যাবতীয় তথ্য থানায় দিয়ে রাখেন তাহলে পুলিশের পক্ষে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এবিষয়ে শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'আমরা এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের কাছে বার্তা দিয়েছি এলাকার সমস্ত ভাড়াটে এবং বাইরে থেকে ব্যবসা বা অন্যান্য কাজে যুক্তদের তথ্য শামুকতলা থানায় জমা দিতে।

শামুকতলা

অজানা, অচেনাদের ওইসব তথ্য আমাদের কাছে থাকলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে।'

অনেক সময় এলাকায় চুরি, ডাকাতি বা গুরুতর হামলার ঘটনা ঘটলে দুষ্কৃতীকে খুঁজে পেতে পুলিশকে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। পুলিশ জানিয়েছে, শামুকতলা থানা এলাকায় বহু বাড়িতে ভাড়াটে রয়েছে। তাঁদের সবার তথ্য পুলিশের কাছে নেই।

অন্যদিকে এলাকার বাইরে থেকে প্রচুর ফেরিওয়ালা এসে বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি করেন। মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকেও অনেকে এসে ব্যবসা করেন।

এপ্রসঙ্গে এলাকার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে বলেন, 'আমাদের এই এলাকার সমস্ত ভাড়াটে এবং ব্যবসার কাজে যুক্ত যাঁরা, তাঁদের সকলের তথ্য থানায় জানানোর জন্য শামুকতলা থানার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। আমরা এলাকার ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছি। আমরা এখন চাই, সবাই যাতে দ্রুত থানায় গিয়ে যাবতীয় তথ্য জমা দেন।'

সম্প্রতি বাড়িতে ঢুকে শামুকতলার মহিলা ব্যবসায়ী পূর্ণিমা পাল এবং তাঁর ছেলে প্রসন্ন পালের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এক দুষ্কৃতী।

এখনও সেই দুষ্কৃতীর খোঁজ পায়নি পুলিশ। কী উদ্দেশ্যেই বা ওই মহিলা এবং তাঁর ছেলের উপর হামলা চালানো হল তাও এখনও পরিষ্কার নয়। চুরি নাকি খুনের চেষ্টাতেই হামলা তা বুঝতে পুলিশ সবদিক খতিয়ে দেখছে। বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় ওই মহিলা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তবে তাঁর ছেলে প্রসন্ন এখন অনেকটাই সুস্থ।

ট্রেনের টিকিট জালিয়াতিতে ধৃত

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : রেলের টিকিট অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগে সোমবার দুপুরে আরপিএফ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, রেলের নিজস্ব আইডি থেকে অবৈধভাবে টিকিট কেটে সাধারণ যাত্রীদের কাছে দ্বিগুণ ও তিনগুণ দামে বিক্রি করছিল ওই তরুণ। তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোবাইল মেরামতের দোকান ও ক্যাফে খুলে ধৃত তরুণ রেলের ই-টিকিট বিক্রি করত বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকাতে ওই তরুণের দোকান রয়েছে। ওই তরুণকে দোকান থেকে আরপিএফ তুলে নিয়ে গেলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। আরপিএফের ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ও ক্রাইম প্রিভেনশন ডিটেকশন স্কোয়াড যৌথভাবে এই অভিযানে নামে। আরপিএফের এক কর্তা জানিয়েছেন, এবছর এই নিয়ে প্রায় আটটি মামলা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অবৈধ ই-টিকিট বিক্রির অভিযোগ ছিল।

হাতির হানায় তছনছ ভুট্টা, পাটখেত

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২০ মে : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলাপাড়ায় সোমবার রাতভর তাণ্ডব চালাল একপাল হাতি। তছনছ হয়ে গিয়েছে এলাকার পাটখেতগুলি। প্রচুর ভুট্টা সাবাড় করেছে হাতিগুলি। খবর পেয়ে রাতে ঘটনাস্থলে যান বনকর্মীরা। হাতিগুলিকে তাড়িয়ে খয়েরবাড়ি ফরেস্টে ঢুকিয়ে দেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালবেলা ফের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখেন মাদারিহাট রেঞ্জের উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে। তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। একই রাতে ফালাকাটা ব্লকের পূর্ব দেওগাঁওয়ে হাতির থানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু পাটখেত।

জমি থেকে ভুট্টা ঘরে তোলার মরশুম শেষের দিকে। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি চলছে তাই পেকে গেলেও ভুট্টা ঘরে তোলেননি বাংলাটাড়ির দীনেশ রায়, সুবল রায়রা। ভুট্টা গাছের মাথা কেটে কাছেই ফলগুলি শুকানো হচ্ছিল। রাতে প্রায় ২০-২৫টি হাতি বন থেকে গ্রামে হানা দেয়, জানান এলাকার মাধব রায়। এলাকার জয়ন্ত রায় বলেন, 'এতগুলি হাতি একসঙ্গে গ্রামে ঢুকে পড়ায় আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। তাড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। কারণ অন্ধকারে হাতি তাড়াতে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে প্রায়ই হাতির আক্রমণে মানুষের মৃত্যু হয়। তাই বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়।' এদিন সুবল এবং দীনেশের প্রায় দু'বিঘা জমির ভুট্টা সাবাড় করে হাতিগুলি। সুবল বলছেন, 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল!'

এদিন তছনছ হয়ে গিয়েছে সুভাষ রায়, সুনীল রায়, দুলাল রায়, চন্দ্রমোহন রায়ের প্রায় ৪ বিঘার জমির পাট। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, প্রায় সারাবছরই বাংলাটাড়িতে হানা দেয় হাতি। গতবছর প্রচুর আলু সাবাড় করেছিল হাতি। দীনেশের কথায়, 'হাতির উৎপাতে চাষাবাদ করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।' খয়েরবাড়ি ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে বাংলাটাড়ি এবং দেওগাঁওয়ে প্রায়ই হানা দিচ্ছে হাতি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা রফিক আলী মণ্ডল - কে 06.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 35K 22596 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি বয়স ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে। এটি সম্ভপর হয়েছে স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে, তাই সমস্ত সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩ সংখ্যা, বুধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

জিঘাংসার বিষে নীল

এত যুদ্ধ করে পেলাম কী? কবি সুকান্ত বলতে পেরেছিলেন, তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়, ইতালিতে জনগণের বন্ধুত্ব, ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র...। কিন্তু একবিংশ শতকে কী বলতে পারি আমরা। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে গুঁড়িয়ে গিয়েছে গাজার শেষ হাসপাতালটাও। গোলাগুলিতে, মিসাইল হানায় হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয় রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, জখম। তাঁদের চিকিৎসার সামান্যতম বন্দোবস্তটুকুও আর নেই গাজায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

যেখানে জনপদের পর জনপদ বিধ্বস্ত, মৃত্যুর হিসেবটাই যেখানে প্রহসনের মতো, সেখানে চিকিৎসাকেন্দ্র, হাসপাতাল টিকে থাকাটাই তো দুরাশা। একই পরিস্থিতি ইউক্রেনে। গুঁড়িয়ে যাওয়া শহর, আবাসনের পর আবাসনের ভগ্নস্তূপ বুকে একটা দেশে প্রতি মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। তাতেও কি বলা যায়, গাজায় জয়ী হয়েছে ইজরায়েল। হয়তো প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডটা দখলই করে ফেলবে একদিন। কিন্তু ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়ে সেই যুদ্ধ জয় তো মানবিকতার বিজয়কেতন ওড়াবে না।

জোর করে দেশ দখলে পেশিশক্তির আস্ফালন থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হাজার হাজার নিহতের সঙ্গে কফিনবন্দি হয়ে যায় সহমর্মিতা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। পড়ে থাকে শুধু ধ্বংস, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। গাজায় এই ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী হানাদারি করতে গিয়ে ইজরায়েল ২০২৪-এর শেষদিন পর্যন্ত খরচ করে ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সাহায্য করতে ২০২৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে ৬৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে একা আমেরিকা।

ইউরোপীয় দেশগুলি আরও প্রায় সাড়ে ৬০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। ওই দেশগুলি ও আমেরিকা আরও যে পরিমাণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে, তার মোট পরিমাণ প্রায় ২৬০ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা। এর বাইরে আছে যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনের নিজস্ব ব্যয়। ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘাতকে পুরোদস্তুর যুদ্ধ বলা যাবে না। তাতে হয়তো বলা যাবে, উচিত শিক্ষা দেওয়া গিয়েছে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় একটি রাষ্ট্রকে।

এই বয়ানে কোনও অসংগতি নেই। কিন্তু ভারতও কি কম খেসারত দিল? সীমান্তের গ্রামগুলিতে অন্তত ১০ হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। প্রাণহানির খবরও আছে। শেষপর্যন্ত যুদ্ধবিরতি না হলে একটি সমীক্ষার হিসেব অনুযায়ী ভারতের রোজ খরচ হতে পারত ন্যূনতম ১৪৬০ কোটি টাকা। তবে দৈনিক সেই ব্যয় ৫ কোটি পর্যন্ত হতে পারত বলেও আভাস আছে।

গাজা বা ইজরায়েল, রাশিয়া বা ইউক্রেন, ভারত বা পাকিস্তান, যুদ্ধ যাদের মধ্যেই হোক, সেই খরচ তুলতে হয় সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ নাগরিকদের পকেট কেটে। হয় যুদ্ধের নামে নতুন কোনও কর বসিয়ে বা বাজেটে বিভিন্ন খাতে শুল্কহার বৃদ্ধি করে। যা-ই করা হোক, তাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় অনিবার্য। দিনের পর দিন যুদ্ধ চললে কী পরিমাণ ক্ষতি, কী পরিমাণ খরচ- তার আভাস দিচ্ছে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ড এবং ইউক্রেন।

ভোলার উপায় নেই, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে যে প্রবল আর্থিক মন্দা নেমে এসেছিল, তা সামলাতে সময় লেগেছিল প্রায় ১০ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কিংবা ১৯৬২-র চিন-ভারত যুদ্ধের পর আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, জীবনযাত্রার মানের নিম্নমুখী প্রবণতা ইতিহাস হয়ে আছে। যুদ্ধ তো রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সেই যুদ্ধে নাগরিকদের শামিল করে নেয়। জয়, বিজয় যাই হোক না কেন, সেটা শাসকের।

নাগরিকের জন্য পড়ে থাকে সেই 'নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালাবার সামর্থ্য।' যুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করলে, এর অসারতা নিয়ে বলতে চাইলে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়ার নতুন প্রবণতা এখন চারদিকে। কিন্তু ভেবে দেখার সময় এসেছে, সুকান্তের ভাষায়, জয়, বন্ধুত্ব বা মুক্তির মন্ত্রের বদলে এখন প্রাপ্তি 'আজ যত যুদ্ধবাজ দেয় হানা/ হামলাবাজ/ আমাদের শান্তি সুখ করতে চায়/ লুঠতরাজ।'

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক'রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যা'ই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচিত

এই মুহূর্তে গাজায় মানবিক সাহায্যের বন্যা বইয়ে দেওয়া দরকার। ওই ত্রাণ না পৌঁছালে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যু হবে। আমরা আজও ১০০ ট্রাক পাঠানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিটি স্থানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের এই খাবার পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রসংঘ সব রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। - টম ফ্লেচার

ভাইরাল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভক্তরা দাঁড়িয়ে। মাচা বানিয়ে এক পুরোহিতকে দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে রোপওয়েতে ঝুলিয়ে অন্যদিকে পাঠাচ্ছিলেন পুরোহিতরা। মালা, ত্রিশূল নিয়ে শক্তিমানের মতো উড়ে যাচ্ছিলেন ওই পুরোহিত। মাঝপথে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যান ভক্তদের মধ্যে।

আজ

১৯৯১

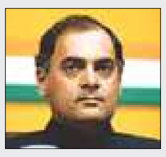

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় রাজীব গান্ধির।

২০০৩

অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

নিরুপায় হয়ে স্বামীজি রেলের মালগাড়ি রাখার এলাকায় একটা খালি বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু সকালেও সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না।

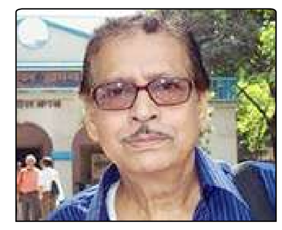

সন্ন্যাসীর ভিক্ষে চাওয়া সহজ, কিন্তু বিদেশে!

শেখর বসু

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে বসে আছি। বেলাশেষের আলো আরেকটু ম্লান হয়েছে। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা স্কাইস্ক্র্যাপারের ছায়া বোধহয় এখন দীর্ঘতর। সামনের রাস্তার একধারে বসে দুটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে ড্রাম বাজাচ্ছিল। খেলনাগোছের ছোট ড্রাম। কিন্তু ওদের লম্বা লম্বা আঙুল নানা ধরনের বোল ফোটাচ্ছিল ওই ড্রামেই। উদ্দেশ্য, বাজনা শুনিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে কিছু ডলার, সেন্ট রোজগার করা।

এখানে সরাসরি ভিক্ষা চাইতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি। কেউ গান শোনায়, কেউ গিটার বাজায়, কেউ-বা ভায়োলিন। সামনে বিছানো কাপড়ের টুকরোয় বা খোলা টুপিতে পথচলতি মানুষের অনুগ্রহের দান জমা পড়ে। কিন্তু সামনের ওই পথের ওই দুজন ড্রাম বাজিয়ে রোজগারপত্তর করার সুযোগ পেল না এখন। একজন পুলিশ এসে ওদের তুলে দিয়েছিল।

আমি আবার ফিরে গিয়েছিলাম আমার পুরোনো চিন্তায়। অচেনা, অজানা শিকাগো শহরে তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ দেশের নিয়মকানুন একেবারেই আলাদা। সেপ্টেম্বরে ধর্মমহাসভা, কিন্তু জুলাই মাসেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। বক্তাদের কে কবে বলবেন, কতক্ষণ ধরে বলবেন- সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। মহাসভায় যোগদানের শেষ তারিখও পেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগে।

হাতে সময় থাকলেই যে যোগদান করা যেত-তাও নয়। ধর্মসভায় অংশ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকা দরকার। তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তেমন কিছুই নেই।

ধনীর শহর শিকাগোতে খরচ লাগামছাড়া। বস্টনে গেলে খরচের মাত্রা একটু কমবে। সুতরাং একদিন রেলে চেপে বস্টনের পথে রওনা হয়ে গেলেন স্বামীজি। পথে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর। বৃদ্ধার নাম মিস ফেট স্যানবর্ন। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন স্বামীজিকে। এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

ওখান থেকে তিনি মাদ্রাজের এক শিষ্যকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন-তোমরা যদি আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে এখানে আমাকে ছ-মাস রাখার ব্যবস্থা করতে পারো, মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।... আর যদি অত টাকা পাঠাতে না পারো, এ দেশ থেকে ফিরে যাওয়ার টাকাটা অন্তত পাঠিও। আমি ফিরেই যাব।

কিন্তু ভবিষ্যৎ-ইতিহাস বুঝি গতিপথ তখনই অন্যভাবে ঠিক করে ফেলেছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার বিশিষ্ট অধ্যাপক জেএইচ রাইটের সঙ্গে তরুণ এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়েছিল একদিন। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা গড়িয়েছিল ঘণ্টা চারেক ধরে। স্বামীজির অত্যাশ্চর্য জ্ঞান, বিদ্যার পরিধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপক। তিনি বারবার একটিই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে, আপনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মমহাসভায় যোগ দিন। আমেরিকান জাতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এটাই সেরা উপায়। স্বামীজি তখন নিজের অসুবিধের কথা খোলাখুলিভাবে অধ্যাপককে জানান। বলেছিলেন, আমাকে এখানে কেউ চেনে না, জানে না। আমি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি-এমন কোনও নিদর্শনও আমার কাছে নেই।

এ কথার উত্তরে রাইটসাহেব যা বলেছিলেন, সেই কথাটি বেশিরভাগ ভারতবাসী জানেন। চিরস্মরণীয় ওই উক্তিটি আরও একবার মনে করা যাক। অধ্যাপক রাইট বলেছিলেন, স্বামীজি, আপনার কাছে নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ দেওয়ার অধিকার কী জিজ্ঞেস করা- একই ব্যাপার।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজি যাতে যোগ দিতে পারেন তার সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক রাইট। তারপর প্রতিনিধি নির্বাচন সভার সভাপতিকে ঐতিহাসিক সেই চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির একটি লাইন আজও অনেকের মুখে মুখে ফেরে। সেটি হল, ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সব বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করলেও এঁর বিদ্যার সমকক্ষ হয় না।

স্বামীজির কাছে টাকাপয়সা বিশেষ নেই বুঝতে পেরে তিনি শিকাগোর একটি টিকিট কেটে দিয়েছিলেন তাঁকে। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ভার যে কমিটির ওপর ছিল, তাঁদের নামেও একটি চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু তারপরেই মসৃণ হয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রখ্যাত জীবনীকার প্রমথনাথ বসুর একটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, যেমন আলোক-প্রকাশের পূর্বে সময়ে সময়ে দিঙমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জগতের সমক্ষে স্বামীজির বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে আরও কতকগুলি অসুবিধা, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই অসুবিধে, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নানান দিক থেকে এসেছিল। অনেকটা চড়া সুরের নাটকের মতো ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাত। অধ্যাপক রাইট ধর্মমহাসভার যে ঠিকানাটি লিখে দিয়েছিলেন, সেটি হারিয়ে ফেলেছিলেন স্বামীজি। দুর্যোগের সেই শুরু। শিকাগো মস্তবড় শহর। যে যার কাজকর্মে ব্যস্ত। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ তাঁকে দিতে পারল না। শহরের এই উত্তর-পূর্বদিকে বেশিরভাগ বাসিন্দাই জার্মান। ইংরেজিটা তাদের খুব ভালো আসে না। সুতরাং ভিনদেশি এই মানুষটিকে বোঝা বা বোঝানো তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। একটা হোটেলের সন্ধানও কেউ দিতে পারেনি।

নিরুপায় হয়ে স্বামীজি রেলের মালগাড়ি রাখার এলাকায় একটা খালি বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু সকালেও সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না। এদিকে মানুষটি খিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। পাশে সুরম্য বাড়িঘর। ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষে চাওয়াটা খুব সহজ কাজ। দেশের মাটিতে যাঁরা ভিক্ষা দেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেন। কিন্তু সুদূর আমেরিকায় ওই নিয়মটা খাটে না। ওখানে ভিক্ষে চাইতে গিয়ে তাঁর লাঞ্ছনার মাত্রা আরও বেড়েছিল।

শেষের দিকে দুটি মাত্র কথা ছিল স্বামীজির মুখে। হয় ধর্মমহাসভার ঠিকানা বলো, নয় ভিক্ষা দাও। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি তাতে।

শেষে অবসন্ন স্বামীজি পথের ধারে বসে পড়েছিলেন। এমন সময় সামনের অট্টালিকা থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন-আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?

জবাবে স্বামীজি জানালেন, হ্যাঁ, কিন্তু সভার কার্যালয়ের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।

মহিলা বললেন, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তিনি স্বামীজির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তারপর ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ধর্মমহাসভার অফিসে। পরিচয়পত্র দেখানোর পরে মহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন স্বামীজি। তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচ্যদেশের অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে।

ওই যে মার্কিন মহিলা স্বামীজির সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন, তাঁর নাম মিসেস হেল। তিনি শিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জর্জ ডব্লিউ হেলের স্ত্রী। এই পরিবারটির সঙ্গে স্বামীজির হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দ্রুত।

সেদিনের ওইসব ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজি পরে জানিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল-প্রভু অনুক্ষণ সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

শুনেছিলাম, ইতিহাসের পাতা কখনো-কখনো জীবন্ত হয়ে ওঠে। শোনা কথাটা আমার জীবনে সত্যি হয়ে উঠেছিল শিকাগোর ওই আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে। কী এক অলৌকিক উপায়ে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার শিকাগো শহরের কিছু দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আরও কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকার পরে উঠে পড়েছিলাম। দিনের আলো আরও একটু বুঝি ম্লান হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের জোরালো আলো সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছিল পুরোপুরি।

ঝলমলে আলোয় এমন একটা শহরে হাঁটার মজাই আলাদা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিলাম মিশিগান হ্রদের ধারে। নামেই হ্রদ, চেহারা অবিকল সমুদ্রের মতো। অঙ্কের হিসেবে লেক মিশিগান লম্বায় প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার, চওড়ায় প্রায় দুশো কিলোমিটার। কুলকিনারাহীন এই জলরাশির সঙ্গে সমুদ্রের কোনও তফাত নেই। হ্রদের বেশ খানিকটা জায়গা ভরে আছে বাহারি সব জলযানে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে অসংখ্য নৌকো, জাহাজ চলে এখানে। ভ্রমণের জন্য আছে নানারকম ক্রুজের ব্যবস্থা। কিন্তু সে তো পরের ব্যাপার। হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে বিপুল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকলেই সারা শরীরে রোমাঞ্চ খেলে যায়।

লেক মিশিগান আমেরিকার চারটি রাজ্যকে ছুঁয়ে রেখেছে, কিন্তু হ্রদ-তীরবর্তী বৃহত্তম শহর এই শিকাগো। খানিকটা গোল হয়ে ঘুরে গিয়েছে হ্রদ। পাড়ে দাঁড়ালে স্কাইস্ক্র্যাপারে মোড়া শহরের অসামান্য দৃশ্য দেখা যায়। সন্ধের আবছা অন্ধকারে আলোয় ঝলমল করছিল ওই বহুতলগুলি। আলোর প্রতিফলন হ্রদের বুকে। ওখানে ভেসে থাকা অপরূপ সব নৌকোর আলো জল এবং আকাশকে বুঝি আরও মায়াময় করে তুলেছিল।

লেকের ধারের চওড়া পথটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যথেষ্ট চওড়া কংক্রিটের পথ। একধারে গাছের সারি। লেকফ্রন্ট-বরাবর পথটি চলে গেছে মাইল কুড়ি। পথে মাঝে মাঝেই ওয়াকার, জগার আর স্কেটারদের দেখা মিলছিল। স্বাস্থ্যসচেতন মার্কিনিরা এমন সুন্দর একটি পথকে যে স্বাস্থ্যচর্চার কাজে লাগাবেন-তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই।

লেকের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হেঁটেছি। মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলাম লেকের দিকে। আগের দৃশ্যের সঙ্গে পরের দৃশ্যের একটু বুঝি তফাত তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু দুটোই সমান উপভোগ্য। লেকের পাশে দাঁড়িয়ে শহরটাকেও বেশ লাগছিল। একদিকে শুধুই প্রকৃতি অন্যদিকে মানুষের তৈরি স্থাপত্য। সেতুবন্ধনের কাজটির মধ্যেও বুঝি জাদুর ছোঁয়া ছিল। শহর ও প্রকৃতি মিলেমিশে আছে চমৎকার।

দিনের আলো মুছে গেছে একদম। আকাশে জ্বলজ্বলে তারা। দূষণ বন্ধ করার নানান ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গোটা মার্কিন মুলুকে। আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নেই কোথাও। নাগরিকরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সর্বত্র, তার ফলে কোনও রকমের দূষণই চোখে পড়ে না কোথাও। পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

হোটেলের বিছানায় শোওয়ার আগে টিভি চালিয়ে দিয়েছিলাম। স্থানীয় সংবাদ হচ্ছিল। দেখলাম, গণতান্ত্রিক দেশের একজন লোক টেবিলের ওপর ঘুসি মারতে মারতে এক সর্বোচ্চ নেতার নাম নিয়ে বলছে, ইউ কান্ট বি লিংকন।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখানে অঢেল। খোদ প্রেসিডেন্টকেও যে কেউ দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারে। জ্বালাময়ী ওই ভাষণটি কিছুক্ষণ শোনার পরে টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিলাম।

জনমন জনমত

দুর্নীতি করেছে সরকার, লাঠি খাচ্ছেন শিক্ষকরা

আমি গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের উপর হওয়া নৃশংস পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বহু মেধাবী ও নির্দোষ শিক্ষককে রাস্তায় বসতে হয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদের ন্যায্য দাবি জানাবার জন্য। তাঁদের কারও মাথা ফেটেছে, কারও পা ভেঙেছে, চোখে আঘাত লেগেছে- অথচ পুলিশ বলছে 'ন্যূনতম বলপ্রয়োগ' করা হয়েছে।

শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর। অথচ যেখানে শত্রুর পেটে লাথি মারা উচিত নয়, সেখানে তাঁদের পেটে লাথি মারা হচ্ছে! ডাক্তারদের পর এখন শিক্ষকরাও পথে- এ থেকে স্পষ্ট যে রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোথাও যোগ্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি প্রমাণের অভাবে খুনি ও দাগি নেতারা বেকসুর খালাস পেতে পারেন, তাহলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা কেন আজ রাস্তায় বসে থাকবেন? দুর্নীতি করেছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি, অথচ শাস্তি পাচ্ছেন নির্দোষ ও যোগ্যরা।

রাজ্য সরকার আজও অযোগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কারণ তারা কোনও না কোনও নেতা বা মন্ত্রীর আত্মীয়। কেউ জমি বা অন্য সম্পত্তি বিক্রি করে নেতাদের টাকা দিয়েছেন- তাই যদি তাঁদের বাঁচানো না যায়, তবে তাঁরা তো নেতাদের বাড়ির সামনেই ধর্নায় বসে যাবেন- হাটে হাঁড়ি ভেঙে ফেলবেন। রাজ্য সরকার যদি কোর্টে যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণের তালিকা জমা দিত, তবে আজ এই দিন দেখতে হত না।

শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি ও মানবিক মর্যাদা রক্ষায় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার উচিত অবিলম্বে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করা। ন্যায়বিচার যেন শুধু কথায় নয়, বাস্তবেও প্রতিষ্ঠা পায়।

মানিক পণ্ডিত, জলপাইগুড়ি।

বাঙালি শ্রমিকদের নিগ্রহে চুপ সবাই

বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে, বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষজনের উপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে। শুধুমাত্র 'বাংলা' ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অপমান, মারধর ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এ এক গভীর জাতিগত বৈষম্যের ছবি, যা সংবিধানবিরোধী ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, এ ধরনের ঘটনা ঘটে চললেও পশ্চিমবঙ্গের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই কার্যত নিশ্চুপ। কিছু অরাজনৈতিক সংগঠন মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ করলেও, তা কোনও ধারাবাহিক আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যে প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করলেও, প্রশাসনিক পর্যায়ে এখনও কোনও কড়া পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না।

রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা পরিবার ছেড়ে, মাটি ছেড়ে দূর রাজ্যে রুজির টানে পাড়ি দেন, তাঁদের এই অপমান কি বাংলা মাটির অপমান নয়? তাঁদের হেনস্তা আমাদের সকলের অপমান। ভোটের সময় শ্রমিকদের স্বার্থে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, বাস্তবে তাঁদের নিরাপত্তা ও সম্মান আজ প্রশ্নের মুখে।

এই অবস্থায় আমাদের দাবি, রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে পদক্ষেপ করে। যেসব রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সেইসব রাজ্যের সরকারের কাছে যেন প্রতিবাদ জানানো হয়। ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যেন বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ করা হয়।

আমরা চাই না আর একজন বাঙালিও তাঁর ভাষা, পরিচয় বা কৃষ্টির কারণে বাংলার বাইরে অপমানিত হোন। আজ প্রতিবাদ না করলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। বাংলা তার মানুষকে রক্ষা করুক- এটাই সময়ের দাবি।

মোঃ রাফিক আহমেদ
সুজাপুর, মালদা।

উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস

বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যার অবস্থান তার নাম সমাজমাধ্যম। বিমূর্ত হলেও মূর্তিমান! একেবারে জলজ্যান্ত! ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতার চারণভূমি। এখানে প্রাপ্তমনস্ক খুঁজে বের করা অসম্ভব। অস্বস্তিকর মন্তব্য-প্রবাহে সমাজের অসুস্থ মানসিকতার বাড়বাড়ন্ত এখানে। এই মাধ্যম গুজবের আধার। নাগাড়ে গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

যে অস্থির সময় সদ্য পার করে এলাম আমরা, তখন হিসেবি পদক্ষেপ মানসিক সুস্থিরতার জন্য

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখানে তা হল না। মগজ ঘেঁটে দিয়ে, বোধবুদ্ধিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে, ঘৃণার চাষ আর হিংসার আবাদ করার চেষ্টা ছিল অব্যাহত। এই অন্যায় প্রয়াসের জ্বলন্ত উদাহরণ ১০ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নয়ের পাতায় 'গুজবের বন্যা' শিরোনাম দিয়ে প্রকাশিত ছবি, যেগুলো সমাজমাধ্যমের 'ধুন্ধুমার রসদ' ছিল। আগাগোড়া মিথ্যেকে নির্বিকারে সত্য বলে প্রচার করা হয়েছে। কী বিপজ্জনক!

সমাজমাধ্যমের এহেন উৎত্রাসন আচরণের অভিপ্রায় যাইহোক না কেন, পরিণতি আর পরিণাম তো মারাত্মক। 'অপারেশন সিঁদুর'-কে হাতিয়ার করে কিছু বিকারগ্রস্ত মানুষ যে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছিল সাম্য আর সংহতি। বহুমাত্রিক ভাবনাকে একমাত্রিক ছাঁচে ভরে শালীনতার চৌহদ্দি পার করে উদ্দাম উল্লাসে মেতে ওঠা এই মাধ্যমের (যারা হিংসার পূজক) এক বিজাতীয় সন্তুষ্টি। দেশপ্রেম জাহির করার জন্য দ্বেষ-প্রেম দেখানোর প্রবণতাকে প্রাধান্য দেয় বলেই যৌক্তিকতার ধার ধারে না তারা। সম্প্রীতি তাদের কাছে দুর ছাই আপদ বালাই।

এই মাধ্যম সহিষ্ণুতাকে কটাক্ষ করে মানুষকে কতটা নগ্নভাবে আক্রমণ করতে পারে আমরা দেখেছি হিমাংশীর ক্ষেত্রে। তাঁর প্রতি সহানুভূতির বন্যা সহসা তীব্র খরায় পরিণত হল। নখ-দাঁত বের করে হিংস্র আক্রমণে 'ধর্মনিরপেক্ষ' মন্তব্যকে ছিন্নভিন্ন করে প্রকাণ্ড উল্লাসে একেবারে হইহই কাণ্ড! বিষ-মহিমা কাকে বলে! দেখে মনে হল, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের এই সমাজপতিরা নির্ধারণ করতে চায় কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। মানুষের নিজস্বতাকেও নিয়ন্ত্রণ করার স্পর্ধা দেখাতে চায় তারা! এ যেন শিবঠাকুরের দেশে একুশে আইনের দাপট। যার প্রভাবে ন্যায়-অন্যায়ের মাঝের দেওয়ালটা অদৃশ্য। দৃশ্যমান শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা!

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। বস্ত্রাদিতে অঙ্কন বা সূচিকর্মের বঙ্গীয় শিল্পধারাবিশেষ ৫। জগৎকর্তা, ঈশ্বর, সিংহাসনও ৬। জোর এবং অবলম্বন ৮। কুমির ৯। ঘর ছাওয়ার খড়জাতীয় তৃণবিশেষ ১১। জন্ম নক্ষত্র, আগাগোড়া সমস্ত সংবাদ বা তথ্য ১৩। বাচনিক, মৌখিক ১৪। মাঠ, অবারিত স্থান, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষেত্র।

উপর-নীচ : ১। চাপা গর্জন ২। বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রবণতা, ইচ্ছা, মন, চিত্ত ৩। কৃপণ ৪। আস্থা, নির্ভর, অবলম্বন, আশ্বাস ৬। বাঁকা,কুটিল ৭। দেবতার মহিমাকীর্তন ও স্তুতি, আরাধনা ও সেবা ৮। পুত্র ৯। অন্নাদি বিতরণ, স্থান, অক্ষর-পংক্তি, ছাতা ১০। জ্যোৎস্না, চাঁদের কিরণ ১১। অপবিত্র,অশুচি ১২। হিন্দু চতুর্বর্ণের অন্যতম, ক্ষেত্রী বা ছত্রীজাতি ১৩। বন্যা।

সমাধান ■ ৪১৪৪

পাশাপাশি : ১। হাউমাউ ৩। জড়িমা ৫। অসমসাহস ৬। শকাব্দ ৭। যমুনা ৯। অসদুপদেশ ১২। মমতা ১৩। কর্মান্তর।

উপর-নীচ : ১। হাপিত্যেশ ২। উদাস ৩। জলসা ৪। মান্দাস ৫। অব্দ ৭। যশ ৮। নামান্তর ৯। অন্তিম ১০। দুহিতা ১১। দেমাক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন: ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আজ কাশ্মীরে ডেরেক, মানসরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য জানাতে এবং পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে বিশ্বের একাধিক দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এহেন কূটনৈতিক পদক্ষেপের মধ্যেই এবার পাকিস্তানি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২১ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, রাজৌরি এবং শ্রীনগরের সীমান্তবর্তী ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাবেন ওই প্রতিনিধিরা। ডেরেক ছাড়াও ওই দলে রয়েছেন দলের সাংসদ মোঃ নাদিমুল হক, সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

ঘটনাচক্রে, এদিনই কেন্দ্রের প্রতিনিধিদলে ইউসুফ পাঠানের পরিবর্তে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করা হয়েছে। কেন্দ্রের কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের একটি বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সোমবারই অভিষেক বলেছিলেন, পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেনা আধিকারিক অথবা শহিদদের পরিবারের সদস্যদের ওই প্রতিনিধিদলে শামিল করানো উচিত ছিল। কারণ, তাঁদের চেয়ে দেশের হয়ে আর কেউ ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। এরই মধ্যে কাশ্মীরে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে, দেশের প্রতি তাদের ভাবনাচিন্তা এবং উদ্বেগ বিজেপির থেকে কোনও অংশে কম নয়। এক্ষে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, 'সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ ও গোলাবর্ষণে যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের শোক ভাগ করে নেওয়া, স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিস্থিতি শোনা এবং বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখা- এই তিনটি লক্ষ্য নিয়েই প্রতিনিধিদল পাঠানো হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, পহলগাম হামলার পর আহতদের দেখতে গিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেখান থেকে তিনি জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের যাবতীয় পদক্ষেপকে তিনি এবং তাঁর দল কংগ্রেস তো বটেই, বিরোধীরাও সমর্থন করবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনদিনের সফর শেষে এই প্রতিনিধিদল একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে সফর নিয়ে প্রতিনিধিদলের কোনও সদস্য এখনও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি। কারণ, পহলগাম হামলার পরে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, দলের কোনও নেতা যেন প্রকাশ্যে বিবৃতি না দেন।

এদিকে কূটনৈতিক স্তরে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ দড়ি টানাটানি চললেও সীমান্তে উত্তেজনার পারদ অনেকটাই থিতিয়ে পড়েছে। সংঘর্ষ বিরতির কারণে সোমবার থেকে সীমান্তবর্তী এলাকার জনজীবনও একটু একটু করে ছন্দে ফিরতে চলেছে। স্কুল-কলেজ খুলতে শুরু করেছে। তবে বেশিরভাগ স্কুলে অর্ধেকের বেশি পড়ুয়া অনুপস্থিত। পুঞ্চে পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে অন্তত ১৩ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৬০।

প্রতিনিধি দলে অবশেষে অভিষেক

জট কাটল মমতাকে রিজিজুর ফোনে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ মে : তাঁদের সঙ্গে কথা না বলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য বাছাই করা হয়েছে বলে সোমবারই অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন, কোন দল কাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে ঠিক করতে পারে না। জোড়াফুল শিবিরের এহেন আপত্তির পরই অবস্থান বদলাল মোদি সরকার। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান তুলে ধরতে কেন্দ্র যে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল গঠন করেছে, তাতে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের বদলে ঠাঁই হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর ভাইপো তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বেছে নেন।

প্রথমে এই প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের তরফে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি তোলে তৃণমূল। তারা সাফ জানিয়ে দেয়, প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার একমাত্র দলের। পরে ইউসুফ পাঠান নিজেই প্রতিনিধিদল থেকে সরে দাঁড়ান, যদিও তাঁর তরফে কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তখনই অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূলের তরফে অভিষেককে কেন্দ্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে শামিল করায় রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। তার কারণ, তৃণমূলের অন্দরে এতদিন মনে করা হচ্ছিল, মমতা এবং অভিষেকের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের যে সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে তাতে অভিষেকের ছায়া স্পষ্ট। তাঁরই আপত্তিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা অনুব্রত মণ্ডলদের পুনর্বাসন আটকেছে। এই অবস্থায় মমতার ইচ্ছায় কেন্দ্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে অভিষেক ঠাঁই পাওয়ায় স্পষ্ট, তাঁদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই। তৃণমূল জানিয়েছে, দল কখনও এই কূটনৈতিক সফরকে বয়কট করেনি। এর আগে তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রতিনিধিদলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যজনিত কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এদিকে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলগুলিকে পাঠানোর আগে তার তিনটি দলের সদস্যদের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন শশী থারুর, সঞ্জয়কুমার ঝা প্রমুখ। জেডিইউ-এর সাংসদ সঞ্জয়কুমার ঝা'র নেতৃত্বাধীন যে প্রতিনিধিদলটি যাচ্ছে, তাতে থাকবেন বিজেপির অপরাজিতা সারঙ্গি, ব্রিজলাল, সিপিএমের জন ব্রিটাসদের সঙ্গে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ মে তাঁরা রওনা দেবেন এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর করবেন। গত ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের ফল ভুগছে ভারত। এই বিষয়টিই যেন বিশ্বের দেশগুলিতে তুলে ধরা হয়। মোট ৫৯ জন নেতা-নেত্রী সাতটি দলে ভাগ হয়ে বিশ্বের ৩২টি দেশে যাবেন।

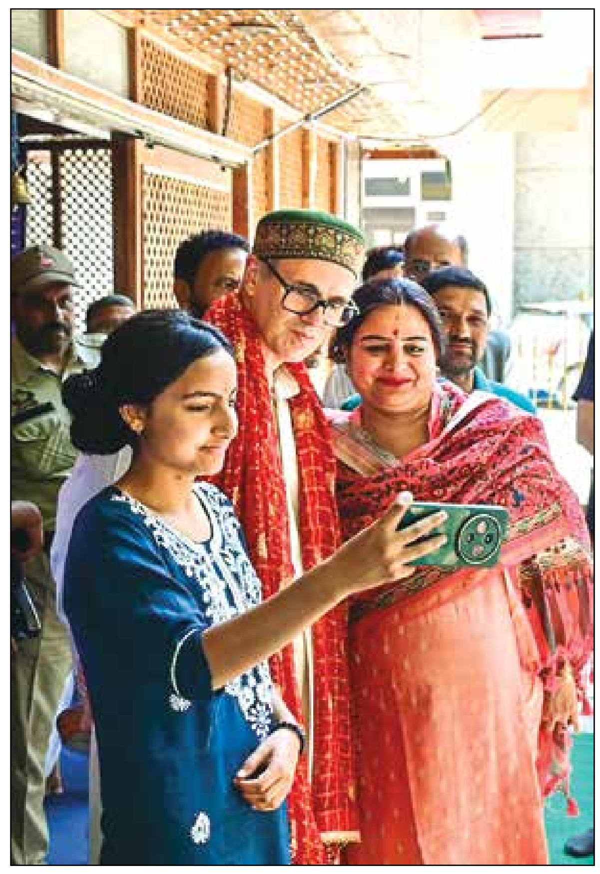

মন্দিরের সামনে ওমর আবদুল্লার সঙ্গে সেলফিতে ব্যস্ত। জম্মুতে।

ইজরায়েলি হামলায় গাজায় হত আরও ৬০

গাজা সিটি, ২০ মে : গাজায় ইজরায়েলি সেনার আক্রমণ অব্যাহত থাকায় মঙ্গলবার অন্তত ৬০ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু।

মঙ্গলবার কাকভোরে এই হামলায় গাজা সিটির একটি স্কুলে এবং একটি বড় আবাসনে বিমান হামলা হয়। মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকায় একটি বাড়িতে ১২ জন নিহত হন। নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে নিহত হন ১৫ জন। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে মারা গিয়েছেন আরও ৯ জন। ইজরায়েলি সেনা হামলাগুলি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

১৭ মে থেকে গাজার বিরুদ্ধে নতুন সামরিক অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনা। সোমবার 'গাজার প্রতি ইঞ্চি দখলের' হুঁশিয়ারি দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, গাজার ওপর হামলা বন্ধ না হলে এবং সেখানে ত্রাণসামগ্রীর বন্যা বইয়ে দিতে না পারলে আগামী দু'দিনে সেখানে মৃত্যু হবে কমপক্ষে ১৪ হাজার শিশুর।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থামানোর জন্য কমবেশি সব রাষ্ট্রই চাপ দিচ্ছে ইজরায়েলকে। এমনকি 'বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও তাদের পাশে নেই' বলে কবুল করেছেন নেতানিয়াহু। সোমবার ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং কানাডাও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, ইজরায়েল গাজায় সেনা অভিযান বন্ধ না করলে এবং ত্রাণ পৌঁছোনোর ব্যাপারে বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে 'কড়া পদক্ষেপ' করা হবে।

ওয়াকফ মামলায় প্রধান বিচারপতি

'স্পষ্ট অসাংবিধানিক না হলে হস্তক্ষেপ নয়'

নয়াদিল্লি, ২০ মে : সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রথমবার মামলা শুনলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। মামলায় তিনি জানিয়েছেন, 'সংসদ যে আইন পাশ করে, তা সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না খুবই স্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিক দিক দেখা যায়, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।'

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে শুনানি চলে। ওয়াকফ কাউন্সিলে বেশিরভাগই কেন অমুসলিম সদস্য রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ওয়াকফ সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে কেন পাঁচ বছর ইসলাম পালনের শর্ত রাখা হচ্ছে, মামলাকারীদের প্রশ্ন ছিল।

প্রধান বিচারপতি গাভাই ও বিচারপতি এজি মসিহের ডিভিশন বেঞ্চ তিনটি বিষয় চিহ্নিত করে শুনানি করছে। প্রথমত, 'ইউজার' (জমি বা সম্পত্তিদাতা) ভিত্তিতে ওয়াকফ চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অমুসলিম সদস্যদের নিয়োগ। তৃতীয়ত, সরকারি জমিকে ওয়াকফ হিসাবে চিহ্নিত করা।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সরকার ইতিমধ্যে এই তিনটি বিষয়ে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে আদালতে জমা দিয়েছে। তাঁর আর্জি, আলোচনা যেন ওই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, 'এটা খণ্ড খণ্ড শুনানি হতে পারে না। আইনটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বানানো হয়েছে যাতে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করা যায়।' তিনি বলেন, 'নতুন আইনে বলা হয়েছে, কেউ ওয়াকফ করতে চাইলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করে থাকতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় থাকা একজন মানুষও যদি ওয়াকফ করতে চান, তাঁকেও প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি পাঁচ বছর ধরে ধর্মাচরণ করছেন। এটা সংবিধানবিরোধী।'

সিবাল আরও বলেন, 'নতুন আইনে বলা হয়েছে, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্যক্তি অভিযোগ তুললেই কোনও জমির ওয়াকফ মর্যাদা চলে যাবে। সরকারই তখন বিচারকের ভূমিকা পালন করবে। এইভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র কেড়ে নিচ্ছে।'

মসজিদ ও মন্দিরের তুলনা টেনে সিবাল বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দিতে পারে না। মসজিদ বা গোরস্থানের দেখভাল সরকার করে না, বরং বহু মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে দিয়ে যান। মন্দিরে যেমন চাঁদার

সংসদ যে আইন পাশ করে, তা সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না খুবই স্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিক দিক দেখা যায়, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

বিআর গাভাই
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আসে, মসজিদে বা কবরস্থানে তা হয় না।'

সিবালের কথা শুনে প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, 'এমন তো মন্দিরেও হয়। আমি দরগায় যাই, সেখানেও এমন হয়।'

শুনানির এক পর্বে সিবাল বলেন, 'যে কোনও সৌধ বা স্থাপনাকে যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করে, তখন তার ওয়াকফ মর্যাদা চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ জামা মসজিদ, সম্ভাল। এইভাবে যে কোনও বিরোধ বাধলেই ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এটা গভীর উদ্বেগের।' তাঁর আরও অভিযোগ, নতুন ওয়াকফ আইনের কিছু ধারা (যেমন ৩ডি, ৩ই) যৌথ সংসদীয় কমিটির খসড়ায় ছিল না, অথচ সেগুলিকে সংযুক্ত করে আইন পাশ করা হয়েছে। বুধবার ফের মামলার শুনানি হবে।

মন্ত্রীর কুকথায় সিট গঠন

ভোপাল, ২০ মে : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কর্নেল সোফিয়া কুরেশির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুঁয়র বিজয় শাহের বিতর্কিত মন্তব্যের তদন্তে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ একটি তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে।

পুলিশের ডিজি কৈলাস মাকওয়ানা জানিয়েছেন, তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দলে রয়েছেন ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ প্রমোদ বর্মা, ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল কল্যাণ চক্রবর্তী এবং পুলিশ সুপার বাহিনী সিং।

সেনার দাবি নস্যাৎ প্রধান গ্রন্থীর

চণ্ডীগড়, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন স্বর্ণমন্দিরে পাকিস্তানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে ভারতীয় সেনা আকাশ প্রতিরোধী ব্যবস্থা মোতায়েন করেছিল। তা করা হয় মন্দিরের প্রধান গ্রন্থী (পুরোহিত) জ্ঞানী রখবীর সিংয়ের অনুমতি নিয়েই। সেনার এই দাবি মঙ্গলবার নস্যাৎ করে দিলেন স্বর্ণমন্দিরের প্রধান পুরোহিত। জ্ঞানী রখবীর সিং সাফ জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে কোনও সেনা অফিসার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। ঘটনার সময় তিনি এদেশে ছিলেন না। ২২ দিনের ছুটিতে আমেরিকায় ছিলেন। তিনি জানান, সেনার বক্তব্য তদন্ত করে দেখবে শিরোমণি গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটি। অকাল তখতের প্রাক্তন জাঠেদার রখবীর সিং এও বলেছেন, 'শ্রী হরমন্দর সাহিবে ব্ল্যাক আউট করার ব্যাপারে প্রশাসনকে এসজিপিসি সাহায্য করেছে, এটাও অসত্য।' রখবীর ছুটিতে থাকাকালীন প্রধান গ্রন্থীর কাজ যিনি করেছেন সেই জ্ঞানী অমরজিৎ সিংহ সেনার দাবি খারিত করেছেন।

রক্ষা পেল রাজধানী

লখনউ, ২০ মে : অল্পের জন্য রক্ষা পেল নয়াদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। লাইনচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচল কাঠগোদাম এক্সপ্রেসও। রেললাইনের ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু চালকের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ট্রেন দুটি। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় ডালেনগর ও উমরতালি স্টেশনের মাঝে রেললাইনের ওপর কাঠের গুঁড়ি রেখেছিল দুষ্কৃতীরা। ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেসের চালক তা দেখতে পেয়ে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন। তিনিই প্রথমে কাঠের গুঁড়ি সরিয়ে দেন এবং রেল আধিকারিকদের খবর দেন। রাজধানীর পর কাঠগোদাম এক্সপ্রেসকেও একই কায়দায় লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও লোকো পাইলটের তৎপরতায় রক্ষা পায় ট্রেনটি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হাফিজদের পেতে চাপ

জেরুজালেম, ২০ মে : পাক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুর আপাতত 'বিরতিতে', কিন্তু 'শেষ হয়নি'। ইজরায়েলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই বার্তা দিলেন এদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জেপি সিং। তিনি সাফ

ইজরায়েলের মাটিতে বার্তা ভারতের

জানালেন, তিন জঙ্গি হাফিজ সইদ, সাজিদ মির ও জাকিউর রহমান লকভিকে ইসলামাবাদ ভারতের হাতে তুলে দিক, ঠিক যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৬/১১-র অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে ভারতে হস্তান্তর করেছে।

ইজরায়েলের এক টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে জেপি সিং বলেছেন, 'ভারতের অভিযান ছিল পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, তাদের পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে। যার জবাবে পাকিস্তান ভারতের সামরিক কেন্দ্রে আক্রমণ হেনেছে।'

গাজায় চাই আরও ত্রাণ

রাষ্ট্রসংঘ, ২০ মে : ইজরায়েলের লাগাতার বোমাবর্ষণে গাজায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। সেইসঙ্গে চলছে খাদ্যসংকট। গাজার নিরন্নদের জন্য প্রচুর পরিমাণে ত্রাণ দরকার। এই আবহে রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় ত্রাণের বন্যা না হলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যু হতে পারে। ইজরায়েল ১১ সপ্তাহ পর সোমবার পাঁচটি ত্রাণবোঝাই ট্রাক গাজায় ঢোকার অনুমতি দেয়। চাহিদার তুলনায় তা কিছুই নয় বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্তা টম ফ্লেচার বলেছেন, 'এই ত্রাণ বিশাল সমুদ্রে এক ফোঁটা জলের মতো।'

ইউক্রেন-রাশিয়ার শীঘ্রই যুদ্ধবিরতি

ট্রাম্পের ঘোষণায় সতর্ক পুতিন

ওয়াশিংটন, ২০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব নেওয়ার পর এবার রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতেও উদ্যোগী হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা ফোনে কথা হয় ট্রাম্পের। পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পরে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'পুতিন খুব ভালো মানুষ। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।' তবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগবে এবং এখনই কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক হয়নি।'

রুশ-ইউক্রেন সংঘাত এত দূর গড়ানোর জন্য ট্রাম্প প্রকারান্তরে দায়ী করেন তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের প্রশাসনকেও। মস্কো এবং কিভের সংঘাত নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচ হাজার তরুণ সৈনিকের মৃত্যু হচ্ছে...! আমরা এটা থামানোর চেষ্টা করছি।'

ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা তিনি ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও ফিনল্যান্ডের নেতাদেরও জানিয়েছেন। হোয়াইট

পুতিন খুব ভালো মানুষ। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

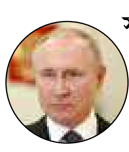

সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে, এটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।

ভ্লাদিমির পুতিন

হাউসে তিনি জানান, 'কিছু অগ্রগতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

ট্রাম্পের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েও পুতিন বলেন, 'সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে, এটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।' রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী সোচিতে সাংবাদিকদের পুতিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি 'ভবিষ্যৎ শান্তিচুক্তির খসড়া' নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত।

ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতৃত্ব 'তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি'র দাবি জানালেও পুতিনের সাফ জবাব, যুদ্ধ থামাতে হলে কিছু শর্ত মানতে হবে। ট্রাম্পও সরাসরি নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। তাঁর মতে, এখনই চাপ বাড়ালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

ক্রেমলিনের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানান, ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপে যুদ্ধবিরতির নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা নিয়ে আলোচনা হয়নি। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, 'সকলেই দ্রুত সমাধানের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু বিশদ আলোচনা ছাড়া স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না। ফলে সময় লাগবে।'

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, কূটনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাশিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হতে পারে। এই বৈঠক তুরস্ক, ভ্যাটিকান বা সুইৎজারল্যান্ডে হতে পারে বলেও তিনি জানান।

তবে ইউরোপের একাধিক নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, ট্রাম্প পুতিনকে চাপে ফেলতে নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটেননি। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লায়েন বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা 'ভালো'ই হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদল সাম্প্রতিক আলোচনায় বসেছিল।

প্রতারণায় গ্রেপ্তার কনে

জয়পুর, ২০ মে : নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্যের গল্প শুনিয়ে তরুণদের প্রেমে ফাঁসিয়ে বিয়ে করতেন অনুরাধা পাসওয়ান (৩২)। এরপর শ্বশুরবাড়ির আস্থা অর্জন করে খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে মাদক খাইয়ে নগদ, গয়না লুট করে পালাতেন। ২৫ জনকে ফাঁসিয়েছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, একটি দল রয়েছে নেপথ্যে। অনুরাধা তার পান্ডা। প্রতারিত এক তরুণের অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার হয়েছেন মহিলা।

মৃত ৩

বেঙ্গালুরু, ২০ মে : ভারী বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত বেঙ্গালুরু। জলমগ্ন ৫০০ বাড়ি। প্রবল বর্ষণের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত দুই। দেওয়াল ধসে মৃত এক গৃহকর্মী। রবিবার রাত থেকে সোমবার একটানা বৃষ্টি হয়েছে। টানা ১২ ঘণ্টায় ১৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা ১৫ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ব্যাহত যান চলাচল, গাছ উপড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। আগামী ৫ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

ধৃত ৬

চণ্ডীগড়, ২০ মে : পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মদতপুষ্ট এক বড়সড়ো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর পর্দা ফাঁস করেছে পঞ্জাব পুলিশ। পাকিস্তানের হরবিন্দর সিং রিন্ডা নামে এক সন্ত্রাসী ভারতে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী বব্বর খালসাকে কাজে লাগিয়ে দুই হ্যান্ডলারের মাধ্যমে এদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছে। এর পিছনে হাত রয়েছে আইএসআই-এর।

পাক-প্রীতি কার, তুঙ্গে তর্জা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুরের জেরে পাকিস্তানের হাঁটু কেঁপে গিয়েছে বলে ভারতীয় সেনা যে দাবি করেছে তাকেও কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কর্ণাটকের বিজয়নগরের হোসাপেতে এক দলীয় সমাবেশে অপারেশন সিঁদুরকে ছোটখাটো যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এই সমস্ত ছোটখাটো যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান ভারতকে আর গুরুত্ব দিতে চাইছে না। চিনের কাছ থেকে মদত পাচ্ছে তারা।' প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'পর্যটকদের কেন পুলিশ বা সেনা নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি? কেন তাঁদের সতর্ক করা হয়নি? ওঁদের সতর্ক করে দিলে হয়তো ২৬টি নিরপরাধ প্রাণকে বাঁচানো যেত।'

খাড়গের এহেন মন্তব্যের স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের নেতা সম্বিত পাত্র বলেন, 'এই ধরনের কথা বলা দেশ এবং সেনার শৌর্যের সঙ্গে প্রতারণা।' তাঁর তোপ, 'আমরা প্রথম দিন থেকে ডিজিটাল প্রমাণ দিয়েছি। পাকিস্তানিরাও প্রমাণ দেখিয়েছেন। তারপরও আপনারা সেনার সাহসিকতার প্রমাণ চাইছেন। এই কারণেই রাহুল গান্ধি এবং তাঁর নেতাদের পাকিস্তানে পোস্টার বয় হিসেবে দেখা হয়।' এর আগে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের

রাহুল-মুনিরের ছবি দিয়ে আক্রমণ পদ্মের।

বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে জানিয়ে আক্রমণ করার যে অভিযোগ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি করেছিলেন তারও সমালোচনা করেছে বিজেপি।

রাহুল গান্ধি এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের একটি ছবি মিশিয়ে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তার নীচে লেখা আছে, ওয়ান অ্যাজেন্ডা। মালব্য বোঝাতে চেয়েছেন, দুইজনই আসলে এক ব্যক্তি। তিনি লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধি যে পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলবেন সেটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। ত্রুটিহীন অপারেশন সিঁদুরের পর উনি প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দনও জানাননি। বরং উনি লাগাতার জানতে চেয়েছেন আমরা কতগুলি যুদ্ধবিমান হারিয়েছি। এই প্রশ্নের উত্তর ডিজিএমও আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এরপর রাহুল গান্ধি আর কী পেতে পারেন? নিশান-ই-পাকিস্তান?' বিজেপির আক্রমণের জবাবে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা এবং সুপ্রিয়া শ্রীনেতদের পালটা খোঁচা, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান নিশান-ই-পাকিস্তান পাওয়ার যোগ্য লালকৃষ্ণ আদবানি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এদিকে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতির প্রশ্ন, 'অপারেশন সিঁদুরে লাভ কী হল? পহলগামের জঙ্গিরা তো ধরা পড়েনি?'

পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ২০ মে : সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও ধাক্কা ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৮৭২.৯৮ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৮১১৮৬.৪৪ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২৬১.৫৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৬৮৩.৯০ পয়েন্টে।

মুনিরের পদোন্নতি

ইসলামাবাদ, ২০ মে : ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং তার জেরে দুই প্রতিবেশীর উত্তপ্ত সম্পর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করল শাহবাজ শরিফের সরকার। ফিল্ড মার্শাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ। ভারতের সঙ্গে সংঘাতে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই মুনিরের এই পদোন্নতি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকার প্রয়াত

পুনে, ২০ মে : ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে ইন্দ্রপতন। ৮৭ বছর বয়সে জীবনাবসান হল বিশিষ্ট ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের। মঙ্গলবার পুনেতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় তিনি ছিলেন এক অগ্রদূত। তিনি পুনের 'ইন্টার-ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' (আইইউসিএএ)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁর ভূমিকা চিরকাল ভারতের বিজ্ঞান জগৎ মনে রাখবে।

জয়ন্ত নারলিকারের প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকপ্রকাশ করে বলেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর চিন্তাভাবনা আগামী প্রজন্মের গবেষকদের পথ দেখাবে। তিনি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন

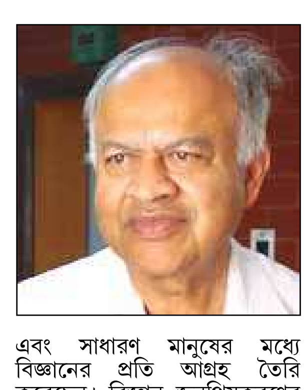

এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছেন। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের আন্দোলনে নারলিকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'

তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৯ জুলাই, মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএইচইউ) গণিত বিভাগের প্রধান। আর মা ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। নার্লিকার বিএইচইউ থেকে ১৯৫৭ সালে স্নাতক হন।

গাইসালে জ্বলন্ত ইঞ্জিন ফেরাল স্মৃতি

অরুণ ঝা

গাইসাল, ২০ মে : ২৬ বছরের পুরোনো ক্ষতটা শুকোয়নি। মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার গাইসাল স্টেশনে শিলিগুড়ি-মালদা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লাগতেই ১৯৯৯ সালের ট্রেন দুর্ঘটনার ভয়ংকর স্মৃতিটা ফিরে এল লোকের মুখে মুখে। তাঁদের অনেকেই স্বগতোক্তি করলেন 'অভিশপ্ত গাইসাল স্টেশন।'

এদিন দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার গাইসাল স্টেশনে আগুন লাগার কারণে দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। স্টেশনের কর্মী-আধিকারিকরাও হতচকিত হয়ে পড়েন। স্টেশন চত্বরে হুলুস্থুল শুরু হয়। আগুন ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তড়িঘড়ি ইসলামপুর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিহারের কিশনগঞ্জ থেকেও দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার গাইসাল স্টেশনে চলে আসেন।

এদিন দুর্ঘটনার জেরে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস, হাওড়াগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, দিল্লিগামী সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন আটকে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা আপ ও ডাউন দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ডিআরএমের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, 'ঘটনাটি দুঃখজনক। এমন ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না।'

এদিন মালদাগামী ডিইএমইউ ট্রেনটির পিছনে থাকা ইঞ্জিনে বসেছিলেন সিনিয়ার ট্রেন ম্যানেজার আরআর ভারতী। আলুয়াবাড়ি রোড রেলস্টেশন ছাড়ার একটু পরেই তিনি ইঞ্জিনে ধোঁয়া দেখতে পান। ধোঁয়ার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। ততক্ষণে ট্রেন গুঞ্জরিয়া স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে। আচমকা তিনি আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। ট্রেনের গতি সেই সময় অনেকটাই বেশি ছিল। ভারতীর কথায়, 'ধোঁয়া এবং আগুনের ফুলকি দেখে আমি উৎস খোঁজার চেষ্টা করি। চলন্ত ট্রেনের চাকায় কোনও সমস্যা হয়েছে কি না তাও বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি জটিল আকার নিতে শুরু করেছে। ওয়াকি-টকিতে চালককে বিষয়টি জানাই। তিনি ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন গাইসাল স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেন। যাত্রীদের নেমে যেতে বলা হয়।' তাঁর সংযোজন, 'সম্ভবত গিয়ার থেকে আগুন লেগেছিল। তবে এই বিষয়ে এক্সপার্ট যাঁরা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন।'

গাইসাল স্টেশনে ট্রেনের ইঞ্জিনের আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকলবাহিনী।

গাইসাল স্টেশনে থাকা আগুন নেভানোর উপকরণ দিয়ে প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আগুন ক্রমশ বড় আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষ, পুলিশ, রেল পুলিশের ভিড়ে এলাকা ছয়লাপ হয়ে যায়। ডিইএমইউ-এর যাত্রী হরিনারায়ণ চতুর্বেদী বলেন, 'আমার বারসই স্টেশনে নামার কথা ছিল। ট্রেনের গার্ড ও চালকের তৎপরতার জন্য সবাই বেঁচে গিয়েছি। ট্রেনে আগুন শুনে আতঙ্কে যাত্রীরা ট্রেন থামার আগেই লাফিয়ে নামতে শুরু করেছিলেন।' আরেক যাত্রী বিনোদ পাসোয়ানের ধারণা, 'রেলের তরফে রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চয়ই গাফিলতি ছিল। নইলে এমন ভয়াবহ আগুন ট্রেনের ইঞ্জিনে লাগল কীভাবে?'

এদিন বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ ডিআরএম সড়কপথে গাইসাল স্টেশনে পৌঁছে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। তারপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ফাঁকা ট্রেনটি পাঞ্জিপাড়া স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ডিআরএম বলেন, 'সময় থাকতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। যাত্রীদের ক্ষতি হয়নি। আগুন লাগার কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। তদন্ত রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে গাফিলতি কোথায় ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। ট্রেনের যাত্রীদের তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতে আমরা পদক্ষেপ করেছি।'

২৬ বছর আগে ১৯৯৯ সালের ২ অগাস্ট দেশের অন্যতম বড় ট্রেন দুর্ঘটনা গাইসালেই ঘটেছিল। সরকারি হিসাবেই ২৮৬ জনের মৃত্যু হয়। এদিন গাইসাল স্টেশনে ট্রেনের জ্বলন্ত ইঞ্জিন দেখে স্থানীয়দের সেই স্মৃতি ফিরে আসে। এলাকার বর্ষীয়ান বাসিন্দা আইনুল হক বলেন, 'শতাধিক মানুষের ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। বরাতজোরে এদিন অন্তত প্রাণহানি হয়নি।'

দেবমিতা ঘোষ

ভালো ফল করেও চিন্তায় দেবমিতা

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২০ মে : ছোটবেলা থেকে চোখের জটিল রোগে আক্রান্ত। তার ওপর পরীক্ষার কয়েক মাস আগে বাবা মারা গিয়েছেন। পরিবারে আর্থিক অনটন রয়েছে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দেবমিতা ঘোষ কালচিনি ব্লকে নজরকাড়া ফল করেছে। সে কালচিনি ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি হাইস্কুলের পড়ুয়া। উচ্চমাধ্যমিকে তাঁর মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৫২। এর মধ্যে বাংলায় ৯৫, ইতিহাসে ৯৩, ভূগোলে ৯৪, সংস্কৃতে ৮৮ ও পরিবেশবিদ্যায় ৮২ নম্বর পেয়েছে। দেবমিতা ইতিহাস নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রত্নতাত্ত্বিক হতে চায়। এজন্য এখন থেকে ভালো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে। দেবমিতার কথায়, 'আমার ভালো ফলের পেছনে মায়ের উৎসাহ তো ছিলই। তাছাড়া স্কুলের শিক্ষকরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।'

দেবমিতা হ্যামিল্টনগঞ্জের ফ্যান্সি মার্কেট এলাকার বাসিন্দা। দেবমিতার বাবা সন্দীপ ঘোষ হাটে কাপড় বিক্রি করতেন। তিনি অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। গত বছরের জুন মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। বাবার মৃত্যুতে দেবমিতা প্রথমে ভেঙে পড়েছিল। তবে বাবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ওই ছাত্রী কঠোর পরিশ্রম শুরু করে।

মা ববিতা ঘোষ বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাপড় বিক্রি করে কোনওমতে সংসার চালাচ্ছেন। মেয়ের উচ্চশিক্ষা নিয়ে তিনি অথই জলে পড়েছেন।

> দেবমিতা নিঃসন্দেহে একজন মেধাবী ছাত্রী। ভবিষ্যতে ও যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য যতটা সম্ভব ওর পাশে থাকব।
>
> **বিশ্বজিৎ দত্ত**
> *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক*

ববিতা বলেন, 'মেয়ের পড়াশোনায় কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সহায়তা করলে উপকৃত হতাম।'

শতাংশের হিসেবে দেবমিতা ৯০.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। তাঁর চোখের রেটিনার জটিল সমস্যা রয়েছে। প্রতিবছর নেপালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হয়। অবশ্য আর্থিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওই পড়ুয়া স্বপ্ন পূরণে আশাবাদী। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য সে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিশ্বজিৎ দত্তর বক্তব্য, 'দেবমিতা নিঃসন্দেহে একজন মেধাবী ছাত্রী। ভবিষ্যতে ও যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য যতটা সম্ভব ওর পাশে থাকব।'

আসছেন মোদি

প্রথম পাতার পর

এই জেলায় আছে উন্মুক্ত ভারত-ভুটান সীমান্ত। আবার পাশেই সেভেন সিস্টার। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের একাধিক কর্তা নানা হুমকি দিয়ে রেখেছেন। এই জেলায় এসএসবি'র দুটি বাহিনী রয়েছে। রয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দপ্তর।

এই কর্মসূচির রেশ আগামী বিধানসভা ভোট অবধি টেনে নিয়ে যেতে উদগ্রীব বিজেপি। বিধায়ক দীপকও তো বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে আমরা আগামী ছাব্বিশের ভোটে কাজে লাগাব।'

বর্ষায় তিস্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আধিকারিকরা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি- এই তিন জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ নিয়ে মঙ্গলবার রিভিউ বৈঠক হল। জলপাইগুড়ি রেসকোর্সপাড়ায় সেচ দপ্তরের ডাকা সেই বৈঠকে সব থেকে বেশি আলোচনা করা হয়েছে তিস্তা নদী নিয়ে।

আধিকারিকরা বলছেন, সিকিম পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসার সময় তিস্তা নদীর অবস্থা বর্তমানে খুবই বিপজ্জনক। বর্ষা দোড়গোড়ায় চলে এলেও, এখনও তিস্তা নদীতে ড্রেজিং করার কাজ শুরুই হয়নি। ২০২৩ সালে সিকিমের সেই হ্রদ বিপর্যয়ের পর থেকে সমতলে তিস্তার নদীখাত বিভিন্ন এলাকায় বালি, নুড়ি জমে উঁচু হয়ে গিয়েছে। ফের একটা হ্রদ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলে, বা পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও একটানা ভারী বর্ষণ হলে তিস্তা নদী বিপজ্জনক আকার নিতে পারে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাকে এবার তিস্তার জলস্ফীতি নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। লালটং ও শালুগাড়ার কাছে তিস্তা ডানদিকে ঘুরে বইতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, হেলাপাকড়ি ও বাকালির কাছে তিস্তা বাঁদিকে ঘুরে গিয়েছে। তিস্তা নদীগর্ভে প্রস্তাবিত ড্রেজিং না হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল আকার নিতে পারে বলেও ইঞ্জিনিয়াররা বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'তিস্তা থেকে বালি ও নুড়ি তোলার কাজ করতে বলা হয়েছে রাজ্যের খনিজ উন্নয়ন নিগমকে। তবে এই বর্ষার আগে কাজ শুরু হবে বলে মনে হয় না।'

সেইসঙ্গে এদিনের বৈঠকে রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি, তোর্ষা, মহানন্দা, মুজনাই, জলঢাকা, ডায়না নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উঠে আসে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিম্নচাপের জন্য বৃষ্টিপাত নদীবাঁধের ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। যদিও মে মাসের মধ্যেই বাকি কাজটুকু শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির মহানন্দা, পঞ্চনই নদীর বাঁধের ক্ষেত্রে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বাসরা, সংকোশ, রায়ডাক-১ ও ২ নদীর ওপর বাঁধ মেরামতি ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজও শেষের দিকে। কোচবিহারের কালজানি, তিস্তা, মানসাই নদীর বাঁধের ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার সঙ্গে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৭৬ কোটি টাকা খরচে ১৫০টি কাজ হচ্ছে।

এদিনের বৈঠকে আবহাওয়া দপ্তর ও কেন্দ্রীয় জল কমিশনের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সেচ দপ্তরের ১০টি, সিকিমের ৩০টি এবং আবহাওয়া দপ্তরের ৬০টি বৃষ্টি পরিমাপক স্টেশনের মাধ্যমে পাওয়া বৃষ্টির খবর নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান করা হবে বলে কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছেন।

ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহের পর অমৃতসরের আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে বিএসএফের রিট্রিট। মঙ্গলবার। -পিটিআই

পথে মারধর হাসপাতালকর্মীকে

নিরাপত্তায় প্রশ্ন কোচবিহারে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ মে : কোচবিহার শহরের নিরাপত্তা আরও একবার প্রশ্নের মুখে। সোমবার রাতে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ডিউটি সেরে ফেরার পথে হাসপাতালের সামনেই সেখানকার এক কর্মীকে দুষ্কৃতীরা বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় আনন্দ সেন নামে ওই কর্মীকে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। কী কারণে তাঁকে মারধর করা হল তা আনন্দের কাছে পরিষ্কার নয়।

কয়েক মাস আগে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রাতের বেলায় শহরে এক ব্যবসায়ীকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। শহরে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা তো লেগেই রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এধরনের ঘটনা ঘটায় রাতের শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন জোরালো হচ্ছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'পুলিশের তরফে নিয়মিত টহলদারি চলে। হাসপাতালের ওই কর্মীকে মারধরের ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আনন্দ এমজেএন মেডিকেলের ইসিজি টেকনিসিয়ান। সোমবার ডিউটি শেষ করে রাত আটটা ২০ মিনিটের দিকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ১ নম্বর কালীঘাট রোড এলাকায় বাড়িতে ফিরছিলেন। তার আগেই হাসপাতাল চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকজন তাঁকে আটকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। আনন্দ বললেন, 'স্কুটারে চেপে কয়েকজন এসে আমার পথ আটকে দাঁড়ায়। কিছু না বলেই মারধর করতে থাকে। কারও সঙ্গে আমার কোনও ঝামেলা হয়নি। তাই কী কারণে আমার ওপর আক্রমণ তা কিছুই ঝুঝে উঠতে পারছি না।' সবকিছু জানিয়ে আনন্দর স্ত্রী পিংকি

ধন্দে পুলিশ

- বাড়ি ফেরার পথে এমজেএনের সামনেই এক কর্মীকে বেধড়ক মারধর
- আনন্দ সেন নামে ওই কর্মীকে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়
- ঠিক কী কারণে ওই ব্যক্তির ওপর আক্রমণ তা পরিষ্কার নয়, ধন্দে পুলিশ
- প্রাথমিক অনুমান, আনন্দকে ডিএসও কর্মী ভেবে তাঁর উপর চড়াও হয় টিএমসিপি

বর্মন মঙ্গলবার কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। দোষীদের কড়া শাস্তির জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।

আক্রমণের কারণ নিয়ে পুলিশও দ্বিধায় পড়েছে। তারা ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠন ডিএসও এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কয়েকজন ডিএসও কর্মী এমজেএন মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। ডিএসও-র অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী হাসপাতালের ভিতরে তাদের উপর নজর রাখছিল। বাইরে গেলে ডিএসও কর্মীদের মারধর করা হবে বলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। আনন্দকে ডিএসও-র কর্মী ভেবে তৃণমূলের কর্মীরা তার উপর চড়াও হয়েছিল কি না তা নিয়েও এদিন চর্চা চলে।

ডিএসও-র জেলা সাধারণ সম্পাদক আসিফ আলমের কথা, 'হাসপাতালের একজন কর্মীকে হাসপাতালের বাইরে মারধর করা হয়েছে শুনেছি। কারা আক্রমণ করেছে সেটা পুলিশ তদন্ত করুক। আমাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের দেখভালের জন্য ডিএসও-র কয়েকজন কর্মী হাসপাতালে থাকা অবস্থায় দেখছিলাম তৃণমূলের কয়েকজন নজর রাখছিল। ফলে হাসপাতালের ওই কর্মীকে ডিএসও-র কর্মী ভেবে তৃণমূলের লোকজন মেরেছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' টিএমসিপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়নদীপ গোস্বামীর বক্তব্য, 'ডিএসও-র তরফে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আমাদের কেউই এধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।'

একটা ট্যাক্সের বেশি নয়, স্পষ্ট নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ২০ মে : যে কোনও একটাই ট্যাক্স থাকবে। দুটো ট্যাক্স হতে পারে না। মঙ্গলবার স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলবাড়ির হেলিপ্যাড সংলগ্ন ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'একবার জিএসটি নেবে, তারপর আবার শিল্পপতিদের কাছে গিয়ে মিউটেশন ফি'র নামে ট্যাক্স নেওয়া হয়, রাস্তায় গাড়ি চললে ট্যাক্স নেওয়া হয়। এটা করা যাবে না। একটাই ট্যাক্স থাকবে।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র এই রাজ্য থেকে জিএসটি বাবদ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভাগও সময়মতো দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্স। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেছেন, 'রাস্তায় টাকা দিতে দিতে আমাদের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য সাহস করেই সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চের শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্যার কথাগুলি বলেছিলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন এবং পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন, এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি।' সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রাস্তায় হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে অনেকেরই অভিযোগ ছিল, জিএসটি দিয়ে পণ্য কিনে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় টোল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। অত্যাচার বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী পাশে বসে থাকা মুখ্যসচিবকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশ যাতে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে 'ট্যাক্স' (পড়ুন তোলাবাজি) না নেয়, তার জন্য তিনি পুলিশকর্তাদের দায়িত্ব দেন। মঙ্গলবার ফের মুখ্যমন্ত্রী 'একটাই ট্যাক্স' নিয়ে সরব হন।

জোনাকদের বাড়িতে মেডিকেল টিম

সিতাই, ২০ মে : গত ১৫ দিনে সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তরচাতরায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু এবং একাধিক গবাদিপশুর মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসল কোচবিহার জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিকেল টিম এবং বিডিও ও পুলিশের একটি বিশেষ দল ওই এলাকায় যায়। তারা সেখানে মৃত জোনাক বর্মনের বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক খোঁজখবর নেয়। পাশাপাশি এলাকার অন্য বাসিন্দা এবং গবাদিপশুর স্বাস্থ্য নিয়েও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে খোঁজ করে। ৩-৪ ঘণ্টার এই অভিযানে মৃত জোনাক বর্মনের বাড়ি এবং আশপাশের এলাকা স্যানিটাইজ করা হয়।

কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক রণজিৎ মণ্ডল বললেন, 'আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞরা গিয়ে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এখন যাঁরা বাড়িতে রয়েছেন, তাঁদের উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। পরবর্তীতে রিপোর্ট আসার পর বাকিটা ঠিক করে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' প্রাথমিক একটি রিপোর্ট এলেও জটিল কোনও বিষয় রয়েছে কি না সেটা দেখতে একটু সময় লাগবে বলে জানালেন তিনি। এরপর রাজ্যের বিশেষ মেডিকেল টিমও ঘটনাস্থলে এসে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারে। শুধুমাত্র মৃতের বাড়ির লোকজনই নন, জোনাক বর্মনের বাড়ি থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা গবাদিপশুদেরও টিকাকরণ করানো হবে।

খতিয়ান

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ভোটের আগে বিজেপির এক নেতা বলেছিলেন, সব চা বাগান খুলে দেব। কিন্তু বিজেপি একটাও বাগান খুলতে পারেনি। আমরা দায়িত্ব নিয়ে আলিপুরদুয়ারে আটটি এবং জলপাইগুড়িতে সাতটি চা বাগান খুলেছি। চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করেছি, বিনামূল্যে র‍্যাশন সহ অন্য সমস্ত সুযোগসুবিধা দিচ্ছি।'

মঙ্গলবারের ওই অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার মানুষের হাতে মোট ৫১টি প্রকল্পে সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। যার মধ্যে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, চা বাগানের জমির পাট্টা, বাংলার শস্য বিমা যোজনায় ক্ষতিপূরণ, বাংলার বাড়ির কিস্তি, সবুজ সাথী ও বার্ধক্য ভাতা, চা সুন্দরী ও মেধাশ্রীর বরাদ্দ ইত্যাদি ছিল।

তিনি জানান, শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় পথশ্রী প্রকল্পে ৩৪৯ কোটি টাকা খরচ করে ১০৮৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর পরেও যাঁরা টাকার হিসাব চাইছেন, তাঁদের লজ্জা নেই।' ঘুরেফিরেই মমতার ভাষণে বারবার উল্লিখিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন। তাঁর কথায়, 'হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করা হয়েছে। কিন্তু ওটা ছোট দপ্তর। সেই দপ্তরের কাজের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা এর বাইরে রাজ্যের সমস্ত প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কাজ করছি।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৩০০ ও জলপাইগুড়ি জেলায় ৯২২ জনকে চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর বরাদ্দের ছাড়পত্র তুলে দেওয়া হয় মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে। এছাড়া ডাবগ্রাম শিল্পতালুকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য ২৯ কোটি টাকা, চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যায়ের কাজের জন্য ১৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়। 'এখানে শিল্প আসুক, এটাই আমাদের লক্ষ্য' মন্তব্য করে সোমবার শিলিগুড়ির শিল্প সম্মেলনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে মমতা বলেন, 'শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার করে দিচ্ছি। যেখানে বসে শিল্পপতিরা উত্তরবঙ্গে শিল্পবিকাশের কাজ করতে পারবেন।'

জনগোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে তাঁর দাবি, 'রাজবংশী ভাষার ২০০ স্কুল করেছি, সাদরি ভাষার সিলেবাস তৈরি করা হচ্ছে। ১০০ স্কুলও করা হবে। রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষাকে আমাদের সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা আমাদের সরকারই করেছে। কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা আমরা করেছি। এছাড়া রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তৈরি করেছি।'

আদিবাসীদের প্রসঙ্গে মমতা জানান, 'সারি এবং সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিকে মান্যতা দিয়ে আমরা বিধানসভায় আইন পাশ করে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছি। আদিবাসীদের জমি যাতে কেউ কেনাবেচা না করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করেছি।'

স্কুল ছাত্রীর হাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। -সূত্রধর

কোলের সন্তানকে ফেলে বেপাত্তা মা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২০ মে : মন খারাপ করা ঘটনার থামার যেন কোনও লক্ষণই নেই। দিনকয়েক আগেই মালবাজারের এক মা তাঁর সন্তানকে মাত্র নয় হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ ওঠে। আবার বছর বারোর নাবালককে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে এক গৃহবধূ প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যান। এবারে রাজগঞ্জের সুভাষপল্লিতে মন খারাপ করা ঘটনার অ্যাকশন রিপ্লে। কোলের সন্তানকে রেখে এক গৃহবধূ স্বামী-সংসার ছাড়লেন।

শনিবার সকালে ব্যাংকে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি আর ফেরেননি বলে অভিযোগ। ব্যক্তিগত সমস্ত নথিপত্র তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দাবি। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে ওই বধূর মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে। তাঁর জন্য না হলেও নিজের সন্তানের কথা চিন্তা করে স্ত্রী সংসারে ফিরে আসুন বলে স্বামী কাতর আর্জি জানিয়েছেন।

সবকিছু জানিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই রাজগঞ্জ থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

> আত্মীয়স্বজন সবার কাছে খোঁজ নিয়েছি। কেউ কিছুই বলতে পারছেন না। ও যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে সেজন্য স্ত্রীর কাছে আমার কাতর অনুরোধ।
>
> **নিখোঁজ বধূর স্বামী**

বছর দুই আগে এই বধূর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই ওই বধূ অন্য এক তরুণের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়ান বলে তাঁর স্বামীর অভিযোগ। সারাদিন ভিডিও কলে দুজনের প্রেম চলত বলে ওই বধূর স্বামী অভিযোগ জানিয়েছেন। এই নিয়ে মাসখানেক আগে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা হয়। স্বামী মোবাইল ফোনটি খতিয়ে দেখতে চাইলে স্ত্রী রাগ দেখিয়ে তা ভেঙে ফেলেন।

এরপর রাগে তিনি সুখানি বড়বাড়ি এলাকায় নিজের বাপের বাড়িতে চলে যান। পরে স্বামী গিয়ে তাঁকে কোনওমতে বুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন।

এদিন বধূর স্বামী বলেন, 'আমি হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করি। সারাদিন বাড়ি থাকি না। সেই সুযোগে স্ত্রী অন্য একটি ছেলের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলত। ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি এই বিষয়টি জানতে পারার পর এই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী কোনও কথাই শুনতে রাজি ছিল না। শেষপর্যন্ত ও যে এমন কাণ্ড ঘটাবে তা ভাবতেও পারিনি।'

বধূর শ্বশুর টোটোচালক। তাঁরও দাবি, 'বৌমার মোবাইলের খুবই নেশা।' সেই নেশা যে শেষপর্যন্ত এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে তা তিনি ভাবতে পারেননি বলে বধূর শ্বশুরের দাবি।

ওই বধূর স্বামী বললেন, 'আত্মীয়স্বজন সবার কাছে খোঁজ নিয়েছি। কেউ কিছুই বলতে পারছেন না। ও যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে সেজন্য স্ত্রীর কাছে আমার কাতর অনুরোধ।'

চিতাবাঘের খাঁচায় ধরা পড়ল

প্রথম পাতার পর

ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা ও শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাশ বরাবর জলদাপাড়া বনাঞ্চল। এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝামাঝি বড় মাঠ এলাকাতেই চিতাবাঘের আনাগোনা নিয়ে ভয়। কয়েকদিন আগে স্থানীয় শিবু দাসের একটি বাছুরকে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। তারপর বসু দাসের একটি ছাগলকেও নেওয়ার চেষ্টা করে সেই বুনো। কিছু দূরে গিয়ে ছাগলটিকে জখম অবস্থায় ছেড়ে দেয় সে। বসুর কথায়, 'হাতি, বাইসন তো প্রায় রাতেই এলাকায় ঢোকে। কিন্তু এখন আমাদের সবথেকে বড় ভয় চিতাবাঘ নিয়ে।'

রবিবার রাতে বন দপ্তরের তরফে একটি খাঁচা পাতা হয়। সাধারণত চিতাবাঘ ধরার খাঁচায় ছাগল বা কুকুরের ছানা রাখা হয়। প্রথম রাতে খাঁচায় ছাগলছানা রাখা ছিল। কিন্তু বাঘ ধরা দেয়নি। তাই সোমবার রাতে খাঁচায় রাখা হয় একটি কুকুর ছানা। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। স্থানীয় ও বনকর্মীদের ধারণা, খাঁচায় যেহেতু কুকুর রাখা ছিল, তাই সেখানে আরও তিনটি কুকুর ঢুকে পড়ে। এই খাঁচা এমনই যে, একবার ঢুকে পড়লে নিজে থেকে আর বের হওয়ার সুযোগ নেই। তাই কুকুরগুলি অনেক চেষ্টা করেও নিজে থেকে বের হতে পারেনি।

এই এলাকা জলদাপাড়া টিইসি (তোর্ষা ইস্ট কর্নার) বিটের অন্তর্গত। সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার দেবর্ষি রায়ের কথায়, 'খাঁচায় কুকুরছানা দেখেই হয়তো বাকি কুকুরগুলি ঢুকেছিল। তবে চিতাবাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত ওখানে আরও কয়েকদিন খাঁচা পাতাই থাকবে।'

বাঘের খাঁচায় বন্দি কুকুর।

ছোট্ট তারা

ফালাকাটা হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র বৈদূর্য চক্রবর্তী মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় জেলায় প্রথম হয়। আবৃত্তির জন্য বহু পুরস্কার পেয়েছে বৈদূর্য।

আলিপুরদুয়ার শহরের বড়বাজারে আমের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ী। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কৃষ্ণনগরের আম ঢুকেছে শহরে

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : আলিপুরদুয়ারে এখন সকাল মানেই ফলের ঝাঁপির সামনে দাঁড়িয়ে চলে স্বাদের সন্ধান। হিমসাগর, ল্যাংড়া প্রতিটি আম যেন বয়ে আনছে রসনার সঙ্গে আবেগের এক অদৃশ্য যোগসূত্র। আর সেই সম্পর্কেই আবার নতুন করে শুরু হয়েছে এক মিষ্টি ঋতুর গল্প।

ঘুমকাতুরে বাঙালি খাদ্যরসিকও বটে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আলিপুরদুয়ার বড়বাজারে তারা ভিড় জমাচ্ছেন। ফলের দোকানগুলোর সামনেই মানুষের জটলা বেশি। কারও হাতে দু'কেজি হিমসাগর, কেউ আবার পাকা ল্যাংড়া দেখে দরকষাকষি করছেন। গ্রীষ্মের ভোরবেলার একটাই গন্ধ, পাকা আমের। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ আমের দাপট যেন কিছুটা থমকে, এবার বাজারে ফিরে এসেছে বহু প্রতীক্ষিত কৃষ্ণনগরের হিমসাগর ও ল্যাংড়া।

ফল বিক্রেতা চিরঞ্জিৎ রায় জানালেন, 'এই সপ্তাহে কৃষ্ণনগর থেকে ভালো মানের হিমসাগর এসেছে। কৃষ্ণনগরের ল্যাংড়াও ঢুকেছে বাজারে। দাম একটু বেশি, তবে চাহিদা প্রচুর। লোকজন তো বাঙালির ঘরোয়া আমের স্বাদই খোঁজেন।'

বড়বাজারে গিয়ে দেখা গেল, হিমসাগর কেজি প্রতি দাম ৫০ থেকে ৭০ টাকা। ল্যাংড়ার দাম তুলনামূলক বেশি। ১১০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। মাদ্রাজ আম এখনও বাজারে আছে, তবে ক্রেতাদের মন পড়ে আছে হিমসাগর-ল্যাংড়ার দিকেই।

বিকাশ ঘোষ নামে অপর ফল বিক্রেতা বলেন, 'ক্রেতা এসে মালদার আম না পেয়ে কৃষ্ণনগরের ল্যাংড়ার খোঁজ করেন। যদিও হতাশ হয়েই ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। জুনের শুরুতে ঢুকবে মালদা ও কৃষ্ণনগরের আম।'

আম-আদমি

- কৃষ্ণনগর থেকে ভালো মানের হিমসাগর এসেছে
- কৃষ্ণনগরের ল্যাংড়াও ঢুকেছে বাজারে
- বড়বাজারে হিমসাগর কেজি প্রতি দাম ৫০ থেকে ৭০ টাকা
- ল্যাংড়ার দাম ১১০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে
- মাদ্রাজের আমও এখনও বাজারে আছে

কিন্তু কেন শুধু মালদা বা কৃষ্ণনগরের আম? এই প্রশ্ন করতেই ক্রেতাদের মুখে হাসি দেখা গেল। স্কুল শিক্ষিকা অনন্যা সাহা জানালেন, মালদা বা কৃষ্ণনগরের আম মিষ্টি। গঠনেও আলাদা। তিনি বলেন, 'বছরভর তো আম মেলে না। এই সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হিমসাগর আর ল্যাংড়া ছাড়া আমাদের বাড়িতে আম খাওয়াই হয় না।'

যদিও বাজার ঘুরে দেখা গেল, শুধু মালদা বা কৃষ্ণনগরের আম নয়। ক্রেতারা বিভিন্ন ধরনের আমের খোঁজ করছেন। কেউ চাইছেন চৌসা, আবার কেউ খোঁজ করছেন দশেরি কিংবা ফজলির। কারণ সিজন বাড়লেই আসবে আরও নানারকম আম ফজলি, লক্ষ্মণভোগ, চৌসা, দশেরি ইত্যাদি। কলেজ ছাত্র দীপঙ্কর দত্তের চাহিদা ফজলির। তিনি বলেন, 'আমি ফজলির জন্য অপেক্ষা করছি। বাজারে এলে, প্রথম দিনই কিনে ফেলব।'

বাজারের পুরোনো দোকানিদের মতে, এবছর কৃষ্ণনগরের আম কিছুটা দেরিতে এলেও স্বাদে ভালো। চাহিদা বেশি থাকায় আগেভাগেই প্রচুর স্টক রাখতে হচ্ছে। কৃষ্ণনগরের ফলন ভালো। জুনে মালদা আর উত্তরপ্রদেশ থেকে আম এলে বাজার আরও জমে উঠবে বলেই তাঁদের মত।

শুধু ফল কেনাবেচাই নয়, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে জমে ওঠে গল্প, স্বাদের আলোচনা, পুরোনো দিনের স্মৃতি। স্মৃতির পাতায় এক বৃদ্ধ চলে গেলেন তাঁর ছোটবেলায়। বললেন, 'আমার ছেলেবেলায় এই বাজারেই প্রথম হিমসাগর খেয়েছি, বাবার হাত ধরে।' আবার কোথাও ছোট ছেলে মায়ের হাত ধরে বায়না করছে, 'ওই হলুদ আমটা দাও'।

দিনবাজারে দখলদারি

জায়গা হারিয়ে পথে সবজি বিক্রেতারা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ মে : আলিপুরদুয়ার বীরপাড়ার দিনবাজারে একসময় সবজি বিক্রেতাদের জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বেড়েছে। বড় বড় দোতলা, তিনতলা ভবন তৈরি হয়েছে। ফলে জায়গা হারিয়েছেন সাধারণ সবজি বিক্রেতারা। বছর দশেক ধরে মাড়োয়ারি ধর্মশালার সামনের ফাঁকা জায়গাটিতে দৈনিক সবজি বাজার বসে। পাশাপাশি দিনবাজার থেকে শরৎ চ্যাটার্জি কলোনি যাওয়ার গলিপথ জুড়েও পসরা সাজান সবজি বিক্রেতারা। ফলে ওই রাস্তায় যাতায়াতেও সমস্যা বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা শান্তজ্যোতি বসু বলছেন, 'দিনবাজারের পরিকাঠামো অত্যন্ত নিম্নমানের। সবকিছুই অপরিকল্পিত। তার ওপর জবরদখলের জেরে সমস্যা আরও বেড়েছে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে দিনবাজারে রবিবার সাপ্তাহিক হাট বসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনবাজারে হাটের জমি দখল করে বিক্রির ঘটনা ঘটছে। রাজনৈতিক নেতাদের হাত থাকায় জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পান না তাঁরা। পাশাপাশি জেলা পরিষদকে কর দেওয়ার বিনিময়ে একই ব্যক্তি বেনামে একাধিক জমি ভোগদখল করছেন বলেও অভিযোগ। ব্যবসায়ীদেরই একাংশ জানান, বীরপাড়ায় এমনও ব্যবসায়ী রয়েছেন, যিনি নিজের নাম ছাড়াও বেনামে জমি নিয়ে ঘর তৈরি করে ভাড়া দিচ্ছেন। প্রায় দু'দশক ধরে লাগামছাড়াভাবে বেআইনি নির্মাণকাজের জেরে দিনবাজারে ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে।

সবজি বিক্রেতা নৃপেনচন্দ্র সেন বলেন, 'কয়েক বছর আগে দিনবাজারের উত্তরদিকে অন্য জায়গায় বসে ব্যবসা করতাম। কিন্তু নানা কারণে আমরা এখন ওই দিকটায় বসি না।' দিনবাজারে গিয়ে দেখা গেল, নৃপেনের মতো অনেক সবজি বিক্রেতা ফুটপাথ আটকে গলির একাংশ দখল করে ব্যবসা করছেন। পাশাপাশি অনেকে রাস্তার পাশের নিকাশিনালার ঢাকনার ওপর দখল করে দোকান সাজিয়েছেন। ফলে ঘিঞ্জি দিনবাজারে সমস্যা আরও বাড়ছে। সাধারণ মানুষের যাতায়াত করাও দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

বীরপাড়া এথেলবাড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মান্নালাল জৈন বলেন, 'দিনবাজারে জেলা পরিষদের জমিতে অনেক বেআইনি নির্মাণকাজ হয়েছে। সবজি বিক্রেতারা বসার জায়গা হারিয়েছেন। এদিকে মাড়োয়ারি ধর্মশালার সামনের জায়গায় প্রতিদিন বাজার বসায় সমস্যা হচ্ছে। ধর্মশালায় নানা ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠানও হয়।'

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য তথা পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ ওরাওঁ অবশ্য প্রভাবশালীর তত্ত্ব এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর দাবি, তিনি দু'বছর হল জেলা পরিষদের সদস্য হয়েছেন। জবরদখলের পেছনে রাজনৈতিক নেতাদের হাত রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'অনেকেই রাস্তা দখল করে নির্মাণকাজ করেছেন। কেউ কেউ রাস্তায় জিনিসপত্র রেখে ব্যবসা করছেন। এধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। এনিয়ে পদক্ষেপ করা হবে। যাঁরা বেআইনি কাজ করছেন, তাঁদের প্রত্যেককে জেলা পরিষদের তরফে প্রথমে নোটিশ পাঠানো হবে।'

দিনবাজারের গলিপথে এভাবেই বসেন সবজি বিক্রেতারা।

যেভাবে জবরদখল

- দিনবাজারে হাটের জমি দখল করে বিক্রি
- জবরদখলকারীদের পেছনে রাজনৈতিক নেতাদের হাত
- তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেন না সাধারণ ব্যবসায়ীরা
- এমনও ব্যবসায়ী রয়েছেন, যিনি বেনামে জমি নিয়ে ভাড়া দিচ্ছেন

> কয়েক বছর আগে দিনবাজারের উত্তরদিকে অন্য জায়গায় বসে ব্যবসা করতাম। কিন্তু নানা কারণে আমরা এখন ওই দিকটায় বসি না।
>
> **নৃপেনচন্দ্র সেন**

ছোট গাড়িতে ছাগল চুরি, উদ্ধার যন্ত্রপাতিও

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ মে : প্রযুক্তি বদলেছে, বদলেছে অপরাধের পদ্ধতিও। তবে এই অপরাধ কোনও সোনার দোকান বা বাড়িতে চুরি নয়। এই চুরির ঘটনা ছাগলকে কেন্দ্র করে। ভাবছেন এ আর কী এমন ব্যাপার! গাঁয়ে-গঞ্জে তো প্রায়ই হয়। কিন্তু ফালাকাটায় সোমবার রাতে ছোট গাড়িতে ছাগল চুরি করে পালানোর ঘটনা সামনে এসেছে। অবাক হচ্ছেন? বাস্তবে এমন আজব ঘটনাই ওইদিন রাতে ঘটেছে ফালাকাটার বাগানবাড়ি-হরিনাথপুর এলাকায়। ফালাকাটা থানার পুলিশ চুরি করে পালানোর সময় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ছোট গাড়ি, ছাগল এবং নানা যন্ত্রপাতি। ধৃতকে এদিনই পুলিশ আদালতে পাঠিয়েছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'ছাগল চুরি করে পালানোর সময় আমরা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছি। তার কাছ থেকে একটি দামি গাড়ি, সাতটি ছাগল এবং বেশ কিছু যন্ত্রাংশ মিলেছে। ব্যক্তিকে এদিন আদালতে তুলে পুলিশি হেপাজত চাওয়া হয়েছে।' ছাগল চুরির দায়ে আইনুল হককে (৪৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বাড়ি ছোটশালকুমার উমাচরণপুর এলাকায়।

পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল ফালাকাটা শহরের বাগানবাড়ি দিয়ে ছাগল চুরি করে এক ব্যক্তি পালাতে পারে। কিন্তু তবে চোর যে ছোট গাড়ি ব্যবহার করবে তা ভাবতেও পারেনি পুলিশ। ফালাকাটা থানার এসআই মোহনচন্দ্র বর্মনের নেতৃত্বে পুলিশ বাগানবাড়ি-হরিনাথপুর এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে। তখনই একটি বিলাসবহুল গাড়ি রাস্তা দিয়ে এগোতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ দেখা মাত্রই গাড়িটি উলটোদিকে পালাতে থাকে। পুলিশও ওই গাড়ির পিছু নেয়। তবে পালাতে পারেনি চোর। চালককে ধরে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ছাগল চুরির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় গাড়ির ডিকি খুলেই দেখেন কয়েকটি ছাগল রয়েছে। পরে গাড়ি সহ ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ছাগলগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। এদিন ধৃত আইনুল হককে আদালতে তোলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ব্লকের উমাচরণপুর, গলাকাটার মতো এলাকায় প্রায়দিনই ছাগল, গোরু চুরির মতো ঘটনা ঘটছে। ছাগল উদ্ধার হলেও সেই ছোট গাড়িটির মালিক কে? তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

> ছাগল চুরি করে পালানোর সময় আমরা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছি। তার কাছ থেকে একটি দামি গাড়ি, সাতটি ছাগল এবং বেশ কিছু যন্ত্রাংশ পাওয়া গিয়েছে।
>
> **অভিষেক ভট্টাচার্য,** *আইসি ফালাকাটা থানা*

খেলায় ব্যস্ত। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : কলকাতায় চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাল এসইউসিআই (সি)-র কৃষক সংগঠন, অল ইন্ডিয়া কিষান খেত মজদুর সংগঠন। সোমবার সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আলিপুরদুয়ার থানার ওসির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি তবনী রায় বলেন, 'যোগ্য শিক্ষকরা তো শুধু চাকরি কেন হারালেন, সেটা জানতে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, তাঁদের এভাবে মারা হল কেন?' সংগঠনের তরফে হামলার সঙ্গে যুক্ত পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, যোগ্যদের চাকরিতে পুনর্বহাল করারও দাবি জানানো হয়েছে।

থানায় রক্তদান

জয়গাঁ, ২০ মে : আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জয়গাঁ থানায় মঙ্গলবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ৪০০ বোতল রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত আলিপুরদুয়ার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়। এই রক্তদান শিবির সম্বন্ধে জয়গাঁ থানায় সমাজসেবীদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন পুলিশকর্মীরা। এদিন সমাজসেবীরা শোভাযাত্রা করে থানায় গিয়ে রক্তদান করেন। পুলিশকর্মীরাও এগিয়ে আসেন রক্ত দিতে। জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সব থানায় এই শিবির করা হবে।' কোনও ব্যক্তির রক্তের অভাবে যাতে প্রাণ না যায়, তাই এই উদ্যোগ।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চালে উৎকট গন্ধ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চালে উৎকট গন্ধ। গন্ধের জন্য ভাতই খেতে চাইছে না খুদেরা। এমন অভিযোগ উঠেছে আলিপুরদুয়ার শহর সহ একাধিক জায়গার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। পুরাতন চাল থাকায় এমন সমস্যা বলে মনে করছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। তবে পুরোনো চালের অভিযোগ উঠতেই বেশিরভাগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই চাল বদলে ফেলা হয়েছে বলে আইসিডিএস কর্তারা জানান। আর যে কয়েকটি জায়গায় পুরাতন চাল রয়েছে, তা এক দুইদিনের মধ্যেই বদলে ফেলা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার শহরের এক উপভোক্তা বলেন, 'আমার ছেলের চার বছর বয়স। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভাত নিলে তা খেতে চাইছে না। এর আগে এমন হয়নি। আমরা চাই ছোটদের জন্য ভালো চাল, ডাল সরবরাহ হোক।'

আলিপুরদুয়ার শহরে প্রায় ৭৫টি অঙ্গনওয়াড়ির কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে একাধিক কেন্দ্রে চালে উৎকট গন্ধ পাওয়ার অভিযোগ উঠছে। সেই চালের গন্ধেই ভাত খেতে রীতিমতো অনীহা তৈরি হচ্ছে শিশুদের। এমনই অভিযোগ অভিভাবক ও অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী ও সহায়িকাদেরও।

আলিপুরদুয়ার শহরের এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী বলেন, 'চালটি লালচে রংয়ের। সম্ভবত দু'রকম চাল মেশানো। উৎকট গন্ধের কারণে শিশুদেরও ভাত খেতে অনীহা দেখা দিয়েছে।'

খাবারে অনীহা শিশুদের

এই বিষয়ে জানতে জেলা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক শুভম দাসকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সিডিপিও প্রণয় দে বলেন, 'কিছু কেন্দ্রে পুরাতন চালের অভিযোগ আসতেই তা বদলে দেওয়া হয়েছে। তবে বুধবার থেকে নতুন করে ভালো চাল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, পুরাতন চাল থাকায় অভিভাবকরা বিভিন্ন জায়গায় সরব হয়েছেন। নিত্যদিন তর্কবিতর্কে জড়িয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তারপরেই পুরাতন চালের বিষয়টি কর্তাদের নজরে আসে।

চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ মে : কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলায় দুর্ব্যবহার জুটল চিকিৎসকের। মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ তুললেন কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক ধীমান দে। তাঁর অভিযোগ, মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে তিনি রোগী দেখছিলেন। সেই সময় কামাখ্যাগুড়ি এলাকার এক তরুণ চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। পরে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে চিকিৎসক বাধ্য হয়ে কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে ফোন করেন। ওই তরুণকে অন্য রোগীর পরিবার সহ স্বাস্থ্যকর্মীরাও বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে চাননি।

চিকিৎসকের অভিযোগ, ওই তরুণ এসে বারবার তাঁকে আগে দেখে দিতে বলেন। কিন্তু সেই সময় চিকিৎসক অন্য রোগী দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন তিনি। তখনই চিকিৎসককে উলটোপালটা কথা বলতে শুরু করেন সেই তরুণ। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ দ্রুত এসে ওই তরুণকে আটক করে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে বিএমওএইচ ডাঃ সৌম্য গায়েনকে ফোন করা হলে তিনি জানান, তিনি এই মুহূর্তে অন্য কাজে বাইরে আছেন। ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক কৃষ্ণেন্দু ঠাকুরের কথায়, 'হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী অথবা চিকিৎসক কারও সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়। আমি সেই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে ছিলাম না। তবে পুলিশ এসে ওই তরুণকে আটক করে নিয়ে গিয়েছে।' কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, এই নিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি।

শিক্ষকদের দাবি

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজের নিশ্চয়তা ও সরকারি ভাতা প্রদান সহ একাধিক দাবিদাওয়া জানিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিমের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল পার্ট-টাইম শিক্ষক সংগঠন। বুধবার সংগঠনের নেতৃত্ব ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পার্ট-টাইম টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মন্টু ধর বলেন, 'আমাদের সরকারি ভাতা সহ ৬০ বছর পর্যন্ত কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হোক।'

আলোচনা

বীরপাড়া, ২০ মে : মঙ্গলবার বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাবকক্ষে একটি ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের বর্ষপূর্তিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচনায় বর্তমান সময়ে সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জ, সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের সমস্যার কথা উঠে এল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান, বন দপ্তরের দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায়।

ধোঁয়ায় ঢাকল বড়বাজার

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : মঙ্গলবার তখন বেলা ১২টা। আলিপুরদুয়ার শহরের বড়বাজার এলাকায় তখন লোকজনের আনাগোনা। হঠাৎই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল কালো ধোঁয়া। সকলের নজর তখন ওদিকেই। তখনই দেখা গেল, বড়বাজারের মাছবাজারের ঠিক উলটোদিকে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে রেললাইনের ধার ঘেঁষে দুজন থার্মোকল পোড়াচ্ছিলেন। তাতেই ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। কেউ কেউ এমন পরিস্থিতিতে অল্প বাজার করেই ফেরত চলে যান।

পরিবেশকর্মীরা ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলছেন, থার্মোকল এমনিতেই পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তার মধ্যে আগুন দিয়ে এভাবে পোড়ানোয় বায়ু মারাত্মকভাবে দূষিত হবে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পশু, সকলেরই সমস্যা হবে এতে। পরিবেশকর্মী ত্রিদিবেশ তালুকদারের বক্তব্য, 'থার্মোকল পোড়ালে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফুসফুসের সমস্যা হতে পারে। আলিপুরদুয়ারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আছে। পুরসভার উচিত প্রতিদিন সেগুলো যথাস্থানে সময়মতো নিয়ে যাওয়া।'

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'এরকম কেন হচ্ছে দেখা হবে। আর যদি কাউকে আগুন জ্বালাতে দেখা যায় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মঙ্গলবার বাজার করতে এসেছিলেন পরিতোষ সাহা। বলেন, 'সবজি, মাছ কিনতে বাজারে এসেছিলাম। কিন্তু হঠাৎই এমন পরিস্থিতি হওয়ায় শরীর খারাপ লাগছিল। তাই বাজার না করেই চলে আসি।' সুমিত রায়ও একই কথা বলেন।

ওই এলাকায় ভাতের হোটেল চালান সীমা দে। তাঁর কথায়, 'থার্মোকল এভাবে পোড়ানোয় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এলাকায় থাকা যাচ্ছে না। অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।' আরেক ব্যবসায়ী তপন ঘোষেরও একই কথা। বলেন, 'পুরসভা যদি পদক্ষেপ করে তাহলেই কিছু একটা সমাধান হবে।'

বড়বাজারের নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পুলক মিত্র বলেন, 'মাছ বাজারের থার্মোকল ওখানে রাখা হয়। পুরসভা নিয়ে যায়। তবে কে পুড়িয়েছে জানি না।' ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ঝুমা মিত্রর আশ্বাস, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বড়বাজারে আবর্জনা স্তূপে আগুন।

সংবাদদাতা চাইছে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ফালাকাটা
এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২৭ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

ADMISSION NOTICE 2025-26
MAKAUT, WB & AICTE Approved Course...

- BCA (H) ■ BBA (H)
- BCA with CYBER SECURITY (Specialisation)
- BBA BUSINESS ANALYTICS
- BBA BANKING & FINANCE
- BBA HOSPITAL MANAGEMENT
- BSC MEDIA SCIENCE
- BBA TRAVEL & TOURISM MANAGEMENT
- BSC MEDICAL LAB TECHNOLOGY
- BSC OPTOMETRY
30 Seats only
Student Credit Card facility available
Swami Vivekananda Scholarship available
Oiikosree Scholarship available
CONTACT: DATM COLLEGE, ALIPURDUAR
CALL: 7001312266 / 9333675603

বাংলার বস কি একেন?

একেন বনাম বস। এই দুই পর্দায় বাংলা এবার মাত হয়ে যাচ্ছে। শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটির 'আমার বস', নাকি জয়দীপ মুখার্জি পরিচালিত দ্য একেন-বেনারসে বিভীষিকা, কোনটা বাংলার সেরা ছবি হবে? লড়াই এখনও জারি।

'আমার বস' ছবির পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়। উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজিত এই ছবিতে রয়েছেন রাখি গুলজার, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শ্রুতি দাস, সৌরসেনী মৈত্র, কাঞ্চন মল্লিক, গৌরব চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দ্য একেন বেনারসে বিভীষিকা' ছবিতে রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। তাঁর দুই সহচর হিসেবে আছেন সুহোত্র মুখোপাধ্যায় এবং সোমক ঘোষ। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, স্বীকৃতি মজুমদার প্রমুখ।

বলাই বাহুল্য, দুটি বাংলা ছবিই বক্স অফিসে মন্দ ব্যাটিং করছে না। তবে শেষপর্যন্ত বক্স অফিস কে দখলে রাখে, তা সময়ই বলবে। এদিকে টলিবাংলা বক্স অফিসের রিপোর্ট অনুসারে, 'আমার বস' ছবিটি মুক্তির দ্বিতীয় সপ্তাহে দাঁড়িয়ে মোট ৬০টি শো পেয়েছে। অন্যদিকে 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা' মুক্তির প্রথম সপ্তাহে মোট ১৩১টি শো পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ওই একই রিপোর্ট জানাচ্ছে যে, 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'র এখনও অবধি আয় হয়েছে ১.৯৯ কোটি টাকা। আর 'আমার বস' ছবির ঝুলিতে এসেছে ২.৫৪ কোটি টাকা।

একনজরে সেরা ৫

ফালকের ছবি

আমির খান ও রাজকুমার হিরানি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক দাদাসাহেব ফালকের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ছবি করছেন। তাঁরা ২০২৬ সালের খ্রিস্টমাসে ছবির মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন। চলতি বছরের অক্টোবর থেকে আগামী বছর এপ্রিল পর্যন্ত শুটিং চলবে। ১৮০০-১৯০০ সালের সময়সীমাকে পর্দায় আনা হবে। আমিরও দাদাসাহেব হয়ে ওঠার জন্য অভিনয়ে ধার বাড়াচ্ছেন।

পাঠানকে চাই

ওয়ার ২-এর টিজারে একদিকে হৃতিক রোশন, বিপরীতে জুনিয়ার এনটি আর এবং দুজনের অ্যাকশনের ঝলক দেখে দর্শক মুগ্ধ। তার মধ্যে নেটমহলের দাবি, পাঠান-এর ক্যামেও আসুক ওয়ার ২-তে। যশ রাজ ফিল্মস তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির একটিকে অন্যটির সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফলে পাঠান, ওয়ার ২ মানে শাহরুখ, হৃতিক একসঙ্গে আসতেই পারে।

রাহুলের নজির

তুরস্কের আন্তালিয়ায় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গাইবার প্রস্তাব পান ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত গায়ক রাহুল বৈদ্য। পারিশ্রমিক ৫০ লক্ষ। রাহুল তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও কিছুই দেশের স্বার্থের থেকে বড় নয়। ... আমাকে দেশের পাশে দাঁড়াতেই হবে। প্রসঙ্গত, তুরস্ক, সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করার পর তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

শাহরুখের গয়না

শাহরুখ খান সম্প্রতি জুয়েলারি ব্র্যান্ড কেনডেয়ার-এর এনডর্স করছেন। কিছুদিন ধরেই তিনি হার, ব্রেসলেট, আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখা দিচ্ছেন। তাই গয়নার মডেল হতেই তাঁর অনুরাগীদের প্রশ্ন, তিনি কি তাঁর নিজের গয়নার ব্র্যান্ড চালু করবেন খুব শিগগির? তার জন্যই কি এত প্রস্তুতি? তারকার তরফে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি।

ওজন কমল

সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবি লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর প্রধান ভূমিকায় আছেন রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল ও আলিয়া ভাট। ছবিতে দুই নায়ক সেনা অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এর জন্য রণবীর ১২ ও ভিকি ১৫ কিলো ওজন কমিয়েছেন। দুই নায়কের চেহারার বদল দর্শকের কাছে উপভোগ্য হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অবশেষে জামিন মিলল নুসরতের

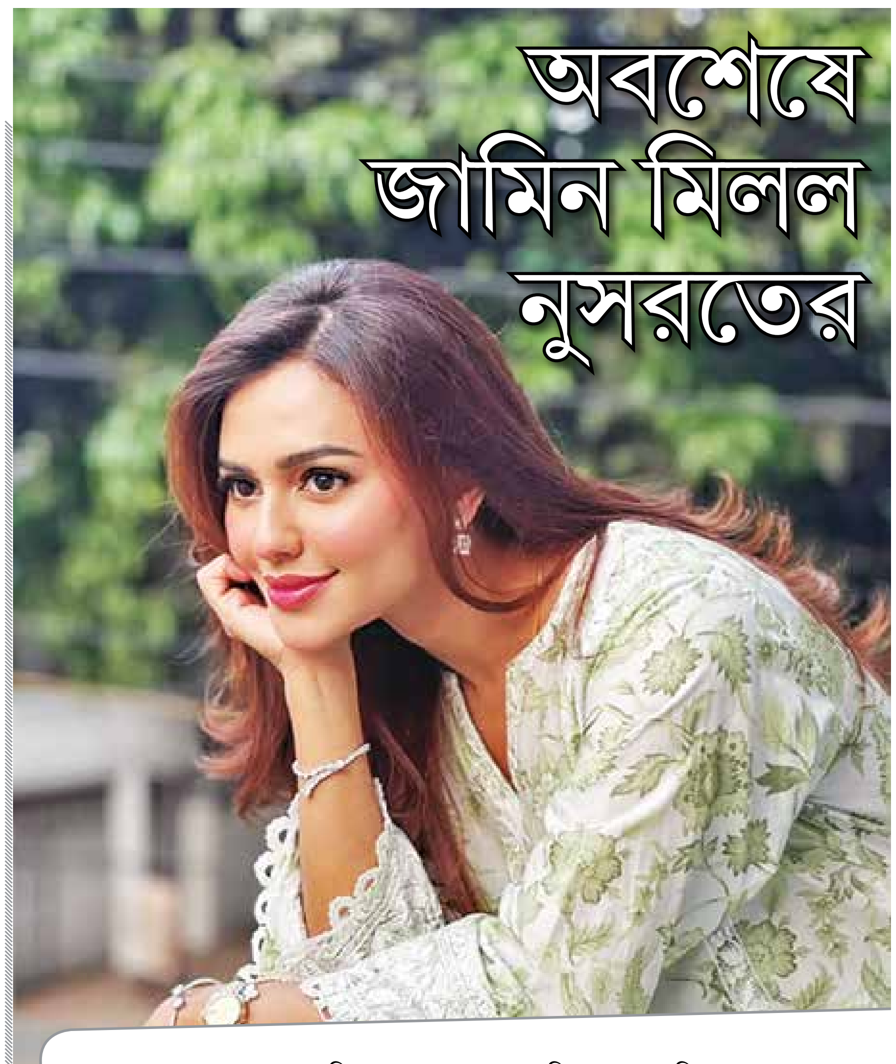

সারা দেশ থেকে ধেয়ে এসেছিল সমালোচনা। বিদেশের অন্যত্রও বিনোদন দুনিয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। আর তাই তাঁকে আটকে রাখা গেল না। বাংলাদেশের আদালত জামিন দিতে বাধ্য হল। নুসরত ফারিয়া, বড়পর্দায় শেখ হাসিনার চরিত্র করার জন্য যিনি বিখ্যাত।

খুনের মামলায় সোমবার গ্রেফতার হয়েছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া। গোটা একটা রাত জেলেই কাটাতে হয়েছিল পর্দার শেখ হাসিনাকে। শেষমেশ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অভিনেত্রীর জামিন মঞ্জুর করেছে। নুসরতের আইনজীবী মহম্মদ ইফতেখার হোসেন বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, নুসরত জামিন চেয়ে মঙ্গলবার আদালতে আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে অশান্ত পরিস্থিতির সময় নুসরতের বিরুদ্ধে এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়া কথা শোনা যায় এবং সেই সময় খুনের চেষ্টা করার অভিযোগও ওঠে। গ্রেফতারের পর প্রথমে তাঁকে ভাটারা থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে অভিনয় জীবন শুরু নুসরত ফারিয়ার। বাংলাদেশের পাশাপাশি টলিউডেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। অভিনয় করেছেন 'হিরো ৪২০', 'বাদশাহ দ্য ডন', 'বস ২', 'ইনস্পেক্টর নটি কে', 'বিবাহ অভিযান' এবং 'আবার বিবাহ অভিযান'-এর মতো ছবিতে। সম্প্রতি তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক 'মুজিব: দ্য মেকিং অব আ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন।

বাংলার অর্জুন এবার হিন্দির নায়ক

এবার বড় ব্রেক পেলেন অর্জুন চক্রবর্তী। মানে অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর ছোট ছেলে। ছোটপর্দা আর বড়পর্দায় চুটিয়ে কাজ করেছেন। বাংলার ছেলে এতদিন বাংলাতেই ছিলেন। তবে সম্প্রতি হিন্দির জগতে পা রাখছেন অর্জুন। কালার্সের হিন্দি ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে। এর আগে অবশ্য অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি পরিচালিত হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন অর্জুন। সে ছবির নাম পঙ্কজ। কিন্তু চরিত্রটা খুব ছোট ছিল। এবার পুরোদস্তুর ধারাবাহিকের নায়ক হচ্ছেন তিনি। ধারাবাহিকের নাম 'নয়নতারা'। এই ধারাবাহিকের প্রমোশনাল ভিডিও সামনে আসতেই মাথায় টোপর পরে বর বেশে দেখা গেল অর্জুন চক্রবর্তীকে। বর বেশে যখন রয়েছে তার সঙ্গে নায়িকাকেও দেখা মিলছে কনে বেশে। এই চরিত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রুতি বিস্তকে।

এটি একটি পারিবারিক ড্রামা। কলকাতার প্রেক্ষাপটে গল্প সাজানো হয়েছে। তাই কলকাতার হাওড়া ব্রিজ থেকে কলকাতার বনেদি বাড়ির সেট চোখে পড়ছে। কলকাতা ও মুম্বইয়ের অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকের গল্প লিখেছেন সাহানা দত্ত। ধারাবাহিকের প্রোমো দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে ছবিটি পারিবারিক ড্রামার সঙ্গে অলৌকিক কিছু ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। নয়নতারা এই ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্র, যে আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারে। গল্পের মোড় কোন দিকে যাবে তার আভাস পাওয়া গিয়েছে প্রোমোতে। অর্জুন চক্রবর্তীর লুক ও অভিনয় জাতীয় স্তরের দর্শকদের কতটা মনে ধরে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

পরেশের বিরুদ্ধে অক্ষয়ের মামলা

পরেশ রাওয়াল হেরা ফেরি ৩ থেকে সরে গিয়েছেন। তার মধ্যে খবর, ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার পরেশ রাওয়ালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবে চুক্তিপত্রে সাক্ষর করার পরেও ছবি থেকে সরে যাওয়াকে অপেশাদার বলে চিহ্নিত করেছেন অভিনেতা এবং এর জন্য পরেশকে ২৫ কোটি টাকা মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলেও তিনি দাবি করেছেন। কারণ ছবির প্রাক্তন প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার কাছ থেকে স্বত্ব কিনে তিনিই এখন ছবিটি প্রযোজনা করছেন। তাঁর বক্তব্য, ছবি না করার হলে চুক্তি সই করার আগে বা পারিশ্রমিক নেওয়ার আগেই বলতে পারতেন। তাহলে প্রযোজকের এত টাকা ক্ষতি হত না। বলিউডের অভিনেতাদেরও হলিউডের অভিনেতাদের মতো বুঝতে হবে যে, এখানকার

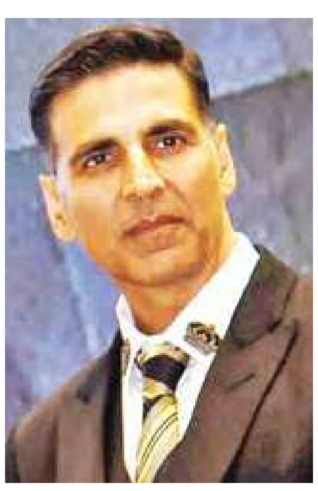

প্রযোজকরাও আর অভিনেতাদের খেয়ালখুশিমতো চলাকে সমর্থন করবেন না। এতে অবশ্যই পরেশের সঙ্গে অক্ষয়ের সম্পর্ক খারাপ হবে।

সহ অভিনেতার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পরেশ বলেছিলেন, অক্ষয় তাঁর বন্ধু নয়। এ নিয়ে বেশ চর্চা শুরু হলে পরেশ নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মাসে ৪-৫ বার দেখা হলে বন্ধু হয়। অক্ষয় আমার সহকর্মী। তাঁর সঙ্গে মাঝেমাঝে দেখা হয়।'

উল্লেখ্য, এর আগেও চিত্রনাট্য পছন্দ হয়নি বলে পরেশ ও মাই গড ২ বা বিল্লু ছবি থেকে সরে যান। হেরা ফেরি ৩ থেকে বেরিয়ে যাবার কারণ হিসেবে পরেশ বলেছেন, 'প্রিয়দর্শনজির সঙ্গে সৃজনশীল ভাবনায় ফারাকের জন্য হেরা ফেরি ৩ ছাড়িনি। ওঁর মতো পরিচালকের জন্য আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির সাফল্য মনে রেখেই তার পরের ভাগগুলো পরপর করে যাওয়া ঠিক নয়। ভালো কিছু, নতুন কিছু থাকা দরকার। মনে রাখা দরকার, ৫০০ কোটির ব্যবসা করেছে আগের ছবিগুলো।'

'বাবুভাইয়া'কে 'রাজু' আর 'শ্যাম'-এর সঙ্গে দেখার ইচ্ছে নিয়ে দর্শকরা আশা করছেন, পরেশ নিশ্চয় তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাবেন।

অপারেশন খুকরি নিয়ে আসছেন রণদীপ

জাট ছবির সাফল্যের পর রণদীপ হুড়া তাঁর আগামী ছবি অপারেশন খুকরির কথা ঘোষণা করলেন। ভারতীয় সেনার সাহসিকতার অন্যতম সেরা নিদর্শন নিয়েই ছবি। ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সিয়েরা নিয়ন-এ ২৩৩ জন সেনা আটক ছিলেন। তাঁদের উদ্ধারে ভয়ংকর যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন জেনারেল রাজপাল পুনিয়া। রণদীপ, পুনিয়ার চরিত্রেই অভিনয় করবেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধ শুধু বন্দুক আর গর্বের বিষয় নয়, বলিদান, ভ্রাতৃত্ব আর কঠিন বাধা পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছোনোর যে অসীম সাহস দেখিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, এই যুদ্ধ তারও গাথা।' এই যুদ্ধে কাইলাহুন অঞ্চলে শান্তিরক্ষা বাহিনীর কাজ ৭৫ দিন ধরে চলেছিল। কোনও খাবার বা অন্য রসদ না থাকলেও শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাশক্তির জোরে সেনা এই যুদ্ধ জিতেছিল। রণদীপ বলেছেন, 'আমরা ভারতীয় সেনার দুর্জয় সাহসের এই অধ্যায় মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই, যা আরও অনেক বেশি স্বীকৃতি দাবি করে। এই সেনারা আত্মসমর্পণের থেকে মরে যাওয়াকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। আমার আশা, এই ছবি সব ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করবে।'

কান-এ রাজকীয় শর্মিলা, সিমি

নামটাই যে 'কান'। জৌলুষ কি কম? কিংবা সেই মায়াবি গ্ল্যামার? হোক, তবে আভিজাত্য আর শিল্পের মায়া ছড়াচ্ছে এবারের কান। তার জ্যোতি আরও বেড়ে গেল শর্মিলা ঠাকুর ও সিমি গারেওয়ালের রাজকীয় উপস্থিতিতে। পাশাপাশি হেঁটে তাঁরা বোঝালেন আসল স্টারডম, সৌন্দর্য এবং সাফল্যের তেজটা ঠিক কেমন। তাঁদের একসঙ্গে পারতপক্ষে দেখা যায়। এবার কান-এ সেই ঘটনা ঘটার কারণ সত্যজিৎ রায়ের অরণ্যের দিনরাত্রি-র প্রদর্শন। কান-এর ক্লাসিক বিভাগে ছবির ফোর কে-র সংরক্ষিত ভার্সান দেখানো হবে। ছ বছরের চেষ্টায় এই সংরক্ষণের কাজ করেছেন পরিচালক ওয়েস অ্যান্ডারসন এবং তাঁর এই সাফল্যই এই দুই আইকনিক সুন্দরী অভিনেত্রীকে কান-এ নিয়ে গিয়েছে।

শর্মিলা পরেছিলেন সবুজ শাড়ি—তাতে তাঁর চিরকালীন সৌন্দর্য আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর কন্যা সাবা পরেছিলেন হলুদ রঙের পোশাক। সিমির পরনে সাদা গাউন—তাতে তিনি যেমন আকর্ষণীয় থাকেন, তেমনই ছিলেন। অ্যান্ডারসন তাঁদের স্বাগত জানান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই দুই ভারতীয় তারকার আবির্ভাব অতীত ও বর্তমানের সিনেপ্রেমিকদের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করাল। কমেন্ট বক্স উপচে গিয়েছে দুই তারকার প্রশংসায়। অধিকাংশই লিখেছেন, শেষ পর্যন্ত কান-এ ভারতের সঠিক প্রতিনিধিত্বের দেখা পাওয়া গেল। কেউ লিখেছেন, কান-এ কেমন পোশাক পরা উচিত, ওঁরা দেখালেন। অনেকের কাছে এই মুহূর্তটা সাংস্কৃতিক গৌরবপ্রাপ্তির। মুভি ইন্ডিয়া এই আনন্দ এবং আবেগের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে অরণ্যের দিনরাত্রি ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত শর্মিলা ঠাকুরের ছবি পোস্ট করে।

অভিষেকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে নির্বাসিত রাঠি

ঋষভকে নিয়ে ফের ক্ষোভ গোয়েঙ্কার

প্লে-অফের আশা শেষ লখনউ সুপার জায়েন্টসের। হালকা মেজাজে অধিনায়ক ঋষভ পন্থের কাঁধ মালিশ কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার।

লখনউ, ২০ মে : যত কাণ্ড নবাবের শহরে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া, ঋষভ পন্থের আরও একটা ব্যর্থতা নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ক্ষোভ, বিরক্তি সবকিছু ছাপিয়ে দিগ্বেশ রাঠি-অভিষেক শর্মার অপ্রীতিকর মেঠো ঝামেলা। লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লখনউ সুপার জায়েন্টস-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ঘটনার ঘনঘটা।

অভিষেককে আউটের পর লখনউ স্পিনার রাঠির সেলিব্রেশন উত্তাপ ছড়ায় মাঠে। ২০৫ রান তাড়া করে ১০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় আগেই প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া সানরাইজার্স। আর প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের যে ধাক্কায় 'আউট' লখনউ। জয়ের অন্যতম কারিগর অভিষেক ২০ বলে ৫৯ রান করে বোল্ড হন রাঠির বলে।

অভিষেকের উইকেট নেওয়ার পর রাঠির দৃষ্টিকটূ উচ্ছ্বাস ঘিরে ঝামেলা বেধে যায়। রাঠি হাতের ইশারায় মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন ব্যাটারকে। তারপর নোটবুক সেলিব্রেশন (যার জন্য দুইবার আর্থিক জরিমানাও হয়)। পালটা দিতে ছাড়েননি ডাগআউটের পথে রওনা দেওয়া অভিষেকও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপ করতে হয়। দুই দলের বাকিরাও দুজনকে শান্ত করেন।

ঘটনার জের রাঠির নির্বাসন। ফলে পরবর্তী গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে রাঠিকে পাবে না লখনউ। অবশ্য প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর প্রথম একাদশের কম্বিনেশন কী হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি মাথাব্যথা অধিনায়ক ঋষভ পন্থের একটানা ব্যর্থতা। মিচেল মার্শ (৬৫), আইডেন মার্করাম (৬১) ওপেনিং জুটিতে ১১৫ রান যোগ করে মঞ্চ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। যদিও তা কাজে লাগাতে ফের ব্যর্থ। মাত্র ৬ বল স্থায়ী হয় ঋষভের (৭) ইনিংস।

অভিষেক শর্মাকে আউট করার পর নোটবুক সেলিব্রেশন দ্বিগবেশ রাঠির। তাঁর এই সেলিব্রেশনের ধরন নিয়ে ক্ষোভ জানাচ্ছেন অভিষেক। লখনউয়ে সোমবার।

ঋষভ আউট হতেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়াতে হতাশার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বিরক্তির ছাপ। স্পেশাল বক্সের ব্যালকনি থেকে রাগে ভিতরে চলে যান। চলতি লিগে ঋষভকে নিয়ে নিজের বিরক্তির কথা মুখে না বললেও বারবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ম্যাচের পর ঋষভের সঙ্গে খোশমেজাজে আলোচনার ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলেও ভিতরের খবর আলাদা। সুযোগ থাকলে বিকল্প রাস্তায় যে দল হাঁটবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অতীতে ব্যর্থতার জন্য ভারতের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (তখন দলের নাম ছিল রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্ট) নিজের দলের নেতৃত্ব থেকে ছেঁটে ফেলতে দ্বিধা করেননি। গ্রুপ লিগেই টিম লখনউয়ের (১২ ম্যাচে ১০) বিদায়ঘণ্টার পর কয়েকদিনের মধ্যে তেমন কোনও চাঞ্চল্যকর 'পদক্ষেপ' দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বেচারা ঋষভ। না জাতীয় দল, না আইপিএল- ব্যর্থতার বহরে চাপা পড়ছেন। ইংল্যান্ড সফরের আগে নিশ্চিতভাবে চিন্তার জায়গা গৌতম গম্ভীরদের জন্যও। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল বাছাইয়ে যার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। লখনউ অধিনায়ক যদিও অজুহাতের রাস্তায়। ঋষভের দাবি, প্রথম থেকে পুরো দল পাননি। একাধিক বোলারের চোট-আঘাতের সমস্যা গোটা লিগেই ভুগিয়েছে। দলে যা নিয়ে বারবার কথা হলেও সেই শূন্যতা পূরণ করা যায়নি।

ঋষভের দাবি, নিলামে বোলিং লাইনআপ যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল, চোট সমস্যা না থাকলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত। বাকি দুই ম্যাচে (গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নামবেন। আশাবাদী, চলতি লিগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলিকেও '২৬-এর আইপিএলে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন তাঁরা। ঋষভের দাবি, ব্যাটিংয়ে আগুনের অভাব নেই। এটা নিশ্চিতভাবে প্রাপ্তি। প্রথমবার আইপিএলে নেমে রাঠিও ভরসা জুগিয়েছে।

> মরশুমের দ্বিতীয়ার্ধটা কঠিন ছিল। কিন্তু এর থেকে অনেক কিছু শিখলাম। দলের মনোবল, হার না মানা মনোভাব আর কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে। এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি। গর্বের সঙ্গে খেলব, সম্মানের সঙ্গে মরশুমটা শেষ করতে হবে।
>
> **সঞ্জীব গোয়েঙ্কা**

জেতা ছাড়া রাস্তা নেই অক্ষরদের

মুম্বই, ২০ মে : প্লে-অফে তিনটি দল নিশ্চিত।

গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব কিংস ইতিমধ্যেই নক আউটে। চতুর্থ দল কে হবে, প্রশ্নটাকে ঘিরে লড়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে। মুম্বই ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। দিল্লি সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ১৩।

সাপ-লুডোর আইপিএলে পরস্পরকে টেক্কা দিতে আগামীকাল মুম্বই-দিল্লি দ্বৈরথ। জিতলে শেষ চারের টিকিট যেখানে নিশ্চিত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের, সেখানে দিল্লির সামনে আশা বাঁচিয়ে রাখতে জিততেই হবে পরিস্থিতি। উত্তেজক যে সমীকরণ নিয়ে ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দিল্লির হৃদয় ভাঙার পণ হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডের।

লিগের দ্বিতীয় পর্বে বিধ্বংসী ফর্মে মুম্বই। শেষ ৬ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে নীতা আম্বানির দল। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে হোম অ্যাডভান্টেজ, জোড়া ফ্যাক্টরে এগিয়ে মুম্বই। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, ট্রেন্ট বোল্ট, জসপ্রীত বুমরাহদের পারফরমেন্স তফাত গড়ে দিচ্ছে। বুধবার যা থামানোই অন্যতম চ্যালেঞ্জ টিম দিল্লির।

পহলগাম পরবর্তী সময়ে ধাক্কা খেয়েছে দিল্লি। মিচেল স্টার্কের অনুপস্থিতি পেস ব্রিগেডের ধার কমিয়েছে। মুস্তাফিজুর রহমান, দুষ্মন্ত চামিরা, মুকেশ কুমারদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদব সাফল্য পেলেও গত কয়েক ম্যাচে সামগ্রিক বোলিং চিন্তার জায়গা। হাতেগরম উদাহরণ গত গুজরাট ম্যাচ। লোকেশ রাহুলের অপরাজিত সেঞ্চুরির সুবাদে দুইশো প্লাস স্কোর হাতে নিয়েও ১০ উইকেটে হার হজম করতে হয়েছে।

বি সাই সুদর্শন-শুভমান গিলের অবিচ্ছিন্ন যুগলবন্দি প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। ওয়াংখেড়ে শোয়ে আগামীকাল সেখানে রোহিত, সূর্য, হার্দিক, তিলক ভার্মাদের সামলানো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দায়বদ্ধতা পূরণে দেশে ফেরার আগে উইল জ্যাকস, রায়ান রিকেলটন, করবিন বশরা (প্লে-অফে নেই) বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবেন।

মুম্বই ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী প্লে-অফ নিয়ে। আগাম পরিকল্পনায় এদিনই বিকল্প তিন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করল তারা। জ্যাকস, রিকেলটন, বশদের বদলি ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টো (৫.২৫ কোটি), রিচার্ড গ্লেসনের (১ কোটি) সঙ্গে শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালঙ্কা (৭৫ লক্ষ)। ডাক পেয়ে বেয়ারস্টো বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না। ইয়র্কশায়ারের নেতৃত্ব উপভোগ করছিলাম। ক্লাবকে ধন্যবাদ (আইপিএল খেলার অনুমতি)। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ, মুখিয়ে আছি।'

দিল্লি যদিও সহজে জমি ছাড়তে নারাজ। লোকেশ রাহুল, বাংলার অভিষেক পোড়েল গত ম্যাচে রান পেয়েছেন। তবে অভিষেকের সমস্যা, ভালো শুরু করেও ইনিংসটা লম্বা করতে না পারা। পাশাপাশি ফাফ ডুপ্লেসি, ট্রিস্টান স্টাবস, করুণ নায়ারদের ধারাবাহিকতার অভাব চাপ বাড়াচ্ছে কেভিন পিটারসেনদের (দিল্লির মেন্টর)। চাপ ঝেড়ে টিকে থাকতে মূল কাঁটা বুমরাহ-বোল্টের ওপেনিং স্পেল।

প্রতি ম্যাচেই পাওয়ার প্লে-তে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছেন বুমরাহরা। ওয়াংখেড়ের যে দ্বৈরথের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ম্যাচের ভাগ্য। থাকছে মাঝের ওভারে সূর্য-তিলকের ব্যাটিং বনাম কুলদীপ-অক্ষরের স্পিনের টক্কর। রয়েছে বৃষ্টির ভ্রূকুটিও। সবমিলিয়ে দিল্লির হৃদয় বুধবারই চূর্ণ হবে নাকি মুম্বইয়ের অপেক্ষা আরও লম্বা হবে, সেটাই এখন দেখার।

ব্যাটিং প্রস্তুতির মাঝে রোহিত শর্মা।

দিল্লির 'দিল' ভেঙে প্লে-অফে চোখ হার্দিকদের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পরিবর্ত

উইল জ্যাকসের বদলে
জনি বেয়ারস্টো (৫.২৫ কোটি)

রায়ান রিকেলটনের জায়গায়
রিচার্ড গ্লেসন (১ কোটি)

করবিন বশের পরিবর্তে
চরিথ আসালাঙ্কা (৭৫ লক্ষ)

ডু অর ডাই ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নিতে মুম্বইয়ে অক্ষর।

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

নিজের স্টাইলেই ভরসা রাখো, ঋষভকে জাদেজা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : ব্যাটিং স্টাইল বদলিও না। একটা আইপিএলে ব্যর্থতার কারণে নিজেকে বদলে ফেললে ভুল করবে ঋষভ পন্থ। যেভাবে খেলে এসেছে সেটাই বজায় রাখুক। সাফল্য ঠিক পাবে। টানা ব্যর্থতায় চাপে থাকা ঋষভকে পরামর্শ অজয় জাদেজার।

জাদেজার যুক্তি, 'ঋষভ পন্থের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যার জন্যই বাকিদের থেকে আলাদা। আমিও ঋষভের ভক্ত। একটা আইপিএলে সাদামাঠা পারফরমেন্সের জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলানো ভুল হবে। ওর আগ্রাসী মানসিকতা ঋষভকে ম্যাচ উইনার তৈরি করেছে। হাজারো চাপের মধ্যেও যা ধরে রাখা।'

নিলামে ২৭ কোটির বিশাল অঙ্ক পাওয়া। সঙ্গে অধিনায়কের গুরুভার। জাদেজা যদিও জোড়া চাপকে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেখতেও নারাজ। জানান, এমন দাবি মেনে নিতে তৈরি নন তিনি। বয়স অল্প হলেও ঋষভ দীর্ঘদিন ধরে খেলছে। আইপিএলে অনেকগুলো মরশুম হয়ে গিয়েছে। এহেন চাপ সামলাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

টেস্টে ফের বিরাটদের চান যোগরাজ

এদিকে যোগরাজ সিং দাবি করেছেন, ৫ মিনিটেই নাকি ঋষভের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। তাঁর মতে, ব্যাটিং স্টান্সেই গলদ। বাঁ কাঁধ প্রয়োজনের তুলনায় ওপেন করছে। এই জায়গায় পরিবর্তন করলে পুরোনো ঋষভকে পাওয়া যাবে। দ্রুত রানে ফিরবে।

পাশাপাশি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে অবসর ভেঙে ফেরার আবেদন করলেন। যোগরাজের মতে, এখনও ১০ বছর ক্রিকেট বাকি রয়েছে বিরাটের। রোহিত তাঁর কাছে এলে নাকি ফিটনেসের চূড়োয় পৌঁছে দেবেন। নিজেদের কথা নয়, দেশ এবং সমর্থকদের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসা উচিত বিরাট-রোহিতদের।

> ঋষভ পন্থের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যার জন্যই বাকিদের থেকে আলাদা। আমিও ঋষভের ভক্ত। একটা আইপিএলে সাদামাঠা পারফরমেন্সের জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলানো ভুল হবে। ওর আগ্রাসী মানসিকতা ঋষভকে ম্যাচ উইনার তৈরি করেছে। হাজারো চাপের মধ্যেও যা ধরে রাখা।
>
> -অজয় জাদেজা

ফাইনালে সমর্থকরাই শক্তি ইউনাইটেডের

বিলবাও, ২০ মে : বুধবার রাতে ইউরোপা লিগের ফাইনাল স্পেনের বিলবাওয়ে। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে দূরত্বটা দেড় হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। তবুও গ্যালারি ভরাবেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থকরা। টটেনহাম হটস্পারের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ে সেই সমর্থকরাই শক্তি রুবেন অ্যামোরিমের দলের।

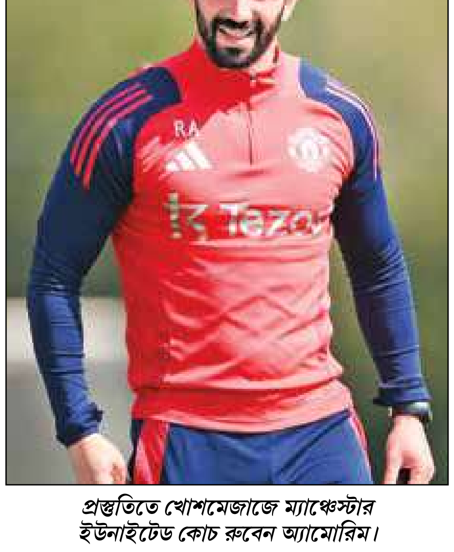

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম।

হোক না ইউরোপের দ্বিতীয় সারির টুর্নামেন্ট। ইউরোপা ফাইনালের আগে লাল ম্যাঞ্চেস্টার সমর্থকদের উন্মাদনায় এতটুকুও কমতি নেই। প্রিমিয়ার লিগে 'সবচেয়ে খারাপ মরশুমেও' এটাই একমাত্র আশার আলো রেড ডেভিলদের। সেই সমর্থকদের জন্যই শিরোপাটা জিততে চান লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ অ্যামোরিম। বলেছেন, 'সমর্থকরা যে গ্যালারি ভরাবে তা আমার অজানা নয়। ওরা যেভাবে হোক সবসময় দলের পাশে থাকে। এবারও থাকবে। প্রয়োজনে সাঁতরে বা বিনা টিকিটেও। ওদের জন্যই যেভাবে হোক জিততে হবে ট্রফিটা।' ফাইনালে সেরা একাদশটাই নামাবেন ইউনাইটেড কোচ। তারকা নির্ভর নয়, দলগত সংহতিতেই জোর দিচ্ছেন তিনি। তবে কাজটা সহজ নয়। তাই নিজের দলকে অ্যামোরিম বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলেছেন, 'খেতাব জিততে না পারলে কেউ মনে রাখবে না।'

ইউরোপা লিগের ফাইনালে আজ

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
বনাম টটেনহাম হটস্পার
ম্যাচ শুরু : রাত ১২.৩০ মিনিটে, স্থান : বিলবাও
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে অবনমনের আওতায় থাকা দলগুলির ঠিক ওপরেই রয়েছে ইউরোপা খেতাবের দুই দাবিদার। খারাপ পারফরমেন্সের নিরিখে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। অথচ ইউরোপা লিগে টটেনহাম হেরেছে মাত্র একটা ম্যাচ। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবে বাকিরা যতই বলুক, নিজেদের কৃতিত্বকে কোনওভাবেই খাটো করে দেখতে নারাজ স্পার্সের কোচ অ্যাঞ্জে পস্তেকোগ্লু। বলেছেন, 'প্রিমিয়ার লিগে আমরা ভালো খেলতে পারিনি ঠিকই। তার মানে এই নয় যে আমরা ইউরোপা ফাইনালে খেলার যোগ্য নই। এটা আমরা অর্জন করেছি। এর বাইরে কে কোন জায়গায় রয়েছে তা নিয়ে ভাবছি না।' আর ট্রফি জিতেই সব সমালোচনার জবাব দিতে চান তিনি।

হংকং ম্যাচের প্রস্তুতিতে সুহেল আহমেদ বাট।

সুহেলের প্রশংসায় মানোলো-শুভাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : সুহেল আহমেদ বাটের প্রংশসায় জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ থেকে ক্লাবে তাঁর সিনিয়ার শুভাশিস বসু।

এবারই প্রথম জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এই কাশ্মীরি তরুণ স্ট্রাইকার। দলে যোগ দিয়েই যে তিনি নজর কেড়েছেন তা বোঝা যায় যখন মানোলো বলেছেন, 'আক্রমণভাগে সুহেলের নড়াচড়া সত্যিই খুব তারিফযোগ্য। ওকে সুপার কাপে দেখেই আমার মনে ধরে। কারণ সেসময় দেখেছিলাম বক্সের মধ্যে ও অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ শানাচ্ছে, সঙ্গে গোলও করছে। ওর প্রশংসা করতেই হয়।' শুভাশিস গত বছর থেকেই ক্লাব দলে তাঁকে দেখছেন। তাই সুহেলের খেলার স্টাইলও তাঁর জানা। গত মরশুমের বর্ষসেরা বাগান অধিনায়ক ক্লাবে যেমন জাতীয় দলেও আপাতত আগলে রাখছেন তার এই সতীর্থকে। শুভাশিস বলেছে, 'সুহেল অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। যার প্রমাণ ও দিয়েছে সুপার কাপে। সুযোগ পেয়ে সেখানেই নিজেকে প্রমাণ করতে পারার ফলেই আজ ও জাতীয় দলে। ওকে অবশ্যই গাইড করার চেষ্টা করি। কারণ না হলে এই তরুণদের পক্ষেও নিজেদের মেলে ধরা কঠিন। ওকে বলেছি ভুল ত্রুটি মাথায় না রেখে সামনের দিকে তাকাতে।' তাঁরা নিজেরাও আগের ম্যাচে যেসব ভুল ত্রুটি হয়েছে তা ভুলে গিয়ে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে চান হংকংয়ের বিরুদ্ধে। বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কী কী ভুলত্রুটি হয়েছে সে সব ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই। মানোলো স্যর আমাদের এই শিবিরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোথায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। দলের মধ্যে নবীন-প্রবীণের একটা ভারসাম্য রয়েছে। সিনিয়ার হিসেবে চেষ্টা করি নতুনদের গাইড করতে। আশা করি হংকং -এর বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলে জয়ে ফিরতে পারব।'

মানোলো হংকং ম্যাচের আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, 'হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটা খুব সহজ হবে না। তাই ওই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে থাইল্যান্ড ম্যাচটা প্রস্তুতির জন্য সঠিক ম্যাচ হিসাবে দেখছি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওদের ম্যাচটা আমি দেখেছি।'

আপাতত ব্যাংকক যাওয়ার আগে এই শিবিরটা ভালোভাবে কাজে লাগাতে চাইছে ভারতীয় দল।

শেষ ওভারে বাংলাদেশকে হারাল আমিরশাহি

শারজা, ২০ মে : শেষ ওভারে প্রয়োজন ১২ রান। হাতে ৩ উইকেট। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলাদেশের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্য তারা ছুঁয়ে ফেলল ১৯.৫ ওভারে। আন্তর্জাতিক টি২০-তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এটাই তাদের প্রথম জয়। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১। আজ শেষ ম্যাচেই হবে সিরিজের ফয়সালা।

সোমবার শুরুটা অবশ্য ভালো করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ৯ ওভারেই তারা কোনও উইকেট না হারিয়ে ৯০ রান তুলে নেয়। ৩৩ বলে ৫৯ রান করেন ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন অধিনায়ক লিটন দাস (৪০)। স্লগ ওভারে তৌহিদ হৃদয়ের ঝোড়ো ৪৫ রানে বাংলাদেশ ২০০ রানের গণ্ডি পার করে।

রান তাড়ায় নেমে আমিরশাহির জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম (৪২ বলে ৮২)। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় জয় এনে দেন হায়দার আলি (৬ বলে ১৫)।

ফের হার চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের

ব্রাইটন, ২০ মে : প্রিমিয়ার লিগের খেতাব নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর হলটা কী লিভারপুলের? টানা তিন ম্যাচ জয় অধরা। যার সর্বশেষ সংযোজন সোমবার রাতে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের কাছে ৩-২ গোলে হার।

ব্রাইটনের মাঠে নেহাত খারাপ খেলেনি লিভারপুল। ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষে এগিয়েছিল আর্নে স্লটের দলই। ৯ মিনিটে হার্ভে এলিয়ট ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডমিনিক সোবোসলাই গোল করেন অল রেডসের হয়ে। মাঝে গোল শোধ ব্রাইটনের। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল হজম করে হার। তার আগেই অবশ্য ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল লিভারপুল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সহজতম সুযোগটা নষ্ট করেন মহম্মদ সালাহ। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটও মনে করছেন, তৃতীয় গোলটা পেয়ে গেলে ফল অন্যরকম হতেও পারত। যদিও তার জন্য সালাহকে দোষারোপ করতে নারাজ তিনি। বলেছেন, 'সালাহ দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে। সবদিন তো কারও সমান যায় না। সবাই মানুষ।'

> সালাহ দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে। সবদিন তো কারও সমান যায় না। সবাই মানুষ।
>
> **আর্নে স্লট**

ফাইনালের আহমেদাবাদ যাত্রার নেপথ্যে ব্রডকাস্টারদের হুমকিও

বৃষ্টির চোখরাঙানিতে স্বপ্নভঙ্গ ইডেনের

তারিখ	ম্যাচ	স্থান	সময়
২৯ মে	প্রথম কোয়ালিফায়ার	মুল্লানপুর	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩০ মে	এলিমিনেটর	মুল্লানপুর	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১ জুন	দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার	আহমেদাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩ জুন	ফাইনাল	আহমেদাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতের অপারেশন সিঁদুর ছিল অনেকটাই প্রত্যাশিত। ঠিক তেমনই প্রত্যাশিত ছিল ইডেন গার্ডেন্স থেকে আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়া।

দিন কয়েক আগে ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির পর যখন স্থগিত আইপিএল ফের শুরুর মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ই সামনে এসেছিল নয়া তথ্য। ইডেন থেকে সরে যাচ্ছে আইপিএল ফাইনাল। বদলে সেই ফাইনাল হবে আহমেদাবাদে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই সম্ভাবনার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই প্রতিবেদনেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিলমোহর দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিল। বিকেলে গভর্নিং কাউন্সিলের ভার্চুয়াল বৈঠক চলেছে প্রায় ৫০ মিনিট। প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র নির্ধারণের একমাত্র অ্যাজেন্ডার বৈঠকে ইডেনে ফাইনাল ধরে রাখার জন্য সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার আবহাওয়া শেষ কয়েক বছর কেমন ছিল, তুলে ধরা হয়েছিল। সঙ্গে জানানো হয়েছিল, ৩ জুন কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে। আর এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

জানা গিয়েছে, ৩ জুন কলকাতায় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই তথ্য গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা জেনে যাওয়ার পর ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরিয়ে আহমেদাবাদে নিয়ে যেতে সমস্যা হয়নি। কলকাতার পাশাপাশি হায়দরাবাদের ম্যাচও সরে গিয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে। কিন্তু কেন এমন হল? ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে ছানবিন চালিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। শুধু বৃষ্টির সম্ভাবনাই ইডেন থেকে ম্যাচ সরে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আরও রয়েছে। সেটা হল ব্রডকাস্টারদের হুমকিও। সূত্রের খবর, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধি অভিষেক ডালমিয়া প্রবল চেষ্টা করেছিলেন ম্যাচ কলকাতায় রাখার। কিন্তু ব্রডকাস্টারদের হুমকির পর তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রডকাস্টারদের তরফে বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারত-পাক যুদ্ধের সম্ভাবনার কারণে আইপিএল স্থগিত হওয়ায় তাদের বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই আইপিএল প্লে-অফের ম্যাচ ও ফাইনাল এমন কোনও কেন্দ্রে করা যাবে না, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষপর্যন্ত যদি বোর্ড কলকাতাতেই ম্যাচ করতে চায়, তাহলে সেই ম্যাচের ইনসুরেন্স করা যাবে। ফলে বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে গেলে বড় আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়বে ভারতীয় বোর্ড।

ব্রডকাস্টারদের অনড় মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর বিসিসিআই কর্তারা আর কোনও ঝুঁকির পথে হাঁটেননি। আহমেদাবাদ ও মুল্লানপুরে আইপিএল প্লে-অফ ও ফাইনাল আয়োজনের সরকারি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র সরকারিভাবে ঘোষণার পাশাপাশি গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ। চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালসের মঙ্গলবারের ম্যাচ থেকে শুরু করে বাকি থাকা আইপিএলের সব ম্যাচে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ালে 'কাটঅফ' সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ফের খেলা শুরু অথবা অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচ আয়োজনের জন্য রাত ১০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। এখন থেকে সেই অপেক্ষার সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রকাশিত খবরে সিলমোহর দিল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

হতাশায় ডুবে ইডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ইঙ্গিত আগেই ছিল। কিন্তু তারপরও মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল। বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা ৩ জুন ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএল ফাইনাল আয়োজনে মরিয়া ছিলেন। তাঁরা স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসের খোঁজ যেমন নিয়েছিলেন। ঠিক তেমনই শেষ কয়েক বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার আবহাওয়া কেমন ছিল, তার তথ্যও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বাস্তবে সিএবি-র যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ। আজ সন্ধ্যার দিকে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, ইডেনে ফাইনাল ও কোয়ালিফায়ার টু-র ম্যাচ হচ্ছে না।

বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণার পর সন্ধ্যার দিকে সিএবিতে গিয়ে দেখা গেল হতাশার ছবি। সচিব নরেশ ওঝা, সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়দের শরীরীভাষায় হতাশা। একরাশ হতাশা নিয়ে সিএবি সভাপতি বলছিলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম। আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও আমরা বিসিসিআইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও ফাইনাল হল না কলকাতায়। আমরা হতাশ। বোর্ড যা ভালো বুঝেছে, তাই করেছে।' বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে দাবি করা হচ্ছে 'অবিচারের' শিকার হল বাংলা। অনেকে আবার রাজনৈতিক সমীকরণের অঙ্ক তুলে ধরে বোঝাতে চাইছেন, সিএবি বা ইডেনের মতো মাঠের জন্য এমন অসম্মান প্রাপ্য ছিল না।

- ৩ জুন ফাইনালের দিন কলকাতায় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- কলকাতার পাশাপাশি হায়দরাবাদের ম্যাচও সরে গিয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে।
- ব্রডকাস্টাররা আইপিএল প্লে-অফের ম্যাচ ও ফাইনাল এমন কোনও কেন্দ্রে চাইছিলেন না, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- বাকি আইপিএলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ফের খেলা শুরু অথবা অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচ করার জন্য সময়সীমা এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে।

INDIAN PREMIER LEAGUE

বেঙ্গালুরুর ম্যাচ সরে লখনউয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি শেষে আইপিএল প্রত্যাবর্তনের রাতে 'ভিলেন' হিসেবে হাজির হয়েছিল বৃষ্টি। গত ১৭ মে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছিল কেকেআর।

আরসিবি বনাম এসআরএইচ

মাঝে কয়েকদিন পার। বেঙ্গালুরুর আকাশের এখনও মুখ ভার। আগামী কয়েকদিনে উদ্যাননগরীতে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই কারণেই ২৩ মে বেঙ্গালুরুতে নির্ধারিত থাকা আরসিবি বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ বেঙ্গালুরু থেকে সরিয়ে দেওয়া হল লখনউয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে আজ এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২৩ মে লখনউয়ে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বিরাট কোহলিদের হোম ম্যাচ হিসেবে দেখা হবে।

অর্ধশতরানের পর বৈভব সূর্যবংশী। নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার।

ধোনিদের বাস্তব বোঝালেন বৈভব

চেন্নাই সুপার কিংস-১৮৭/৮ রাজস্থান রয়্যালস-১৮৮/৪ (১৭.১ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ২০ মে : এবারের আইপিএলের হতাশা ভুলে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে হবে, প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর থেকে চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরের ভাবনা এমনটাই। কিন্তু সমস্যা হল, সুক্তোর মশলা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করা যায় না। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বছর চোদ্দোর বৈভব সূর্যবংশী। ৩৩ বলে তাঁর ৫৭ রানের ইনিংসে কম পড়ে যায় চেন্নাইয়ের দেওয়া ১৮৮ রানের টার্গেট। মারকাটারি কুড়ির ক্রিকেটে ৩৫ পেরোনো রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদের মতো বুড়ো ঘোড়ায় ভরসা রাখার দিন যে শেষ সেটাও বুঝিয়ে দেন বৈভব।

মহেন্দ্র সিং ধোনিদের ব্যর্থতার দিনে কিছুটা লড়াই পাওয়া গেল তরুণ ওপেনার আয়ুষ মাত্রের (২০ বলে ৪৩) থেকে। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এদিন টসে হেরে মাঠে নেমে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে চেন্নাই। অখ্যাত যুধবীর সিংয়ের (৪৭/৩) পেস সামলাতে না পেরে ৭৮/৫ হয়ে যায় হলুদ ব্রিগেড। ডেভন কনওয়ে (১০), উর্ভিল প্যাটেল (০), অশ্বীন (১৩), জাদেজাদের (১) ব্যর্থতা দেখে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার ডেল স্টেইনের সমালোচনা, 'সিএসকে শুরুতে তিন উইকেট হারানোর পর দুই বোলারকে নামাল। ওদের অঙ্ক মাথায় ঢুকছে না।'

আয়ুষের আটটি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে ইতি টানেন তুষার দেশপাণ্ডে (৩৩/১)। আয়ুষের আউটের পর চেন্নাইকে টেনে তোলার কাজ করেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২৫ বলে ৪২)। শিবম দুবের (৩৯) সঙ্গে ৫৯ রানের পার্টনারশিপে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন ব্রেভিস। একটি ছয় মারলেও ১৬-তে আটকে যান ধোনি। প্রথমে ব্রেভিসকে ফেরানোর পর ফিরতি স্পেলে দুবে, মাহিকে তুলে নেন আকাশ মাধওয়াল (২৯/৩)। চেন্নাই থামে ১৮৭/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই বিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলার কাজটা করেন যশস্বী জয়সওয়াল (১৯ বলে ৩৬)। অংশুল কম্বোজের বলে তাঁর আউট হওয়ার পর রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে (৩১ বলে ৪১) নিয়ে খেলা ধরে নেন বৈভব। ১৪ নম্বর ওভারে দুইজনকে তুলে নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৪১/২) একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এদিন আর রাজস্থানকে ফিনিশিং প্রবলেমে পড়তে দেননি ধ্রুব জুরেল (১২ বলে অপরাজিত ৩১) ও শিমরন হেটমেয়ার (অপরাজিত ১২)। তারা ১৭.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮৮ রান তুলে নেয়।

eTender Notice
e-NIT NO.- 01/e-NIT/15TH FC/ TAT II GP / 2025-26, DATE - 14.05.2025
e-Tender in percentage rates for the following compact works by two cover system (E-Procurement) from reliable, resourceful, bonafide Individual Contractors. The Last date of submission of the Bid is 26.05.2025 and time before 17.30 hrs. This Notice may be seen on Website - www.wbtenders.gov.in
S/d Pradhan
Tatpara II G.P.

NOTICE INVITING TENDER
Two cover bid system e-tender are hereby invited by the undersigned through e-tender portal for E-NIT No. WB/APD/KMG/KGP-I/ET/01/25-26, DATED : 20.05.2025
Detail are available at the notice board of Kamakhyaguri No.I G.P. office and also at www.wbtenders.gov.in website.
Sd/-
Pradhan
Kamakhyaguri No.I Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
Notice inviting e-tender by the undersigned for different works vide eNIT-WB/APD/APD- II/SAMUKTALA GP/ET/02/2025-26, DATED-19/05/2025. Last date of submission 27/05/2025 upto 18:00 Hours. For further details you visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Samuktala Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার দল রওনা

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : মালদায় আন্তঃ মহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটের জন্য আলিপুরদুয়ার দল মঙ্গলবার রওনা হল। দলে রয়েছে রাজদীপ সরকার, আইনস্টাইন নার্জিনারি, উজান চৌধুরী, বিজিত বর্মন, তনভীর হুসেন, অমিত দে, শুভ্রদীপ পাল, জয়ব্রত দে, পবন প্রসাদ, হ্রীমন সরকার, সঞ্জীব সরকার, প্রত্যয় সুলতা, শুভায়ন মিত্র, মহম্মদ অয়ন ও পাপন বর্মন। কোচ ও সহকারী কোচ যথাক্রমে বিজয় দে এবং প্রদীপ্ত সাহা।

ইউনিকের ফুটবল শুরু

হলদিবাড়ি, ২০ মে : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বেরুবাড়ি ১-০ গোলে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। ইউনিকের মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা কাবুল হক। বুধবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে সাতকুড়া ইয়ং স্টাফ।

ফাইনালে রাইজিং এসপি

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ মে : কামাখ্যাগুড়ি প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে উঠল রাইজিং এসপি ইলেভেন। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৯ উইকেটে হারিয়েছে বারোবিশা টাইটান্সকে। টাইটান্স প্রথমে ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১১২ রান তোলে। জবাবে এসপি ৯.১ ওভারে ১ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। অপরাজিত ৭৩ রান করে ম্যাচের সেরা টুটন দাস।

আগে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে বারোবিশা টাইটান্স ৮ উইকেটে হারায় গুরুকুলম একাদশকে। গুরুকুলম প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১২ রান করে। অন্তু পালের অবদান ৩৭ রান। ডনিল দত্ত ৬ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে টাইটান্স ৮.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ডনিল দত্ত রেখে এসেছেন ৫১ রান।

৮ দলীয় মহিলা ফুটবল শুরু

মেখলিগঞ্জ, ২০ মে : মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ৮ দলীয় ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মোহিতনগর ফুটবল একাদশ ৩-০ গোলে ভুটান গার্লস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সঞ্জনা কেরকেট্টা জোড়া গোল করেন। অন্যটি সোহিনী রায়ের। বুধবার খেলবে পুরুলিয়া ফুটবল একাদশ ও কুচলিবাড়ি ফুটবল একাদশ।

আন্সেলোত্তির সহকারী হতে প্রস্তুত কাকা

ব্রাসিলিয়া, ২০ মে : প্রাক্তন গুরু-শিষ্য আবারও জুটি বাঁধতে পারেন ব্রাজিল জাতীয় দলে। ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে সেই সম্ভাবনা।

রিকার্ডো কাকাকে ব্রাজিলে সহকারী হিসাবে চাইছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। গত কয়েকদিন ধরেই খবরটা ঘোরাফেরা করছে। এবার কাকা নিজেও ব্রাজিল জাতীয় দলে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বলেছেন, 'ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন চাইলে আমি জাতীয় দলকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।' তাঁর সংযোজন, '২০১৭ সালে খেলা ছাড়ার পর ক্রীড়া বাণিজ্য এবং ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের কোচিং ডিগ্রি অর্জন করেছি। দীর্ঘ ১৫ বছর ব্রাজিলের হয়ে খেলেছি। সুযোগ পেলে নতুন ভূমিকায় জাতীয় দলে ফিরতে চাই।'

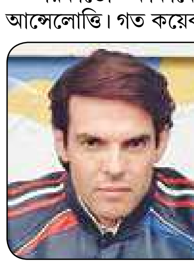

আগামী মাসের শুরুতেই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলবে আন্সেলোত্তির ব্রাজিল। এই পর্বে সম্ভবত পুরোনো সহকারীদের নিয়েই কাজ করবেন ইতালিয়ান কোচ। যদিও তাঁদের কারোর সঙ্গেই স্থায়ী চুক্তি হচ্ছে না। তাছাড়া কাকার সঙ্গে আন্সেলোত্তির সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। তাঁর অধীনেই ক্লাব ফুটবলে সেরা সময়টা কাটিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ফলে সবদিক থেকে কাকার সহকারী হওয়ার পথ খোলাই থাকছে।

বাগানের ড্র, হার লাল-হলুদের

জামশেদপুর, ২০ মে : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৫ জুনিয়ার লিগের মূলপর্বে গ্রুপের শেষ ম্যাচে আটকে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল সবুজ-মেরুনের খুদেরা। অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে ৮-২ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের। আট গোল হজমের দিনেও জোড়া গোল করে খানিকটা হলেও লাল-হলুদ জার্সির মান রাখলেন শিশির সরকার। পয়েন্ট খোয়ালেও গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল বাংলার দুই দলই।